দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৌড় / সমরেশ মজুমদার

আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিমল কর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৌড় আমার প্রথম উপন্যাস, প্রথম প্রেমে পড়ার মতো।
অথচ গল্প লিখছি অনেকদিন। কখনো
মনে মনে, দেশ পত্রিকায় তো
দশ বছর। অদ্ভুত ব্যাপার, উপন্যাস লেখার কথা ভাবিনি
কখনো।
হয়তো কোনকালেই লিখতাম না যদি একটি মানুষ না থাকতেন।
তিনি শ্রীসাগরময় ঘোষ।
স্নেহ, সহানুভূতি এবং অনুপ্রেরণা ঝরণার মতো
এই হিমালয়সদৃশ মানুষটির কাছাকাছি হয়ে
একদিন পেয়ে গেলাম।
মাছেরা কি ঝরণার কাছে ঘুরে ফিরে কৃতজ্ঞতা জানায়?
কি জানি। শুধু জানি
ওদের জলজ বলা হয়ে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই লেখকের অন্যান্য বই

অগ্নিরথ
অনেকেই একা
অসুখলতার ফুল
আট কুঠুরি নয় দরজা
আত্মপক্ষ
আত্মীয়স্বজন
আবাস
আমাকে চাই
আশ্চর্য কথা হয়ে গেছে
উজান গঙ্গা
উৎসারিত আলো
এত রক্ত কেন
ওরা এবং ওদের মায়েরা
কষ্ট কষ্ট সুখ
কালবেলা
কালপুরুষ
কুলকুণ্ডলিনী
কেউ কেউ একা
ছায়াবৃতা
ছায়ার শরীর
জনযাজক
জন্মদাগ
জলের নীচে প্রথম প্রেম
জ্যোৎস্নায় বর্ষার মেঘ
ঠিকানা ভারতবর্ষ
দশটি উপন্যাস
দায়বন্ধন
দিন যায় রাত যায়
বিনিসুতোয়
মনের মতো মন
মেঘ ছিল, বৃষ্টিও
রক্তধারায় টান
শরণাগত
শ্রদ্ধাঞ্জলি
সাতকাহন (অখণ্ড)
সুধারাণী ও নবীন সন্ন্যাসী
হরিণবাড়ি
হিরে বসানো সোনার ফুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ কিছুক্ষণ হল রাকেশের ঘুম ভেঙেছে এবং ও এই সময়টুকুই সমস্ত শরীর গুটিয়ে নিয়ে, অনেকটা তেমাথা বুড়োর মত, ঘুমের আমেজটাকে জিইয়ে রাখতে চাইছিল। এখন এই সকালে মেঝেতে পাতা বিছানায় শুয়ে সারা ঘরে ছড়ানো কাগজ, মাটির ভাঁড় উপচে পড়া সিগারেটের টুকরো এবং প্রায় মাথার বালিশের পাশে গোড়ালি সাদা হওয়া কালো জুতোটাকে দেখতে পেয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার চেষ্টা করল ও। পাশের বাড়িতে বাংলায় খবর বাজছে। ওর ঘরের প্রায় মেঝে থেকে ওঠা জানলা দিয়ে ওই বাড়ির দোতলাটা পরিষ্কার দেখা যায়। সকাল বেলায় কেউ শালা খবর শোনে! তাহলে কাগজ রাখার কি দরকার। এক চোখ খুলে রাকেশ পরিষ্কার দেখতে পেল ও-বাড়ির বুড়ো কর্তা জাঙ্গিয়া পরে মুখ খিঁচিয়ে আসন করছে। চোখ বন্ধ করে ফেলল রাকেশ। আজ সকালটাই মাটি হয়ে গেল।

আজ কোন তাড়া নেই। অন্যদিন এই সকাল আটটা থেকেই অস্বস্তি হত। শালা জয়সোয়াল সাহেব দশটা বাজতে না বাজতেই লাল ঢ্যাঁড়া মারছে। তিনটে ঢ্যাঁড়া মানে একটা ক্যাজুয়াল লিভ খতম। আর কেমন করে যে দেরি হয়ে যায় কিছুতেই বুঝতে পারে না রাকেশ। কিন্তু আজ সে-সব তাড়া নেই। আজ সারাদিন শুয়ে থাকলেও কেউ ঢ্যাঁড়া দেবার নেই। কিন্তু শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না একটুও। পাশের ঘরে উনুন জ্বলছে। উনুনটা ওপাশের দেওয়াল ঘেঁষে। তাই ওপাশের দেওয়ালে হাত দিলে ছ্যাঁকা লাগে। লেপটাকে নামিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল রাকেশ। রাত্রে নগ্ন হয়ে শোওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ মনে করায় নিজের উদোম বুক কোমর একবার দেখল। বড় মায়া লাগে হাত বোলাতে। আঃ। কোমরটাকে আলতো করে পাশের দেওয়ালে ছোঁয়াল—একটা উষ্ণ আরাম সারা শরীরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

টেরিকটের প্যান্টটা গলিয়ে নিয়ে থার্মোমিটারের মত টুথব্রাশটা মুখে পুরে দরজা খুলল রাকেশ। ওর এই পাঁচ বাই সাত ফুট ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছয় ইঞ্চি আয়নায় মুখটা একবার বুলিয়ে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। কারণ ও জানে, এই সময় নীচের কলতলায় কয়েকটি মেয়ে ব্যস্ত থাকবেই। এ-বাড়ির মেয়েরা সুন্দরী কি! হলেও তাদের প্রতি কোন দুর্বলতা ওর নেই। তথাপি পিচুটি-চোখে কোন মহিলার মুখোমুখি হওয়া—ভাবাই যায় না।

আনন্দ এই ঘরটা ওকে খুঁজে দিয়েছিল। য়ুনিভার্সিটি হোস্টেল থেকে বেরিয়ে কোলকাতার মেসে নিজস্ব ঘর কব্জা করার মত রেস্ত ওর ছিল না। আনন্দর এক আত্মীয় এই ঘরটায় ছিল। কলেজ স্ট্রীটের কাকাকাছি এই ঘরটায় এসে ওর আপত্তি হয়নি। বাড়িওয়ালীর সঙ্গে কথা বলেছিল আনন্দ। বুড়ি মাথা দুলিয়েছিল, 'ত্রিশ ট্যাকা ভাড়া লাগবে বাবা। আর তোমার বয়স তো ভাল নয়, পষ্ট কথা বলছি, কাঁচা কাঁচা অনেক ভাড়াটে মেয়ে আছে, কেউ যদি বলে লজর খারাপ করেছ, তাহলে চলে যেতে হবে। বুঝলে?' ঘাড় নেড়েছিল রাকেশ। মনে মনে বলেছিল, মাথা খারাপ! কর্মস্থান আর বাসস্থানে ওসব কেউ করে!

একতলায় নামতেই চাক ঘিরে থাকা মৌমাছির মত কল আঁকড়ে থাকা মেয়েগুলো আলগা হয়ে গেল। এই সময় নিয়মিত দুটো বাক্যের একটি ওর কানে আসে—আজ বড় তাড়াতাড়ি উঠলেন যে, অথবা আজ বড় দেরি হয়ে গেছে কিন্তু। প্রায় চোখ কান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুজে সুড়ুৎ করে ভালো আছেন মাসীমা গোছের মুখ করে কর্মটি সেরে নিতে বারোয়ারী স্নানঘরটায় ঢুকে গেল ও। বাড়িওয়ালী বুড়িকে অজস্র ধন্যবাদ যে পায়খানাটা বাথরুমের ভেতরেই করেছিল। নইলে জল হাতে মেয়েগুলোর সামনে দিয়ে পায়খানায় ঢোকা—ভাবাই যায় না। এই বারোয়ারী স্নানঘরটা যেমন অন্ধকার তেমনি নোংরা। মেয়েদের মাথার চুল থেকে সাবানের ফেনা সব সময় জলে ভেসে বেড়ায়। বেশীক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে আরশুলার আদর খেতে হবে সর্বাঙ্গে। এই গা ঘিন-ঘিন ভাবটা এড়াবার জন্যে রাকেশ সিগারেট ধরিয়ে স্নান শুরু করে। শুকনো গামছা দিয়ে ধরে মাঝে মাঝে কয়েকটা টান দিয়ে নেয়। অনেকটা ট্রলি গাড়ির বেগ কমে এলে পেছন থেকে ঠেলার মত।

ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরালো রাকেশ। এখন কি করা যায়! সুহাসদাকে আজ ধরতেই হবে। কালকেই যদি ওর অফিসে যাওয়া যেত! কিন্তু একদম মনে পড়েনি তখন। আসলে কাল দুপুর থেকে ওর সমস্ত চিন্তাভাবনা কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। কোন কিছুই মাথায় আসছিল না। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে সারাটা দিন কেটে গেল।

অথচ গতকাল ওর ঢ্যাঁড়া পড়েনি। মিনিবাস পেয়ে গিয়েছিল কলেজ স্ট্রীটের মোড়েই। সম্পূর্ণ টিপটপ না হয়ে ও রাস্তায় বের হয় না। মাথার টেরি থেকে জুতোর টো পর্যন্ত ঝকঝক থাকবেই। ঘণ্টাখানেকের ব্যবধানে সিগারেট কেনার সময় পানের দোকানে আয়নায় খুরপি চালানোর মত কয়েকবার চিরুনি বুলিয়ে নেয় চুলে। দ্রুত পা চালানোর জন্যে এই শীতের সকালেও কপালে ঘাম জমছিল। স্নান করে নিজের টেবিলে যেতে না যেতেই কানে এল সুপার নরেশবাবুর চীৎকার—রাকেশবাবু আপনার ফোন!

এই সকালে কে ফোন করল। নীরা? যাঃ হতেই পারে না। ও জানে এই সকালে ও অফিসে আসেই না। তাছাড়া নীরাদের ফোনটা কাল থেকে খারাপ হয়ে আছে। কয়েক-বার ডায়েল করে না পেয়ে ওয়ান নাইন নাইনকে বলতে ওরা জানাল। টেবিলের ওপর রাখা রিসিভারটা তুললো রাকেশ। কিসের গন্ধ মাউথ-পিসটায়। সারা অফিসটায় চোখ বোলাল ও। লোকগুলো জিভ বুলিয়ে কথা বলে নাকি! আজকাল তো কি সব সেণ্টফেণ্ট দেয় রিসিভারে। গবর্নমেণ্ট অফিস কে কাকে দ্যাখে।

'হ্যালো!'

'কে বলছেন?' ওপাশ থেকে সাজানো গলার এক মহিলা প্রশ্ন করলেন।

'আমি রাকেশ—রাকেশ মিত্র। আপনি কে বলছেন?' বিস্মিত হল রাকেশ।

'উঃ, শেষ পর্যন্ত তোমাকে পাওয়া গেল রাকেশ। প্রায় আন্দাজেই তোমাকে ফোন করলাম। কাল ডালহৌসি দিয়ে ট্যাকসিতে যাবার সময় তোমায় দেখলাম অফিসে ঢুকছো। টেলিফোন গাইড থেকে নাম্বার নিয়ে শেষ পর্যন্ত তোমাকে পেয়ে গেলাম।' এত সুন্দর করে কেউ হাসতে পারে? কে?

'কে আপনি—আমি ঠিক—।' বিস্ময় বাড়ছিল ওর। এরকম গলার এরকম কথায় কাউকে ভাবা যায় না স্মৃতিতেও।

'সেকি, আমাকে চিনতে পারছ না, বাঃ।' ছোট্ট অভিমানের টোকা গলায় বাজল।

'না।'

'রিয়াকে মনে আছে?' আবার হাসি।

রিয়া। প্রায় চমকে উঠল রাকেশ। এক একটা নাম আছে, এক একটা মুখ আছে যা শুনলে বা যাকে দেখলে বুকের ভিতরটায় ধুক করে ওঠে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে আচমকা। নিজেকে সামলাতে সময় লাগে কিছুক্ষণ।

'হ্যাঁ।' খুব আস্তে যেন নিজের সঙ্গে কথা বলল রাকেশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি রিয়ার মা। মনে পড়ছে? উঁহু, তুমি যেরকমটি ভাবছ আমি সেরকমটি নই। আচ্ছা ঠিক আছে, শোন, তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে, ভীষণ দরকার। তুমি তো জান না ওর ব্যবসাটা আমি দেখছি—একটা গোলমালে পড়ে গেছি—তোমাদের অফিসের ব্যাপার—না বাবা—ফোনে বলা ঠিক না—তুমি একবার আসবে লক্ষ্মীটি প্লিজ—' গলার স্বর সেতারের সব কটা তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে এল।

'আমি কি করব!' রাকেশ বলল।

'তোমাকে আমার দরকার। তুমি একটু সাহায্য করলে মনে হয় হয়ে যাবে। রাকেশ—তোমার সঙ্গে এক সময় খারাপ ব্যবহার করেছিলুম, না? সত্যি আমার খারাপ লাগতো তারপর। তুমি এসো, আজ বিকেলে আসবে? কি বললে? বেশ, তাহলে কাল। যে কোন সময়। আমি বাড়িতেই আছি। কথা রইল কিন্তু। এই জানো—রিয়া ভাল নেই—একদম ভাল নেই। এসো তাহলে—ছাড়ছি।

ওপাশ থেকে কট্ করে শব্দটা শুনতে পেল রাকেশ। রিসিভারটা নামিয়ে খোলা জানলা দিয়ে প্রায় সকাল পেরোনো ডালহৌসিটাকে দেখল ও। রিয়া ভাল নেই। হাসলো রাকেশ। রিয়ার মা ফোন করেছিলেন—ভাবাই যায় না। চোখের জলের ব্যালেন্স রাখতে পারেন মহিলা। দু কোণে টলটল করবে কিন্তু এক ফোঁটাও গড়াবে না। কুড়ি-বাইশ বছর বেমালুম চুরি করে ভদ্রমহিলা মেয়ের সঙ্গে জামাকাপড় পাল্টাপাল্টি করে পরেন। রিয়া শেষ পর্যন্ত ভাল নেই! সেই রিয়া।

অন্যমনস্ক হয়ে নিজের সিটে ফিরল রাকেশ। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়াটা ছাড়তেই পিয়ন সামনে এসে দাঁড়াল।

'আপনাকে বড় সাহেব ডাকছেন।'

'যাচ্ছি—যাও।' জয়সোয়াল সাহেবের সঙ্গে কাজের ব্যাপারে ওর কোন যোগাযোগ নেই—তবু ডাকছেন কেন? পুরো হলঘরটা এখন ভরে গেছে। গুন গুন শব্দ চারপাশে। পার্টিরা আসতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। আলমারী খুলে পিয়ন ফাইল সাজিয়ে রাখছিল ওর টেবিলে। চোখ তুলে দেখল কালকের রোগা মতন সিন্ধী ভদ্রলোক ওর সামনে দাঁড়িয়ে। কাল বলেছিল আজ আসতে। অনেক ঝামেলার কেস। উঠে পড়ল রাকেশ, 'আপনি একটু দাঁড়ান আমি ঘুরে আসছি।'

জয়সোয়াল সাহেবের ঘরের সামনে এসে সিগারেটটা জুতোর তলায় চেপে নেভাল ও, তারপর দরজা খুলতেই জয়সোয়াল সাহেবের বিরাট মাথাটা দেখতে পেল। মাথা ঝুঁকিয়ে ডাকছেন জয়সোয়াল। কার্পেট পাতা ঘরে পা দিল রাকেশ। বিরাট কাচের টেবিলটার এপাশে চেয়ার টেনে বসল ও।

একমনে কাজ করে যাচ্ছেন জয়সোয়াল। কেন ডেকেছেন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। নেভি ব্লু স্যুট, চওড়া টাই, ভদ্রলোক দেখতে দারুণ হ্যান্ডসাম। বয়স হয়েছে সেটা শুধু চোখের নিচের দিকে তাকালে বোঝা যায়। ঘরটা বেশ বড়। জানলার দিকে একটা ইজিচেয়ার পড়ে আছে। দুপুর একটা থেকে দুটো, দরজা বন্ধ করে জয়সোয়াল ওখানে বিশ্রাম করেন। অফিসে একটা গুজব আছে যে দুটোর পর এ ঘরের বাতাসে অ্যালকোহলের চনমনে গন্ধ ভাসে।

টেবিলের ওপর আঙুল রেখে একটু অসহিষ্ণু ভাব দেখিয়ে রাকেশ নিচু গলায় বলল, 'ইয়েস?'

জয়সোয়াল মুখ তুলে কিছু বলতে যেতেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে রিসিভার তুলে নিলেন ভদ্রলোক, 'হ্যালো—জয়সোয়াল স্পিকিং—হে, হাউ ডু য়ু ডু! হাঁ—আরে ছোড় ভাই—হাম তো ফতুর হো গিয়া—ইউ মেট সিং—আরে ওহি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহিনচোকো বাত ছোড় দেও জি। এক সিওর টিপ্‌স চাহিয়ে। ডার্বি সুইট কিস খেল্‌ দো—হাঁ হাঁ ইভ্‌ন মানি—তো কিয়া হার্ম—আর য়ু সিওর, মিস্টার রোমিও উইল উইন! পাক্কা। ওকে, সি ইউ।' রিসিভার রেখে মাথা নাড়ল জয়সোয়াল। তারপর কোর্টের পকেট থেকে হলুদ ছোট বই বের করে দ্রুত পাতা ওল্টাতে লাগল। কিছুই ঠিক বুঝতে পারছিল না রাকেশ। ফোনে অবশ্য একজনের কথা শুনলে পুরোটা বোঝা মুশকিল হয় মাঝে মাঝে। সুইট কিস; মিস্টার রোমিও—রাকেশ বড় বড় চোখে জয়সোয়ালের হাতের বইটার দিকে তাকাল। চটি বই। রেসের। ওপরে ঘোড়ার ছবি আঁকা। তবে রাস্তায় যে ধরনের রেসবুক বিক্রী হতে দ্যাখে সেরকম নয়। জয়সোয়াল পেন্সিল দিয়ে একটা নম্বর গোল করে দাগ দিল। তারপর বইটা পকেটে রেখে সামনের দিকে তাকাতেই দরজা খুলে একটা লোক পিয়নবুক হাতে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল। রাকেশ বুঝতে পারছিল না ঠিক কি ঘটছে। জয়সোয়াল সাহেব আঙুল দিয়ে রাকেশকে দেখিয়ে দিতেই লোকটা পিয়নবুক খুলে ওর সামনে ধরল, 'আপনার চিঠি।'

সই করে মুখবন্ধ করা খামটা নিতেই লোকটা একটু দাঁড়িয়ে থাকল। লোকটা কি বকশিস চায়? জয়সোয়াল সাহেবের সামনে? খামটায় কি আছে! লোকটা চলে যেতেই ও খামের মুখ খুলল। পাতলা সাদা কাগজে সুন্দর টাইপ করা ছোট্ট চিঠি। চিঠিটা পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়াল রাকেশ। দুবার পড়ল ও। মাথার মধ্যে কিছুই ঢুকছে না যেন। জয়সোয়াল সাহেবের দিকে তাকাল রাকেশ। চোখাচোখি হতে রুমালে মুখ মুছলেন ভদ্রলোক। তারপর গলা খাঁকরি দিয়ে বললেন, 'আই এ্যাম সরি ফর ইউ। ওয়েল, কিপ কন্টাক্ট, লেট মি থিং হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ। গুড লাক।' আবার মাথা নামিয়ে কাজ শুরু করল জয়সোয়াল সাহেব। কার্পেট মাড়িয়ে বাইরের করিডোরে এসে দাঁড়াল ও।

বিরাট হলঘরটায় ঢুকে দেখল অফিসের সবাই এক জায়গায় জড় হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। আতঙ্ক, সহানুভূতি চোখগুলোতে মাখানো। সুধীর রায়কে এগিয়ে আসতে দেখলো ও। য়ুনিয়নে ওদের অফিসের রিপ্রেজেন্টিটিভ। ওর হাত থেকে চিঠিটা নিল সুধীর। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল চিঠিটা, 'শালা। রুল ফাইভ করেছে।' রুল ফাইভ! মুহূর্তে একটা চাপা গুঞ্জন অফিসিয়ানি ওকে ঘিরে জড় হয়ে গেল। সবাই মুখ বাড়িয়ে দেখতে চায় চিঠিটা। ইওর সার্ভিস ইজ হেয়ারবাই টার্মিনেটেড...। রুল ফাইভ করল কেন? ভদ্রলোক কি পার্টি করতেন? যাঃ, কোনদিন য়ুনিয়ন অফিসে যেতে দেখিনি। মিছিলেও যেত না। নিশ্চয়ই আন্ডারগ্রাউন্ড পলিটিক্স করত। পুলিশ রিপোর্ট ছাড়া রুল ফাইভ হয় না। গুন গুন শব্দগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছিল সারা ঘরে। সুপার নরেশবাবু চিঠিটা পড়লেন, 'কি করবেন ভাই, এই জন্যেই তো আমি পার্টি করতে বলি না কাউকে। এখন তো আর গবর্নমেন্ট সার্ভিস আপনি পাবেন না। যাক, এক মাসের বেতন দিয়ে দিতে বলেছে—মন্দের মধ্যে এটাই যা একটু আশার কথা—বিল করে দেব।'

'আমি কোনদিন পার্টি করিনি।' অসহায়ের মত বলল রাকেশ।

'যাঃ তা হয় কখনো, কেন চেপে যাচ্ছেন—পুলিশ এসব ব্যাপারে খুব পার্টিকুলার।' নরেশবাবু হেসে চলে গেলেন।

'আপনাকে দেখে কিন্তু কোনদিন ভাবিনি আপনি পলিটিক্স করেন। যাহোক কমরেড, রুল ফাইভের এগেন্সটে কিছু করা যায় না, এর আগে অন্তত আটটা কেস আমাদের মেনে নিতে হয়েছে, তবু আমি য়ুনিয়ন অফিসে ফোন করছি।' একবার হাতটা ধরে সুধীর টেলিফোনের টেবিলের দিকে চলে গেল।

কেমন একটা অসহায় ভাব ছড়িয়ে পড়ছিল মনের মধ্যে, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল রাকেশের। ভীড় ঠেলে ও নিজের চেয়ারে ফিরে এল। সবাই এমনভাবে ওকে দেখছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন শহীদ হয়ে গেছে। সেই সিন্ধী ভদ্রলোক এখনও দাঁড়িয়ে। রাকেশের কাছে ওর ফাইল। কিছু একটা ব্যাপার হয়েছে আঁচ করে লোকটা একজনকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ক্যা হুয়া।' জবাব শুনে রাম রাম বলে ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো দরজার দিকে।

ভীড়টা সামনে থেকে সরে গেলেও রাকেশ বুঝল সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। এখন ও কি করতে পারে? কেঁদে ফেলতে পারে, চিৎকার করে বলতে পারে আমি কেন আমার চৌদ্দপুরুষে কেউ পলিটিক্স করিনি, অথবা চুপচাপ মেনে নিতে পারে। বোধহয় শেষেরটাই সবচেয়ে ভাল। এই চেয়ার এবং টেবিল, টেবিলের ড্রয়ার—অদ্যই শেষ রজনী। কাল থেকে অন্য কেউ বসবে। কাল থেকে সে একদম বেকার। ভাবাই যায় না। অবশ্য এক মাসের মাইনে পাওয়া যাবে। আপাতত এক মাস নিশ্চিন্ত। পুরো তিরিশটা দিন। ড্রয়ারটা খুলল রাকেশ। একটা ছোট ডায়েরী, যার মধ্যে অফিসের নোটই বেশী, কয়েকটা ফোন নম্বর আর নাম লেখা। একবার চোখ বোলাল ও। কয়েকটা কাগজ ডায়েরীর ভাঁজে রেখে উঠে দাঁড়াতেই সুধীর প্রায় দৌড়ে এল, 'চলুন, তাড়াতাড়ি চলুন, য়ুনিয়ন অফিসে যেতে হবে এক্ষুনি।'

'আপনি বললেন রুল ফাইভের এগেন্সটে কিছু করা যায় না!'

রাকেশ কিছু বলতে হয় তাই বলল।

'যায় না তবু চেষ্টা করতে দোষ কি।' সুধীরের সঙ্গে টেবিলগুলো পেরিয়ে আসার সময় নরেশবাবুর ডাক কানে গেল রাকেশের, 'শুনুন, কাল একবার আসবেন, বিলটা কবে পাশ হবে খোঁজ নিয়ে যাবেন।' ঘাড় দোলাল ও। এখন একটা সাধারণ ব্যাপার—কিছু টাকা ধার চেয়েছে রাকেশ, নরেশবাবু দিচ্ছেন—এমন ভাব আর কি। দরজার গোড়ায় পিয়নটা দাঁড়িয়ে। লোকটার বাড়িতে এগারজন খাইয়ে। বেচারা মাইনে পায় দুশো টাকা। ওর কাছে বোধহয় টাকা চাইলে মতন পাবে রাকেশ। 'চললেন বাবু।' লোকটা হাত কপালে তুলল। হাসল রাকেশ, 'ভালো থেকো সুবন্ধু।'

সুধীরের সঙ্গে রাকেশ হেড অফিসে আসতেই টের পেল খবরটা এখানেও ছড়িয়েছে। সুধীরের পরিচিত একজন করিডোরে দেখা হতেই বলল, 'কি সুধীর, শুনলাম তোমাদের অফিসে রুল ফাইভ হয়েছে।' একটু অস্বস্তি নিয়ে সুধীর ঘাড় নাড়ল।

'নকশাল নাকি?'

'কি জানি' বলে সুধীর ওকে নিয়ে য়ুনিয়ন অফিসে ঢুকে পড়ল। রাকেশ দেখল চারজন একটা টেবিল ঘিরে বসে আছে। একজনকে চিনতে পারল ও। য়ুনিয়নের সেক্রেটারী। ভদ্রলোক রাকেশকে দেখলেন।

সুধীর বলল, 'অনিলদা, এই রাকেশ।'

অনিলদা রাকেশকে বসতে বললেন। একটাই চেয়ার খালি ছিল। রাকেশ বসল না। 'জানেন নিশ্চয়ই, রুল ফাইভের বিরুদ্ধে আমরা আইনত কিছু করতে পারি না। কারণ কোন কর্মচারীর অতীত নিয়ে আমরা কন্ট্রোলারকে চাপ দিতে পারি না। আপনার খবর পেয়েই আমি কন্ট্রোলারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। পুলিশ রিপোর্ট দিয়েছে যে আপনি উইদ আর্মস মন্ত্রীদের মারবার জন্যে একদা ঘোরাফেরা করেছেন। যদিও প্রমাণাভাবে ধরা যায়নি। রিপোর্টের মধ্যে কন্ট্রাডিক্টরী আছে, কিন্তু কন্ট্রোলার কোন রিস্ক নিতে চান না। অবশ্য উনি বলছেন যে পুলিশ যদি রিপোর্ট উইথড্র করে তবে উনি রুল ফাইভ তুলে নেবেন।'

সুধীর বলল, 'পুলিশ কি রিপোর্ট উইথড্র করে?'

অনিলদা ঘাড় নাড়লেন, 'আমার জ্ঞানত না। তবে কন্ট্রোলার একমাস সময় দিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকে হল দশ, নাইন্থ মার্চ বিকেল অবধি সময় আছে। রাকেশবাবু, আপনার জানা-শোনা কোন মন্ত্রী যদি থাকে, তবে তাকে ধরুন।'

চুপচাপ বেরিয়ে এসেছিল রাকেশ। অনিলদা অবশ্য যোগাযোগ রাখতে বলেছেন। দিল্লীতে মার্সি পিটিশন পাঠাবেন। বিরাট দশতলা বাড়িটার বাইরে এসে রাকেশের মনে পড়ল ও অনেকক্ষণ সিগারেট খায়নি। পকেট থেকে সিগারেট বের করতে গিয়ে ডায়েরীতে হাত পড়ল। ডায়েরীটা খুলে সেকশন—সাব-সেকশন লেখা নোট্‌সগুলো দেখে একটানে ছুঁড়ে দিল ওপরে। ফর ফর করে উড়তে উড়তে সেটা একটা ট্রামের ছাদে গিয়ে পড়ল। রাকেশ দেখল ট্রামের জানলায় বসা কিছু লোক চকিতে হাঁ হাঁ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। বেচারারা কি ভাবছে বোমা পড়ল। গম্ভীর মুখে হাঁটতে লাগল রাকেশ। হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলার ট্রাম গুমটির কাছে এসে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়ে গেল ওর। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরে কেমন দম ধরল রাকেশের। পকেট থেকে তিনটে দশ পয়সা বের করে টেলিফোন বুথের সামনে দাঁড়াল ও। নীরাদের ফোন সারানো হয়েছে কি! নীরা কি এখনও ঘুমোচ্ছে। এখন এই দুপুরবেলা নীরাকে ঘুমোতে বলেছে ডাক্তার। টেলিফোন বুথের মধ্যে এক মহিলা দাঁড়িয়ে। কানে রিসিভার চেপে দুলছেন। বাইরে থেকে কথা শুনতে পাচ্ছিল না ও। তিন মিনিট হয়ে গেল। মেয়েরা একবার ফোন ধরলে ছাড়তে চায় না। কার সঙ্গে কথা বলছেন? প্রেমিক-ট্রেমিক হলে তো হয়ে গেল। এই দুপুরবেলা কোন মেয়ে টেলিফোনে প্রেম করার জন্য ধর্মতলায় আসে। নাকি ছেলেটার আসার কথা ছিল অথচ আসছে না দেখে মেয়েটা ফোন করছে। আঃ জ্বালাতন। রাকেশ দেখল ওর পেছনে এক ভদ্রলোক লাইন দিয়েছেন। না, আর ভদ্রতা করা যায় না, রাকেশ টেলিফোন বুথের দরজাটা ফাঁক করে মুখটা ঢোকাতেই দেখতে পেল বছর পঁয়ত্রিশের এক মহিলা রিসিভার কানে ধরে চোখ বন্ধ করে কাঁদছেন। কয়েক সেকেণ্ড দেখল রাকেশ। ভদ্রমহিলা কোন কথা বলছেন না, ওপাশ থেকে কেউ কিছু বলছে বলে মনে হচ্ছে না। কেমন অস্বাভাবিক গলায় রাকেশ বলে ফেলল, 'আপনি কাঁদছেন?'

চমকে উঠলেন ভদ্রমহিলা। রিসিভারটা চট করে ওপরে রেখে পাঁচ আঙুলে মুখ মুছে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন রাকেশের পাশ দিয়ে। রাকেশ দেখল ভদ্রমহিলা ক্রমশ ভিড়ের মধ্যে মিশে যাচ্ছেন। বুথের মধ্যে ঢুকল রাকেশ। রিসিভারটা ওপরে পড়ে আছে। কানের কাছে আনল ও। 'হ্যালো, হ্যালো, সীতা—সীতা—কথা বলছ না কেন—হ্যালো—' আর্তনাদের মত একটা পুরুষকণ্ঠ শুনতে পেল রাকেশ। 'আপনার সীতা চলে গিয়েছেন' বলে লাইনটা কেটে দিল ও। মেয়েরা এত অল্পে কাঁদে—অবশ্য কাঁদলে এক একটা মেয়েকে দারুণ দেখায়। বিশেষ করে চোখ দুটো যদি নীরার মত হয়—বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের হল রাকেশের, নীরাকে যে কতদিন দ্যাখেনি।

একবার ডায়েল করতেই ওপাশে যেন জলতরঙ্গ বেজে উঠল। এমন আজব ব্যাপার এখনও ঘটে। রাকেশ ভেবেছিল আজও ওয়ান নাইন নাইনে ডায়েল করতে হবে। কিন্তু তার বদলে ও ছোট্ট একটা নরম স্বর শুনতে পেল, 'হ্যালো।'

'আমি বলছি।'

'অফিস থেকে করছ?'

'না, এসপ্লানেড থেকে।'

'কেন, অফিস পালালে?'

'না।'

'তবে? কেমন আছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভাল।'
'ডান হাতের ব্যথাটা সেরে গেছে?'
'হ্যাঁ। তুমি কেমন আছ?'
'আমি—এই আর কি।'
'শোন ইয়ে হয়েছে, আমি কি কখনও পলিটিক্স করতাম?'
'পলিটিক্স! কেন?'
'আমার চাকরিটা আজ চলে গেল।'
'সেকি!'
'ওরা, মানে পুলিশ রিপোর্ট দিয়েছে আমি নাকি অ্যাকটিভ পলিটিক্স করি।'
'ইয়ার্কি মেরো না।'
'সত্যি।'
'এখন কি করবে?'
'দেখি।'
'আমার ভীষণ ভয় করছে! কিন্তু জানো তোমাকে ও চাকরিতে ঠিক মানাতো না।'
'মানাতো না?'
'উঁহু, তুমি পুরুষমানুষ আর তুমি বলে কথা।'
'ছাড়ছি—।'
'কেন?'
'পেছনে তাড়া দিচ্ছে, পাবালক বুথ এটা। কাল, তোমাদের টেলিফোন খারাপ ছিল।'
'কাল করবে তো?'
'দেখি!'
'আমার জন্যে তোমাকে—।'
'ছাড়ছি।' একটা ফোঁপানির শব্দ কানে আসতেই রিসিভার নামিয়ে রাখল রাকেশ। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে মাড়োয়ারি ভদ্রলোক মুখ বাড়াতেই ও বেরিয়ে এল। বেশ সহজ লাগছে এখন। সারাদিনের এই সময়টুকু রাকেশ সৎ, এখন কোন ছলনা নেই, কোন ফর্মুলা নেই। সিগারেট ধরাল রাকেশ। স্পষ্ট মনে আছে কলেজের প্রথম দু বছরের নীরাকে। মফস্বলের ছেলে রাকেশ হোস্টেলে থেকে প্রথম যে মেয়েকে বন্ধুর মত পেয়েছিল সে নীরা। তারপর নীরার সেই অসুখ দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টার পর নীরা বাইশ বছরের যৌবন শরীর নিয়ে নিম্নাঙ্গ শুকিয়ে বিছানায় লেপ্টে আছে—থাকবে সারা জীবন। শুধু দুটো হাত আর মুখ ছাড়া সব অচল। ক্রমশ হয়তো ফুরিয়ে যাবে সেটুকু, আর কোন হাত হয়তো প্রতিদিন অপেক্ষা করবে না রিসিভারটা তুলে নিতে এবং এত সহজভাবে নিজের সব কথা বলার আর কেউ থাকবে না কোথাও। আমি নীরাকে ভালবাসি এবং এটাও ঠিক নীরাকে নিয়ে সারা জীবন কাটানোর কথা একবারও ভাবি না, তবু নীরার কাছে কিছু বললে নিজেকে খুব ভারমুক্ত বলে মনে হয়। কেন? হন হন করে হেঁটে গেল রাকেশ। দুপুরের ধর্মতলার হকার আর ভীড় ঠেলে অযথা হাঁটল খানিকক্ষণ। আমাকে মানায় না এই চাকরিতে। হাসি পেল ওর। আমাকে কিসে মানায়? কিসে? 'কি মশাই, হাসছেন কেন?' একটা বুড়ো মত হকার ওকে বলতেই ও ঘুরে দাঁড়াল। যা বাব্বা, শেষ পর্যন্ত এটা তার কি হল। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একা একা হাসছে। দ্রুত চৌরঙ্গী রোড পেরিয়ে রাকেশ য়ুসিস লাইব্রেরিতে ঢুকে গেল। আঃ নতুন বইয়ের কি দারুণ গন্ধ। আগে যখন আসত তখন এদের রিসেপ-সনিষ্ট মহিলার দিকে ওরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। আজ তাঁকে দেখতে পেল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা রঙিন ম্যাগাজিন খুলে বসল ও। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা কালার ছবিতে ওর চোখ আটকে গেল। একটা রায়টের দৃশ্য। সাদামুখো অ্যামেরিকান পুলিশ তেড়ে আসছে রাইফেল উঁচিয়ে আর একটা নিগ্রো মেয়ে শরীর বেঁকিয়ে হাতের বই ছুঁড়ে মারছে তাদের দিকে। বইটা এখন শূন্যে ঝুলছে। কি বই ওটা?

এখন এই সকাল বেলায় খুব অসহায় বোধ করল রাকেশ। আজ আর কিছুই করার নেই। এখন কোন বন্ধুকেও পাওয়া যাবে না। সবাই একটা না একটা চাকরিতে ঠিক লেগে গেছে। কাল অবধি রাকেশও ছিল। অথচ আজ কোথাও যাবার জায়গা নেই। তবু চৌরাস্তার মোড়ে এসে একটা সিগারেট ধরাল রাকেশ। এখন মর্নিং স্কুল ছুটি হয়েছে। বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বত্রিশ দাঁতে পান চিবোনোর মত ডাঁটো মেয়েগুলোকে দেখল ও। কলেজে পড়তে এই প্রায় ফ্রক ছাড়তে যাওয়া মেয়েগুলোকে দেখলে বুকের মধ্যে কেমন করত। এই সময়টায় ওদের পায়ের গোছায় মাংস লাগে, থাই ভারী হয়। কলেজে পড়তে এদিকে তাকালেই বুক টিপ টিপ করত। এখন খুব সহজ চোখে দেখল রাকেশ। মনের মধ্যে একটুও আলোড়ন হল না। বরং মেয়েগুলোকে বড় ছোট, বড় কচি মনে হল। একে কি স্নেহ-ফ্নেহ বলে। একদল মেয়ে ওর পাশ ঘেঁষে যাবার সময় বলে গেল, 'কেমন হাঁ করে দেখছে দ্যাখ।' যাঃ শালা। এইটুকুনি পুঁচকে মেয়ে, কি বাক্যি শোনালে মা! হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে হেসে ফেলল রাকেশ। প্রত্যেক পুরুষ মানুষের মতই ওরও একটা ছোট্ট স্মৃতি আছে। তের চৌদ্দ বছরের স্মৃতি সেটা। মেয়েটার মুখও আজ স্পষ্ট মনে পড়ে না। চোখটা কেমন ছিল ভাবতে ভাবতে চিবুকের আদলটা হারিয়ে যায়। মফস্বল শহরের অন্ধকার নামা এক সন্ধ্যায় মেয়েটি হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। অবশ্য তার আগে, সেই পনের ষোল বছরের প্রায় শাড়ি ধরতে যাওয়া মেয়েটি তাকে দেখে অনেকবার হেসেছে, গুনগুন করেছে এবং বোকার মত, এখন মনে হয় গর্দভের মত ও যখন মেয়েটাকে নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না তখন কানের কাছে ফিসফিস করে মেয়েটি বলেছিল, অ্যাই আমার মিন্‌স হয়নি। কথাটার মধ্যে এমন একটা সুর ছিল যে রাকেশ সরে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটার কিছু একটা হয়নি এটা ভেবে ওর খারাপ লেগেছিল। সেই মুহূর্তে ও যদি জিনিসটা কি জানতো তাহলে তখনই এনে দিতে পারত যেন। অথচ সে বুঝতেই পারছিল না, ব্যাপারটা কি। বাড়িতে একটা এ টি দেবের ডিকসনারি ছিল বাঁধাই করা। কয়েকটি শব্দের বাংলা অর্থ সেই বয়সটায় চোরের মত ও দেখত তাতে। যদ্দুর মনে আছে রাকেশ ডিকসনারিতে প্রথম শব্দ দেখে লভ্। লভ্ মানে ভালবাসা। আই লভ্ ইউ। হাফপ্যান্ট পরা রাকেশ, ক্লাশ সেভেনের ছাত্র রাকেশ চিলে কোঠার ঘরে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিল। তারপর ইংরেজী শব্দ পেলেই ছুটে যেত এ টি দেবের কাছে। কিন্তু এই মেয়েটি যে শব্দটা বলল ডিকসনারিতে তার তল্লাশ পেল না ও। তখন যে কি খারাপ লাগত। ব্যাপারটা না বোঝা অবধি শান্তি লাগত না। চলন্তিকা হাতে পেয়ে ঘেঁটেছিল ও। না শব্দটা নেই। এদিকে মেয়েটির দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না কিছুতেই। ও-বাড়িতে একটা কিছু হয়েছে টের পাচ্ছিল ও। তারপর একদিন শুনল মেয়েটি চলে গেছে কলকাতায়, মামার বাড়ি। তখন খুব খারাপ লেগেছিল ওর। যতটা মেয়েটা চলে যাওয়াতে তার চেয়ে বেশী একটা শব্দ অচেনা থেকে গেল বলে। কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায় না, কারণ স্বভাবজ শক্তিতে ও বুঝেছিল ব্যাপারটা ভাল নয়। মেয়েটার বলার ধরনে সেই রকম রহস্য ছিল। তারপরে, অনেক দিন পরে কখন কেমন করে সব কিছু বুঝে ফেলার পর ওর খুব খারাপ লেগেছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন নির্বোধ ছিল ভেবে। মেয়েটির মামার বাড়ি চলে যাওয়াটার অন্য একটা অর্থ উঁকিঝুঁকি মারছিল তখন। এখন হাসি পায় ভাবতে। কেমন মায়া লাগে মেয়েটার জন্যে। এই বয়সের মেয়েদের জন্যে।

রাস্তা পেরিয়ে পাঞ্জাবীর দোকানটায় চলে এল রাকেশ। দুপুরের খাবার ব্যাপারে সাধারণত পাঞ্জাবী দোকানই ওর পছন্দ। কারণ বাঙালী পাইস হোটেলে একটা অপরিচ্ছন্ন গন্ধ এবং খাবার সময় ভাত আট আনা ডাল তিন আনা ইত্যাদি দ্রুত নামতার মত কানের কাছে চেঁচানো হয়—রাকেশ সেটা একদম বরদাস্ত করতে পারে না। তা ছাড়া এখন —রাকেশ মেনু পড়তে পড়তে ভাবল—এখন পকেটের কথা চিন্তা করতে হবে। কাল অবধি ভাত আর কষা মাংস খেতে অসুবিধা ছিল না কিছু। কিন্তু এখন নিজেকে সামলাতে হবে। পকেটে যা আছে আর এক মাসের মাইনে হাতে পেলে সেটা দাঁড়াবে সাতশো টাকার মত। সাতশো টাকায় কদিন চলবে? দু মাস—না, দু মাস পরে না খেয়ে থাকার কথা চিন্তাই করা যায় না। রুটি আর তড়কা বলল রাকেশ। একটা টাকায় হয়ে যাবে। পেঁয়াজ আর লেবুর রস ছড়ানো তড়কা খেতে খেতে মাংসের ঘ্রাণ পেল রাকেশ। আর এই সময়, দিনের মধ্যে দুবার এই খাবার সময় সেই মফস্বল শহরটার কথা মনে পড়ে যায়। পরীক্ষার পর বাবা লিখেছিলেন তোমাকে আর একটাও পয়সা দিতে পারব না। আমার কর্তব্য আমি করেছি এবার তোমার রাস্তা তুমি দেখে নাও। আর প্রতি মাসে মা এখনও লিখে যাচ্ছেন, ভালো থেকো, ভালো থেকো। এসব ভাবলে-টাবলে কেমন কান্না এসে যায়। সারাজীবন ও ভাল থাকবে এই আশা নিয়ে মা বসে আছেন তিনশো মাইল দূরে। সারাদিন ও ভাল থাকবে এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নীরা শুয়ে আছে এই কোলকাতায়।

ট্রাম স্টপেজে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বেশ ওঠা যায় এরকম একটা ট্রাম পেয়ে গেল রাকেশ। হাতল ধরে পায়ের ওপর পা দিয়ে দাঁড়াল ও। অফিস যাচ্ছে সবাই। কোলকাতায় এ একটা আজব ব্যাপার, সকাল ন'টা থেকে বারোটা অবধি অফিস-টাইম। ওদের নিজেদের অফিসে দশটায় হাজিরা—জয়সোয়াল সাহেব কড়াকড়ি করেন বলেই। পাশের অফিসের লোকগুলো বারোটা অবধি পান চিবিয়ে এসে ঢোকে। যেন আসতে হয়—তাই। আজ এই অফিস ভিড়টার গায়ে চোখ বুলিয়ে নিজেকে কেমন আলাদা মনে হল ওর। এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল এ ক'মাসে। অথচ য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময় এসব ব্যাপার স্বপ্নের ধারে কাছেও আসতো না। তখন কফিহাউসের টেবিলে বসে চাকরিবাকরি করার কোন স্থির পরিকল্পনা মাথায় আনার সময় ছিল না। যেদিন প্রথম ডিপার্টমেণ্টে ঢুকেছিল রাকেশ সেদিন খুব গম্ভীর হয়ে কথাবার্তা বলেছিল। বস্তুত এম এ পাস শব্দটা কাগজ পাকিয়ে কানে সুড়সুড়ি দেবার মত আরামদায়ক ছিল সে সময়। রাকেশের মনে আছে ওর পাশের সিটের অরুণবাবু কি বিনয়ে বলেছিল, 'দাদা এখানে আর কদিন থাকবেন!' কিন্তু যেদিন শুনলো রাকেশের এম এ-র সাবজেক্ট কি ছিল সেদিন থেকে লোকটা ইয়ারদোস্তের মত আবে শালা বলতে শুরু করলো। এখন তাই রাকেশ দরকার হলে নিজেকে গ্রাজুয়েট বলে। বাংলার এম এ বলা মানে দিশী আয়নায় নিজের তিন রকম মুখ দেখা—একই সঙ্গে। ঈশ্বর। ওয়েলিংটনের মোড়েই নেমে পড়ল রাকেশ। হিন্দ সিনেমার ফুটপাথ দিয়ে একটু এগিয়ে গেলে সেই তিনতলা বাড়িটায় সুহাসদার অফিস। ঘড়িতে এখনও বারোটা বাজেনি। সুহাসদা দেরিতে আসেন। অবশ্য বেশ কিছুকাল ও কোন খবর জানে না। য়ুনিভার্সিটির পরে এ অফিসে ও আসেইনি। ওদের ম্যাগাজিন সেক্রেটারী অসীম ওর সঙ্গে সুহাসদার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ছিমছাম সুন্দর চেহারা। পঞ্চাশের কাছে বয়েস। মাথার চুল একটাও পাকেনি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সময় একটা বাংলা মাসিক করার চেষ্টায় ছিলেন সুহাসদা। কয়েকটা সংখ্যাও বেরিয়েছিল। অসীম ওকে প্রেসে নিয়ে গিয়েছিল। সুহাসদা একজন তরুণ খুঁজছিলেন সাহায্যের জন্য। মাস কয়েক একসঙ্গে ছিল রাকেশ। গোল্ডফ্লেক সিগারেট খাওয়াতেন সুহাসদা আর জোর করে পঞ্চাশটা টাকা হাত-খরচ দিতেন। বলতেন, সিগারেট খেয়ো। তখন রাকেশ দেখেছে সুহাসদার কি প্রতিপত্তি। কোলকাতার সব টপ লেভেলের লোকজন সুহাসদার পরিচিত। এই অফিসে বেশি আসেনি রাকেশ। আন্তর্জাতিক প্রীতি ও সৌহার্দ্য বাড়াবার কি একটা সংস্থা আছে প্যারিসে—সুহাসদার অফিস তারই সঙ্গে যুক্ত।

তেতলায় উঠে রাকেশ দেখল অফিসটা নতুন করে সাজানো হয়েছে। ঢুকতেই ও একটু চমকে গেল। সুহাসদার অফিসে একটি অ্যাংলো মেয়ে কাজ করছে! ভাবাই যায় না। ওপাশে সেই বুড়ো ম্যাড্রাসি টাইপিস্ট আর ক্লার্ক ভদ্রলোক কাজ করছেন। অ্যাংলো মেয়েটি বোধ হয় রিসেপসনিস্ট। মেয়েটি ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল। বেশ খাই খাই চেহারা। আহা, চোখ যায় মা!

'ইয়েস!'

'সুহাসদা'—রাকেশ ভেতর দিকে ইঙ্গিত করল।

'অ্যাম সরি, হি ইজ বিজি!' মেয়েটি হাসল, 'হু আর য়ু প্লিজ!'

'প্লিজ টেল হিম, আই অ্যাম রাকেশ, রাকেশ মিত্র।' অনেকটা গ্রেগরি পেকের মত সামনের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল রাকেশ।

ইন্টারকমের বোতাম টিপে মেয়েটি রাকেশের নাম বলল। ওপাশ থেকে সুহাসদার গলা শুনতে পেল ও। 'রাকেশ—রাকেশ—ও আই সি—লেট হিম কাম।'

বোতাম টিপে মেয়েটি ওকে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করল। ভারী পর্দা সরাতেই চোখে পড়ল সুহাসদা ফোনে কথা বলছেন কিন্তু ভীষণ অবাক হয়ে যাচ্ছিল রাকেশ। য়ুনিভার্সিটিতে থাকতে সুহাসদাকে ও ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া দ্যাখেনি। এখন চকোলেট রঙের কর্মপ্লিট স্যুট, লম্বা কাচের টেবিল, ঘরের চারধারে আধুনিক বিদেশী ছবি। একটা হাত নেড়ে সুহাসদা ওকে বসতে বললেন। চেয়ার টেনে বসল রাকেশ। গোল গদিমোড়া চেয়ার—বসতেই অনেকখানি তলিয়ে গেল ও। টেবিলের ওপর চোখ বোলাতেই আবার চমকে উঠল রাকেশ। একটা চকচকে রেসবুক। হলদে রঙা মলাট, ওপরে ঘোড়ার ছবি আঁকা। কালকে জয়সোয়াল সাহেবের হাতে যেরকম দেখেছিল তার চেয়ে মোটা এবং রঙটা গাঢ়। সুহাসদার টেবিলে রেসের বই—ভাবাই যায় না। আন্তর্জাতিক প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সঙ্গে রেসবুকের কি সম্পর্ক থাকতে পারে বুঝতে পারছিল না রাকেশ।

ফোন শেষ করে চেয়ার ঘুরিয়ে সুহাসদা বললেন, 'আরে কেমন আছ বল?'

ঘাড় নাড়ল রাকেশ, 'চলছে।'

'তোমাকে অনেকদিন পর দেখলাম। ঐ ছেলেটির নাম কি যেন, হ্যাঁ অসীম, অসীমের খবর কি? শুনছিলাম আণ্ডারগ্রাউণ্ডে আছে।' নখ দিয়ে নতুন গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট খুলছিলেন সুহাসদা।

'আমি ঠিক জানি না, অনেকদিন যোগাযোগ নেই।' সুহাসদার বাড়ানো হাত থেকে সিগারেট নিল রাকেশ।

'বল, কি মনে করে হঠাৎ। আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।' টেবিল থেকে রেস-বুকটা তুলে পকেটে রাখলেন সুহাসদা।

হঠাৎ কেমন হয়ে গেল রাকেশের। ও ঠিক বুঝতে পারছিল না কি করে এই মুহূর্তে বলা যায়, সুহাসদা আমার চাকরি চলে গেছে। পুলিশ নিশ্চয়ই ভুল রিপোর্ট দিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুহাসদা। আমি কোনদিন পলিটিক্স করিনি। সুহাসদা, আপনি আমাকে বাঁচান—আপনার অনেক ইনফ্লুয়েন্স—

'কি ভাবছ—জরুরী কিছু?' সুহাসদা ঝুঁকে বললেন।

বলেই ফেলি। রাকেশ ভাবল একবার, তারপর বলল, 'আপনাকে আমার খুব দরকার সুহাসদা, আমার খুব বিপদ।'

'বিপদ? কি হয়েছে? খুন-টুন করনি তো!'

'না না।'

'তা হলে কি হয়েছে? খুব নার্ভাস হয়ে আছ মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার যে—' ঘড়ি দেখলো সুহাসদা 'ও মাই গড, আর আধ ঘণ্টা আছে, ট্যাকসি পেলে হয়। তুমি এখন কি করছ, মানে কোথায় যাচ্ছ।' উঠে দাঁড়ালেন সুহাসদা।

'আমি—মানে—কিছু করার নেই আমার।' আমতা আমতা করল রাকেশ।

'কিছু করার নেই!' একটু ভাবলেন সুহাসদা, 'তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

'কোথায়?' অবাক হল রাকেশ। সুহাসদা জরুরী কাজে যাচ্ছেন, ও সঙ্গে গিয়ে কি করবে? ততক্ষণে প্রায় দরজার কাছে চলে গেছেন সুহাসদা। ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকলেন, 'আরে, দাঁড়িয়ে কেন, চলে এস, কুইক, যেতে যেতে তোমার কথা শুনবো।'

হিন্দ সিনেমার সামনেই ট্যাকসি পেয়ে গেলেন সুহাসদা। ট্যাকসিতে বসেই সুহাসদা বললেন, 'রেসকোর্স—জলদি যাইয়ে সর্দারজী, রেসকোর্স! রাকেশ এতক্ষণে বুঝতে পারল ওরা কোথায় যাচ্ছে! কেমন একটা অস্বস্তি আর সেই সঙ্গে কৌতূহল টের পেল রাকেশ। আজ এই ক'বছর ও কলকাতায় আছে, রেসকোর্সে যাবার কথা মনেই আসেনি একবারও। রেস শব্দটার মধ্যে কি একটা গোপন অপরাধবোধ সংস্কারে জড়ানো আছে, ঠিক পরিষ্কার করে চেঁচিয়ে বলা যায় না আমি রেসে যাচ্ছি। সুহাসদার দিকে তাকাল রাকেশ। সেই সুহাসদা, বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্য যার নখস্ত সেই সুহাসদা এখন চকোলেট স্যুট পরে ট্যাকসির জানলায় হেলান দিয়ে রেসবুকের পাতা উল্টে যাচ্ছেন একমনে।

ধর্মতলার মোড়ে এসে দেখল অনেকেই হাত তুলে ট্যাকসি থামাতে চাইছে। প্রথমে প্রথমে অবাক হলেও পরে বুঝল রাকেশ, প্রত্যেকেই রেসমাঠে যাবে বলে ট্যাকসি থামাতে চাইছে। রেড রোডে পড়তেই ট্যাকসির মিছিল দেখতে পেল ও। সাতজন আটজন লোক নিয়ে এক একটা ট্যাকসি পাঁই পাঁই করে ছুটছে। প্রত্যেকের হাতে রেসের বই। ঝুঁকে আছে সবাই বই-এর ওপরে। দু-পাশে গড়ের মাঠ, ফোর্ট উইলিয়ম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বাঁধানো ছবির মত পড়ে আছে—সেদিকে দেখার মত সময় কারোর নেই। অজান্তেই ট্যাকসিগুলো পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষিতে জমে গেছে। কে আগে পৌঁছবে—একটা উত্তেজনায় ছটফট করছে সবাই। খিদিরপুরে যাবার রাস্তাটার মুখে আসতেই সুহাসদা মুখ তুলে বললেন, 'ডাইনা মে চলিয়ে সর্দারজী। ওপাশ দিয়ে গেলে জ্যামে পড়ে যাব। ফার্স্ট রেস আর ধরা যাবে না। হেস্টিংসে নেমে একটু হাঁটবো, বুঝলে রাকেশ।'

রাকেশ ঘাড় নাড়ল। ও বুঝতে পারল শেয়ারের ট্যাকসিগুলো ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ওদের ট্যাকসি এবার খিদিরপুরের রাস্তায়। ক্যাসুরিনা অ্যাভিন্যু ছাড়াতেই চোখে পড়ল। সবুজ ঘাসে মোড়া বিরাট মাঠ লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। ভেতরে ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে। অনেক দূরে গ্যালারির মত পর পর কয়েকটা বাড়ি দেখতে পেল ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি এর আগে কখনও রেসকোর্সে এসেছ?' সুহাসদা বই বন্ধ করে সিগারেট ধরালেন। ঘাড় নাড়ল রাকেশ। 'গুড। দেখি তুমি কি রকম লাকি! হ্যাঁ, তুমি বিপদের কথা বলছিলে? পুলিশের ব্যাপার নাকি?'

'না, ঠিক ডাইরেক্টলি না, আমার চাকরি—।'

'কোথায় চাকরি কর তুমি?' সুহাসদা ট্যাকসিটা থামাতে বলল এবার। মুরগীর খাঁচার দরজা খুললে ক্ষুদে মুরগীগুলো যেমন দৌড়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসে, লোকগুলি তেমনি ছুটছিল। রাকেশ অফিসের নাম বলল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সুহাসদা বললেন, খাঁচার দরজা খুললে ক্ষুদে মুরগীগুলো যেমন দৌড়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসে, লোকগুলি কেউ কোনদিকে তাকাবার সময় পাচ্ছে না যেন। ফুটপাথ ছাড়িয়ে কুষ্ঠ রোগী, অন্ধ ভিখিরি চিৎকার করছে। তাদের শরীরগুলো কি দক্ষতায় বাঁচিয়ে দৌড়াচ্ছে সবাই। কয়েকজন লোক ভীড় করেছে এক জায়গায়। পাশ দিয়ে যাবার সময় উঁকি মেরে দেখল রাকেশ ওখানে কুলো পড়া হচ্ছে। ভাগ্য জেনে নিচ্ছে বোধহয় সবাই।

বিরাট কিউ পড়েছে গেটে। সুহাসদার পেছনে দাঁড়িয়ে গেল রাকেশ। পর পর ছ' সাতটা কাউন্টার। পোশাক দেখে প্রত্যেকের পকেটে ভাল মালকড়ি আছে বোঝা যায়। সুহাসদা ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিলেন। চোখাচখি হতেই বললেন, 'না ফার্স্ট রেস পেয়ে যাব মনে হচ্ছে। বুঝলে, এটা হল গ্রান্ড এনক্লোজার। ওপাশে আর একটা এনট্রেন্স আছে। এন্ট্রিফি কম সেটাতে, অসুবিধা অনেক তাই ঢালাও ব্যবস্থা। পানওয়ালা রিকশ-ওয়ালাও ঢোকে তাই।' কাউন্টারের সামনে এসে রাকেশ দেখতে পেল টিকিটের দাম লেখা আছে। জেন্টস পনের, লেডিস দশ। হাঁ হয়ে গেল রাকেশ। এত টাকার টিকিট কেটে ঢুকতে হবে—বাপ্‌স। কিন্তু লোকগুলোর টাকা বের করে টিকিট কাটার মধ্যে কোন রকম অস্বস্তি নেই কেন? রাকেশের মনে পড়ল য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আসামের বন্যাত্রাণে সাহায্য করার জন্য একটা অনুষ্ঠান করেছিল ওরা। অসীম গিয়েছিল সুহাসদার কাছে টিকিট বিক্রী করতে। জাত পাঞ্জাবি পরা সুহাসদা টিকিটের দাম দেখে হাঁ হাঁ করে উঠেছিলেন, 'ক্ষেপেছ? অত টাকা দিয়ে কেউ টিকিট কেনে? চালের দাম কত জানো!'

সুহাসদাই নগদ ত্রিশ টাকা দিয়ে দুটো টিকিট কাটলেন। ভেতরে ঢুকে থ হয়ে গেল রাকেশ। এত সুবেশ রমণী এবং পুরুষ একসঙ্গে ও কখনো দেখেনি। ক্রিকেট মাঠ, সিনেমা হল বা কোন জলসা—কোথাও না। ঢুকতেই 'এসো' বলে সুহাসদা দৌড়ে গেলেন। ডান দিকে একটা বড় বাড়ি তার গায়ে অসংখ্য কাউন্টার, ওপরে লেখা 'ট্রেব্‌ল টোট'। বাড়িটার এপাশে আসতেই ঐ রকম আরো কাউন্টার সব। তাতে লেখা 'উইন', 'কুইনেলা'। কেমন রহস্যের মত লাগছিল সব। দুটো ফিরিঙ্গী মেয়ে মাইক্রো মিনি স্কার্ট পরে কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে বেরিয়ে এল। খুব কাছে না এলে রাকেশ বুঝতে পারতো না ওদের পুরুষ্টু থাই এবং পা একটা সূক্ষ্ম টাইট স্কিনকালার নাইলনে মোড়া আছে। আর একটু এগোতেই একটা বিরাট জটলা চোখে পড়ল ওর। জটলাটা ছোট ছোট কতগুলো খোপকে ঘিরে। প্রত্যেকটা খোপের ওপর বুকির নাম লেখা। তার নিচে বুকিরা বোর্ডে সম্ভবত ঘোড়ার নাম লিখে দাঁড়িয়ে আছে। নাম-গুলোর পাশে দর লেখা। কারোর দর দশ, পনের, চার, দুই, একটার দর নাইন টু টেন। লোকজন পড়িমরি করে টাকা দিচ্ছে বুকিদের হাতে। বুকিরা চেঁচিয়ে সেগুলো কার্ডে লিখে কার্ডগুলো ফেরৎ দিচ্ছে তাদের। সুহাসদাকে দেখতে পেল রাকেশ। ঘেমে গেছেন ভদ্রলোক। রাকেশকে দেখে এগিয়ে এলেন, 'দেরি হয়ে গেল হে। টু টু ওয়ান প্রাইস ছিল ওপেনিংএ। এখন নাইন টেনে ঘোড়া লাগানোর কোন মানে হয় না। যদি মিনিট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পনের আগে আসতে পারতাম!' ভীষণ আফশোস সুহাসদার গলায়। 'আমার জন্যে আপনার দেরি হয়ে গেল।' অপরাধীর ভঙ্গিতে বলল রাকেশ। 'হোয়াটএভার ইট মে বি, টোটে কত প্রাইস আছে?' ঘুরে দাঁড়ালেন সুহাসদা। সুহাসদার দৃষ্টি অনুসরণ করে রাকেশ দেখতে পেল ওপাশে একটা বিরাট বোর্ডে ওয়ান টু করে নাম্বার লেখা আছে। তাতে মিটারের মত ঘর কাটান। প্রত্যেকটা নম্বর থেকে ঘোড়ার দর অনুযায়ী কাঁটা উঠছে কম বেশী। তা থেকে বোঝা যায় সবচেয়ে কম দরের ঘোড়াটা দশ টাকায় এগার টাকা দেবে। বোধহয় এটাই সুহাসদার পছন্দের ঘোড়া। সবচেয়ে বেশী দরেরটা দশ টাকায় হাজার টাকা দেবে। কিছুই বুঝতে পারছিল না রাকেশ। ও দেখল একটা মোটা মত লোক, বোধহয় সিন্ধী হবে, ঘুরে ঘুরে বুকিদের টু থাউসেন—টু থাউসেন বলে যাচ্ছে। লোকটার মাথার ওপর হাত তোলা, তাতে তিনটে আঙুল বের করা। বুকিরা বলছে, টু থাউজেন্ড টু এইটটিন হান্ড্রেড মিস্টার মাংওয়ানি। রাকেশ অবাক হয়ে বলল, 'লোকটা কি করছে সুহাসদা?'

'সাউট বেট করছে। পরে অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাডজাস্ট করবে।' মাংওয়ানি যখন লাগাচ্ছে তখন তিন নম্বরের মার নেই। টাকার কুমির লোকটা। লাগাবো নাকি রাকেশ —যাঃ হাফ মানি হয়ে গেছে। শালা। চল বাসিমুখে রেস দেখি।'

বুকিদের কাউন্টারের পাশ দিয়ে এগিয়ে সিঁড়ি দেখতে পেল রাকেশ। সুহাসদা এই বয়সে এত ছুটতে পারেন। প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে সুহাসদার সঙ্গে দোতালায় উঠে এল ও। দোতালার পুরোটাই রেস্টুরেন্ট। দেওয়ালে টেলিভিশন সেট ঝুলছে। ঘরটা পেরিয়ে এদিকে আসতেই হাজার হাজার কালো মাথা চোখে পড়ল। আর তারপরেই বিরাট সবুজ রেসকোর্স তার সমস্ত অহঙ্কার নিয়ে রাকেশের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। ওরা গ্যালারির একদম ওপরে এসে দাঁড়িয়েছিল। টেরিকোট সোয়েটারের মতন গ্যালারি-ভর্তি পুরুষ ও মহিলা উত্তেজনায় ফুটছে। সামনে সবুজ ঘাসের বিরাট লনেও ভিড় জমিয়েছে অনেকে। লনের ওপাশেই রেলিং-এর শুরু। দেড় মাইলের বেশী লম্বা গোলাকার রেসকোর্স। দুটো ট্রাক পাশাপাশি। গ্র্যান্ড এনক্লোজারের সামনেই উইনিং পোস্ট। ট্র্যাকের ওপাশে আর একটা বোর্ড দেখতে পেল রাকেশ। একটু আগে যেমন দেখেছিল এটাও তেমনি। ঘোড়ার দর অনুযায়ী কাঁটা উঠছে।

রেশ শুরু হয়ে গেছে। মাইকে রিলে হচ্ছে। ঘোড়াগুলোকে প্রায় মাইলখানেক দূরে দৌড়ে আসতে দেখল রাকেশ। এখান থেকে কিছুই বুঝতে পারছে না রাকেশ। কিন্তু গ্যালারি সুদ্ধ লোক উত্তেজনায় চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। স্মাইলিং প্রিন্স লিড্ নিয়েছে। আঃ মিস্টার লর্ড লেফ্ট হলো আবার!' বিড় বিড় করে বললেন সুহাসদা। 'কি করে বুঝলেন?' অবাক হলো রাকেশ। 'আঃ, তুমি কি কালার ব্লাইন্ড? জকিদের জার্সি দ্যাখোনা। প্রত্যেক জকি আলাদা রঙের জার্সি পরে।' ঘোড়াগুলো বাঁক ঘুরছে। ওপাশে আর একটা গ্যালারি চোখে পড়ল রাকেশের। সেই কমদামী টিকিটের লোকগুলো বোধহয় চেঁচাচ্ছে। চিৎকারটা এধারে ছড়িয়ে এল। 'স্মাইলিং প্রিন্স ইন্ এ ওয়াক্।' একটা গলা সবাইকে ছাপিয়ে গেল। সুহাসদা চিৎকার করছেন—নাম্বার থ্রি—নাম্বার থ্রি! রাকেশ দেখল অবিশ্বাস্য গতিতে ঘোড়াগুলো ছুটে আসছে। জকিরা প্রায় শুয়ে প'ড়ছে ঘোড়ার ওপর। একটা ঘোড়া যার গায়ে তিন নম্বর লেখা সেটা সবাইকে পেছনে ফেলে রাজার মত এগিয়ে আসছে। একটা বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাস সমস্ত মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে তিন নম্বর জিতে গেল। একটা লোক চিৎকার করে উঠল—লেজ ছুঁতে পারবে না বলেছিলাম—লেজ ছুঁতে পারবে না।

ধপ করে বসে পড়লেন বেঞ্চিতে সুহাসদা। 'জিতে গেল তো রাকেশ, ইস আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ মিনিট আগে এলে টু টু ওয়ান পেয়ে যেতাম। নাইন টু টেন দেখে খেলতে ইচ্ছে হল না। তাই যদি লাগাতাম একশ টাকা ট্যাক্স কেটে সাতষট্টি টাকা নেট প্রফিট হত।' মাথা নাড়তে লাগলেন সুহাসদা।

ভেতরে ভেতরে কেমন একটা উত্তেজনা অনুভব করল রাকেশ। কি সহজে ঘোড়াটা জিতে গেল। কি সহজে। আর এ ঘোড়াটা জেতা মানে প্রচুর লোকের হাতে টাকা আসা। একেই কি বলে ফেবারিট উইনার। টাকার কথা মনে হতেই দপ করে চাকরিটার কথা মনে পড়ে গেল। আচ্ছা, এখানে এই যে হাজার হাজার লোক আসছে এরা তো সবাই চাকরি-বাকরি করে। প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট মাইনে বা ইনকাম আছে। কিন্তু তুমি রাকেশ, তোমার তো ঢু ঢু। সাতশো টাকা সম্বল এখন। সাতশ টাকায় দুনিয়া কেনা যায়? এখানে কি যায়? এই রেসকোর্সে?

'চল এখনও আধ ঘন্টা দেরি সেকেন্ড রেস হতে।' সুহাসদা চটপটে পায়ে উঠে সিঁড়ি ভেঙে নিচে এলেন। রাকেশ দেখল এখন বুকিদের কাউন্টারের সামনে ভিড় নেই, তবে প্রত্যেক বুকির পেছন দিকে কার্ড হাতে লম্বা লাইন পড়েছে। পেমেন্ট নেবে সবাই যারা তিন নম্বর ঘোড়া খেলেছে। সামনে সেই বোর্ডটায় সব কাঁটা এখন নেমে গেছে। বোধহয় দ্বিতীয় রেসের প্রস্তুতি চলছে। তবে তার বাঁ দিকে ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। তিন নম্বর উইন দশ টাকায় এগার টাকা। প্লেস দশ টাকায় দশ টাকা। রাকেশ জিজ্ঞাসা করল, 'প্লেস কি সুহাসদা?' সুহাসদা বই দেখতে দেখতে গোল ঘেরা একটা লনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখ তুলে বললেন, 'প্লেস মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড যে কোন একটায় আসতে হবে। রিস্ক কম, তাই ডিভিডেন্ড কম। আর ঐ দেখ কুইনেলা ডিভিডেন্ড দিয়েছে আশী টাকা। আঃ। দশ টাকায় আশী টাকা। তারাই যদি ফার্স্ট সেকেন্ড হয় তুমি কুইনেলা পেয়ে গেলে।'

এটাই তো সহজ, রাকেশ ভাবল, তিন পছন্দের ঘোড়া কে জিতবে বলা যায় না, তার চেয়ে দুটোকে নিয়ে কুইনেলা খেলাই তো ভাল। সুহাসদা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, 'হয় না রাকেশ। তোমার পছন্দের দুটোর একটা হয়তো জিতবে কিন্তু সম্পূর্ণ উটকো ঘোড়া সেকেন্ড পজিশনে মাথা গলিয়ে দিয়ে কুইনেলার বারোটা বাজিয়ে দেবে। এটাই হয় দশটায় নটা। আচ্ছা, এবার ঘোড়া আসছে।' সোজা হয়ে সামনের দিকে তাকালেন সুহাসদা। রাকেশ দেখল গোল চত্বরটা ঘিরে ক্রমশ লোক জমছে। ভেতর থেকে ঘোড়াগুলোকে এক এক করে নিয়ে আসছে সহিসেরা। জকিরা এখনও পৌঁছায়নি। তাহলে এটাই হল প্যাডক। রেসমাঠে যাবার আগে ঘোড়াগুলোকে একবার দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেকের গায়ে নাম্বার আঁটা। বেশ দেখতে ঘোড়াগুলো—চকচক করছে। সাত নম্বর ঘোড়াটার লেজ প্রায় খাড়া—টগবগ করছে। শ্যামবাজারের নেতাজীর ঘোড়ার মতন। চত্বরটার মাঝখানে কোর্টপ্যান্ট পরা কিছু লোক দাঁড়িয়ে। বোঝাই যায় প্রত্যেকে এক একটা ঘোড়া সম্পর্কে ইন্টারেসটেড। অনেক পরে রাকেশ জেনেছিল এরাই ট্রেনার—একটা ঘোড়ার ভাগ্যবিধাতা। জকিরা বেশ সেজেগুজে এলো। গায়ে এক এক রঙের জার্সি। মাথায় ক্যাপ। বেঁটে-খাটো রোগামতন চেহারা। বেশীর ভাগই ফর্সা। আর মজার ব্যাপার, জার্সি পরায় সবাইকে প্রায় একরকম দেখতে লাগছে। ট্রেনাররা জকিদের সঙ্গে কি সব কথা বলল। রাকেশ লক্ষ্য করল, সবাই এবার জকি এবং ট্রেনারদেরই দেখছে। সুহাসদা বললেন, 'চল।'

ঘুরে দাঁড়াতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল রাকেশের। জয়সোয়াল সাহেব। একটা বিরাট বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে রেসবুকের পাতা ওল্টাচ্ছেন আর ঘাড় নাড়ছেন। আই অ্যাম সরি ফর ইউ—মাছি তাড়াবার মতন বলেছিলেন ভদ্রলোক। এখন যদি রাকেশকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পান কি করবেন জয়সোয়াল। তেড়ে আসবেন নাকি? ইউ—ইউ বোলে তোতলাবেন? নাকি চোখ কুঁচকে ভাববেন, শালার চাকরি গেছে তবু রেসে এসেছে! রাকেশের অনেক গুণ মাইনে পান ভদ্রলোক—একসঙ্গে রেসকোর্সে দেখলে ভ্যানিটিতে লাগা স্বাভাবিক।

কোনরকমে জয়সোয়ালকে কাটিয়ে এপাশে চলে এলো রাকেশ। সুহাসদার ছটফটানি আবার শুরু হয়েছে। আঙ্গুল দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন, 'ওখানে বসো, আমি আসছি।' ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন সুহাসদা। জায়গাটা দেখল রাকেশ। বার কাম রেস্টুরেন্ট।

গম গম করছে ভেতরটা। প্রত্যেকটা টেবিল ঘিরে মৌচাকের মত ভিড়। টেবিলগুলো দেখতে লাগল রাকেশ। বেশীর ভাগই অ্যাংলো মেয়ে পুরুষ। একটা টেবিল থেকে দুজন উঠতেই রাকেশ এগিয়ে গেল। তিনজন তখনও বসে, টেবিলে বিয়ারের বোতল খোলা।

'মে আই সিট হেয়ার?' চেয়ারে হাত রাখল রাকেশ।

মুখে অনেকগুলো ভাঁজ অ্যাংলো সাহেব টেবিলের ওপর রাখা বইটায় পেন্সিল বোলাচ্ছিল, জবাব দিল না। তার পাশে যে বসে আছে তার দিকে তাকালে বুকের মধ্যে ধুক করে ওঠে। মেয়েটি নিশ্চয় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কিন্তু শাড়ি পরেছে। পরেছে বললে ঠিক বলা হবে না, শরীরে শাড়ি রেখেছে বলাই ঠিক। চকচকে চামড়ার নাভি থেকে বুকের প্রান্ত অবধি খোলা রেখে শাড়ি পরা যায় ভাবাই যায় না। অত সংক্ষিপ্ত কালো ব্লাউজে শাড়ির আঁচল যেন হুকের গায়ে ইচ্ছে ঝুলিয়ে রাখার মতন স্বচ্ছন্দ। বাপ্স। তাকালেই মনে হয় চোখ গেল চোখ গেল। দু'চোখের ভঙ্গীতে কেমন একটা উদাস অথচ সবই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া ব্যাপার। ঘাড় ঘুরিয়ে সে একবার রাকেশকে দেখল, নাকি রাকেশের পেছনে যে বুভুক্ষুর জটলা সেটাকে—বোঝা গেল না। এসব মেয়েকে—না ঠিক মেয়ে বলা যায় না, মেয়ে বলা ঠিক নয়, মহিলা তো নয়ই। হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল রাকেশের। স্কটিশে ওদের সঙ্গে পড়ত তড়িত। তড়িত এই ধরনের রমণী দেখলে বলতো, উম্‌ম্‌। উম্‌ম্‌। উম্‌ম্‌। বুকের মধ্যে অনেক কিছু অনেক রকম মানে হয়ে যায়। শুধু মেয়ে বা মহিলা তার ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে না।

তৃতীয়জন বৃদ্ধা। বলিরেখা গাঢ়তর। অথচ শরীর কেমন টানটান। এই একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারে না রাকেশ। আমাদের মা মাসীরা পঞ্চাশ পেরোনোর আগেই যেন আর হাঁটতে পারেন না, পাঁচ-ছটা রোগ একসঙ্গে কানামাছি খেলতে শুরু করে তাঁদের সঙ্গে। তখন নিজেদের কেমন দাতা দাতা করে ফেলেন তাঁরা। অথচ এরা এই আর্য-রক্তের মানুষগুলো এই বয়সে শরীরের কলকব্জায় কোথায়ও জং পড়তে দেয়নি। বুক দেখলে বোঝা যায় না মুখের বয়স কত? আসলে বিধবা হবার ভয় নেই বলেই কি এইসবটব হয়?

রাকেশকে তৃতীয়জন ভাল চোখে দেখল। তারপর ঘাড় নেড়ে যেন 'ওরে পাপী নে স্বর্গবাস কর' এমন ভঙ্গীতে বসতে বলল। চেয়ার টেনে রাকেশ বসতেই সেই সুন্দরীর পায়ের স্পর্শ পেল পায়ে। কি করা যায়—কপালে হাত তুলে নমস্কার করবে পায়ে পা লেগেছে বলে? কিন্তু সুন্দরীর পা না লোকটার পা? টেবিলের তলার ব্যাপার কারো মুখে ছায়া ফেলছে না যে। নিরুপায় রাকেশ সিগারেট ধরালো।

মাথার সামনে টেলিভিশন। ঘোড়াগুলো প্যাডক থেকে বেরিয়ে মাঠে ঢুকছে। লোকটা হঠাৎ বই বন্ধ করে বললো, 'প্লে নাম্বার টু'।

বুড়ি নিজের বইটা দেখে বলল, 'দি গ্লেসিয়ার—ওহ্ নো। নেভার।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটা যেন ক্ষেপে গেল, 'দেন ডোন্ট বেট, কিপ মাম। হোয়াই ডু ইউ কাম হেয়ার আই কান্ট গেস।'

'ইউ সে এনিথিং আই ওন্ট ব্যাক দি প্লেসিয়ার।' বিড় বিড় করল বুড়ি।

'দেন গিভ মি সিক্সটি—জাস্ট লোন।' হাত বাড়াল লোকটা। লোমশ হাত, মধ্যিখানে উল্কিতে পরী আঁকা।

'লোন?' খিক খিক করে হাসল বুড়ি। হাত সরিয়ে নিল লোকটা। পকেট থেকে সিগারেট বের করে মুখে দিল। দেশলাইটা কানের কাছে নেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটাকে। তারপর রাকেশের দেশলাই-এর দিকে হাত বাড়াল—'মে আই?'

'সিওর' দেশলাইটা দিল রাকেশ। মন দিয়ে ধরাল সিগারেট লোকটা। বুক ভর্তি করে ধোঁয়া টেনে অনেকক্ষণ ধরে ছাড়ল। তারপর দেশলাই ফেরত দিতে দিতে বলল, 'কি বেট করেছেন?'

পরিষ্কার বাংলা। একটু ইংরেজী টোন আছে। মাথা নাড়ল রাকেশ। 'হুইচ ওয়ান ইউ লাইক?'

কি বলবে রাকেশ। দু নম্বর বললে লোকটা খুশী হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু প্যাডকে একটু আগে দেখা ঘোড়াটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। রাকেশ বলল, 'নাম্বার সেভেন।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বই মুখের কাছে তুলে ধরল, 'নাম্বার সেভেন? হু ইজ হি! ও, মিঃ তুফান। ফিফটি কেজি ওয়েট রাইডার পালিত। হ্যাভ ইউ এনি নিউজ? খবর পেয়েছেন নাকি?' ফিস ফিস করে বলল লোকটা, 'আরে মশাই টেন টু ওয়ান দর আছে, বলুন বলুন।'

রাকেশ দেখল বুড়ি সোজা হয়ে বসেছে, লোকটা ওর দিকে ঝুঁকে পড়েছে আর সেই উম্‌ম্‌ দু'চোখ মেলে যেন হাওয়ার মত একবার পাক খেয়ে গেল। বুড়ি বলল, 'নাম্বার সেভেন—ও গড্।' কি বলবে রাকেশ, খবর মানে কি? নাকি বলেই দেবে ও রেস বোঝে না। রাকেশ হাসল, 'আমার পছন্দ—খেলতে পারেন, ঘোড়াটার জেতা উচিত।' সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট বেঁকে গেল লোকটার, 'ওঃ সিলেকশন!' একমনে সিগারেট খেয়ে যেতে লাগল ও। রাকেশ বুঝল লোকটার উৎসাহ হঠাৎ নিভে গেল। তাহলে ওরকম উত্তেজিত হয়েছিল কেন নাম শুনে। খবর পায় নাকি কেউ কোন্ ঘোড়াটা জিতবে! কে খবর দেয়। ঘোড়ার জকি, ট্রেনার না মালিক? যেই দিক সে নিজেই তো বড়লোক হয়ে যেতে পারে। সে কেন দেবে অন্যজনকে নিশ্চিত সৌভাগ্যের দরজা খুলে। কি জানি বাবা।

এখন বার থেকে ভীড় একটু একটু করে কমছে। হাঁটা-চলা শুরু হয়েছে। শুধু কোণের দিকে একটা টেবিল জুড়ে কয়েকটা নিগ্রো নাবিক পরস্পরের গলায় হাত রেখে অবোধ্য ভাষায় কি যেন প্রাণপণে গেয়ে যাচ্ছে। শরীর বাঁকিয়ে, মুখ দুলিয়ে সুর ধরেছে ওরা, সামনে ঝোলানো টেলিভিশন সেটটার দিকে কোন লক্ষ্যই নেই। সেখানে ঘোড়াগুলোকে স্টার্টিং পয়েন্টের কাছাকাছি যেতে দেখা যাচ্ছে।

রেসটা দেখতে উঠে দাঁড়াল রাকেশ। 'এক্সকিউজ মি।' মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল রাকেশ। একটু যেন চিবুকে টোল পড়ল কি না পড়ল বোঝা গেল না—বুড়ি মাথা নাড়ল।

বাইরে পা দিতেই সুহাসদার সঙ্গে দেখা। হাতে একটা কার্ড, সুহাসদার মুখ উজ্জ্বল। রাকেশকে দেখে এগিয়ে এলেন, 'চল হে রেসটা দেখি। দু' নম্বর ঘোড়াটা জোর লাগাই হচ্ছে। ভাগ্যিস টু টু ওয়ান পেয়ে গেলাম।' কার্ডটা দেখল রাকেশ। ওপরে দুশো বাই একশ লেখা, নিচে ঘোড়ার নাম। সুহাসদার দিকে তাকাল রাকেশ। সুহাসদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একশ টাকা খেলে ফেলল? কত টাকা আছে সুহাসদার!

গ্যালারির মাঝখানে একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে ওরা বসল। ঘোড়াগুলো স্টার্টিং পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। লম্বা খাঁচাটার পেছনে ঘুরপাক খাচ্ছে এখন। খুশী খুশী গলায় সুহাসদা বললেন, 'হ্যাঁ, কি বলছিলে যেন, তোমার চাকরির ব্যাপারে?'

শুনতে পেল না রাকেশ। 'নাম্বার সেভেন।'

হাঁ হয়ে গেলেন সুহাসদা। 'নাম্বার সেভেন মানে?'

'নাম্বার সেভেন জিতবে।' ভীষণ নিশ্বাস নিয়ে বলল রাকেশ।

চট করে বইটা খুলে নামটা দেখে নিলেন সুহাসদা, 'মিঃ তুফান! দুস্। আমি তোমাকে চাকরির কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

'চাকরি?' চুপসে গেল রাকেশ। চারধার এখন উত্তেজনায় ঠাসা। গ্যালারিতে ভীড় বাড়ছে। 'আমার চাকরি চলে গিয়েছে।' এই পরিবেশে এই কথাটা বলতে খুব খারাপ লাগছিল রাকেশের।

'সে কি! কি করে?'

ঘাড় নাড়ল রাকেশ, 'জানি না। রুল ফাইভ করেছে। পুলিশ নাকি রিপোর্ট দিয়েছে আমার অ্যান্টি স্টেট অ্যাক্টিভিটি আছে। বলুন সুহাসদা এটা সম্ভব, আদৌ সম্ভব?'

'তাহলে পুলিশ এরকম করল কেন?' চোখের ওপর হাত রেখে বারোশো লেখা বোর্ডটার পাশে দাঁড়ানো ঘোড়াগুলোকে দেখলেন সুহাসদা।

'জানি না। কেউ কিছু করেছে, কোন ভুল খবর—আমি বুঝতে পারছি না।' রাকেশ মনে মনে একটা শূন্যতা বোধ করল।

'আর কোন রাকেশ তোমার সঙ্গে পড়ত কলেজে বা য়ুনিভার্সিটিতে?' আর কোন রাকেশ? চমকে উঠল রাকেশ—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। আর ঠিক তখনই রেস স্টার্ট হয়ে গেল। ঘোড়াগুলো এক এক করে খাঁচা ঢুকে পড়েছিল। এবার এক লাফে বেরিয়ে পড়ল। মাইকে রিলে হচ্ছে। সব ঘোড়াই লেভেল স্টার্ট নিয়েছে। ঘোড়াগুলোর দিকে চোখ রেখে রাকেশ সে রাকেশের মুখ খুঁজছিল মনে মনে। এক বছর সিনিয়র ছিল না? লম্বা মতন দেখতে—পরনে পাঞ্জাবি পরত! অসীমের সঙ্গে আলাপ ছিল—তাহলে সেও কি পার্টি করত? চিৎকার এখন সর্বত্র। ঘোড়াগুলো বাঁক নিচ্ছে। মাইকে রিলে জমে উঠেছে। তিন নম্বর ঘোড়া লিড নিয়েছে। তার পেছনে দু নম্বর। অন্য ঘোড়া পেছনে। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। 'নাম্বার টু ইন এ ওয়াক।' ঘোড়াগুলোকে দেখা যাচ্ছে। দুই আর তিন নম্বর গায়ে গায়ে ছুটছে। সুহাসদার মুখ চোখ লাল, গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করছেন, 'দি গ্লেসিয়ার, দি গ্লেসিয়ার ইন এ ক্যান্টার।'

দু' নম্বর ঘোড়া তিন নম্বরকে ছাড়াল। পিছিয়ে পড়ছে তিন নম্বর। এবার ঘোড়াগুলো ওদের সামনে। আর পঞ্চাশ গজ বাকি উইনিং পোস্টের। সারা মাঠ জুড়ে উল্লাস। কিন্তু রাকেশ দেখল, পেছন থেকে হঠাৎ একটা ঘোড়া তীরের মত বেরিয়ে আসছে। তারপর পরিশ্রান্ত দু' নম্বর ঘোড়া দি গ্লেসিয়ারকে পাশ কাটিয়ে উইনিং পোস্ট ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল ওপাশে। বুক ভাঙ্গা নিশ্বাস কাকে বলে এই প্রথম বুঝতে পারল রাকেশ। সারা মাঠে একটা আক্ষেপের শব্দ গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল। ধপ করে বসে পড়লেন সুহাসদা। মুখ-চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন একবার, 'অসম্ভব, এভাবে রেস খেলা যায় না। যে ঘোড়াটা কোনদিন ফ্রেম ধরেনি সে জিতে গেল। স্টুয়ার্টদের উচিত রেস ক্যানসেল করে জকি ট্রেনারকে সাসপেন্ড করা।'

সামনে বোর্ডের দিকে তাকাল রাকেশ। বিজয়ীদের নম্বর সেখানে টাঙিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মাইকে ঘোষণা করল, দি রেজাল্ট অফ দি সেকেন্ড রেস—ফার্স্ট নাম্বার সেভেন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিঃ তুফান—সেকেন্ড দি গ্লেসিয়ার.....

শিরদাঁড়ায় দ্রুত একটা কম্পন অনুভব করল রাকেশ। পায়ের তলা ঘামছে—এত বিস্ময় পৃথিবীতে ছিল? সাত নম্বর ঘোড়া জিতে গেল। দশ টাকায় একশ দশ টাকা! হায়, যদি খেলতো সে, সাতশ টাকাই যদি লাগাতো তাহলে সাত হাজার সাতশ পকেটে এসে যেত—আঃ।

খপ করে রাকেশের বাঁ হাতটা চেপে ধরলেন সুহাসদা, 'এই, তুমি সাত নম্বর ঘোড়াটার কথা বলেছিলে না?'

ঘাড় নাড়ল রাকেশ।

'কি করে জানলে বল? তুমি তো ফার্স্ট টাইম এলে মাঠে। কেউ তোমাকে বলেছে? মানে তোমার মনে সাত নম্বরের কথা এল কি করে?' ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গেলো সুহাসদা, শক্ত করে চেপে ধরেছেন রাকেশের হাত। খুব খারাপ লাগছিল রাকেশের।' সত্যি সাত নম্বর ঘোড়াটাকে দেখতে একটু ভাল লাগছিল—সে তো সবাই দেখেছে। কিন্তু সাত নম্বরটা মাথায় কেমন করে যে ঢুকে গেল। সুহাসদা শক্ত করে হাত ধরে রেখেছেন এখনও। সুহাসদা একশ টাকা হেরে গেলেন—নিজেকে কেমন অপরাধী অপরাধী লাগছিল রাকেশের। আমতা আমতা করল সে, 'হঠাৎ মনে হল, মনে হয়ে গেল সুহাসদা। বিশ্বাস করুন—আমি ভাবিনি—।' কি বলবে ও!

হাতটা ছেড়ে দিলেন সুহাসদা কিন্তু চোখ ফেরালেন না। একটা সিগারেট খাবার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে রাকেশের। কেমন নার্ভাস লাগছিল। যেন সুহাসদার হেরে যাবার জন্য ওই দায়ী। হাতের বইটা খুলে পাতা উল্টে সামনে ধরলেন সুহাসদা, 'লুক রাকেশ, আমার মনে হচ্ছে তোমার মধ্যে একটা ইনটুইশন কাজ করছে। চুজ ওয়ান হর্স যেটা জিতবে। এখনও মিনিট পঁচিশেক সময় আছে থার্ড রেস শুরু হতে।'

কাঁপা হাতে বইটা নিল রাকেশ। বইটার নাম উইলসন প্লেট। ওয়ান টু করে বারোটা ঘোড়া দেখল রাকেশ। বারোটা ঘোড়া দৌড়াচ্ছে, ঘোড়ার পাশে ব্রাকেটে ট্রেনারের নাম, জকির ওজন, জকির না নাম এবং কত নম্বর বার্থ পেয়েছে ঘোড়াটা এই রেসে তা লেখা। এক মাইল দৌড়াবে ঘোড়াগুলোকে। নামগুলো পড়তে পড়তে অবাক হচ্ছিল রাকেশ। এত সুন্দর সুন্দর নাম পৃথিবীতে আছে? হাতের চেটো ঘামছিল ওর—সুহাসদা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ও কি করতে পারে! ও কি বলবে, সুহাসদা আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলাম, আমার কোন কেরামতি নেই। আমার কথা শুনলে নির্ঘাৎ আপনি হারবেন। আর ঠিক তখনই নয় নম্বর ঘোড়াটার ওপর ওর চোখ পড়ে গেল। মিস্টার রোমিও, ওজন পঞ্চাশ কেজি জকি ক্লেভার। সঙ্গে সঙ্গে জয়সোয়াল সাহেবের মুখ মনে পড়ে গেল ওর। ওর চাকরি খতম করার আগে ফোনে কার সঙ্গে বলছিলেন—সুইট কিস আর মিস্টার রোমিও খেল দো। এই সেই মিস্টার রোমিও—বাপ্‌স। সুহাসদা জয়সোয়াল সাহেবের কথা বলবে? না, এভাবে বলা ঠিক হবে না—সুহাসদা কি ভাবছে ও ঘোড়া বিশেষজ্ঞ হয়ে গেল? যদি না জেতে!

'চলুন ঘোড়া দেখি।' রাকেশ উঠে দাঁড়াল। সুহাসদা উঠলেন, 'ঘোড়া দেখে কিছু হয় না রাকেশ। প্যাডকে যাকে দেখবে টগবগ করছে, মাঠে দৌড়বার সময় সে গ্যালপই করবে না হয়ত। অবশ্য তোমার কথা আলাদা—চল।'

ওরা নেমে এল। এপাশে বুকিদের কাউন্টারে জবর ভীড়। বারোটা ঘোড়ার রেস। এক নম্বর ফেবারিট। ওরা প্যাডকে এল। ঘোড়াগুলোকে সহিসরা ঘোরাচ্ছে। মাঝখানে ট্রেনাররা জকিদের লাস্ট মিনিট ইন্সট্রাকশন দিচ্ছে। রাকেশ নয় নম্বর ঘোড়াটাকে খুঁজছিল। জয়সোয়াল সাহেবের ফিস ফিস করা মিস্টার রোমিও। ওই আসছে—একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাচ্চা সহিস ওর ওপরে বসে। চোখে ঠুলি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে শুধু সামনের দিকে নজর থাকে। সাদা ঘোড়া কিন্তু খুব তেজী নয়। বরং চার নম্বর ঘোড়াটা ছটফট করছে। ফিস ফিস করে সুহাসদা কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'কি কোনটাকে মনে হচ্ছে! আস্তে বল।'

রাকেশ চারপাশে তাকিয়ে দেখল, গিজগিজ করছে লোক। সুহাসদা আস্তে বলতে বললেন কেন, সবাই জেনে যাবে বলে? জানলে দর পড়ে যাবে! কিন্তু যদি না জেতে? কপালে ঘাম জমে যাচ্ছিল রাকেশের। ঘাড় নাড়ল ও। চট করে হাত ধরে ওকে বাইরে টেনে আনলেন সুহাসদা।

'ইয়েস, বল।'

'আপনার কোনটা পছন্দ?' যেন কোরামিন নিচ্ছে এরকম গলায় বলল ও। রাকেশের মুখটা একবার দেখে নিলেন সুহাসদা, 'ওয়েল, আমার চার নম্বর ঘোড়াটাকে ভাল লাগল। কিন্তু আমার লাক খুব খারাপ রাকেশ। আমি খবরে খেলেছি, ঘোড়ার রেজাল্ট দেখে ক্যালকুলেশন করে খেলেছি—আমার ঘোড়াগুলো প্রায়ই উইনিং পোস্টের কাশে এসে মার খেয়ে যায়। এর আগের রেসেই তো দেখলে! এই সিজনে প্রায় পাঁচ হাজার ঢুকে গেছে রাকেশ।' কেমন হতাশ দেখাচ্ছিল সুহাসদাকে। সেই সুহাসদা। 'বল, কোনটাকে মনে হচ্ছে?'

চোখ বন্ধ করল রাকেশ। ছেলেবেলা থেকে কোন সমস্যার সামনে এলেই মনে মনে ও মায়ের মুখটাকে মনে করত। এটা ওর কাছে একটা মন্ত্রের মত—পারানির কড়ি। মায়ের মুখটাকে মনে করে দু' হাতের তালুতে নিজের মুখটাকে মুছে নিলে অদ্ভুত একটা আত্মবিশ্বাস এসে যায়। আশ্চর্য, মাকে এখন স্পষ্ট মনে করতে পারছে না কেন? চোখটা আসছে তো চিবুক হারিয়ে যাচ্ছে—মায়ের ঠোঁটের পাশটা কেমন ছিল? চোখ খুলল ও। আরো নার্ভাস লাগছে এখন। কাঁপা গলায় রাকেশ বলল, 'নাম্বার নাইন।' চকিতে বইটা নিয়ে নিলেন সুহাসদা। চোখের সামনে ধরে বার বার মাথা ঝাঁকালেন। 'ক্লেভার আপে ঘোড়া চলবে? অ্যাপ্রেন্টিস জকি। বলছ?' ঘাড় নাড়ল রাকেশ, 'আমার মনে হচ্ছে, সুহাসদা, প্লিজ বিশ্বাস করবেন না।'

ওকে নিয়ে বুকিদের জটলায় এলেন সুহাসদা। মিস্টার রোমিওর দর দশ টাকায় সত্তর টাকা। বার বার মাথা নাড়ছেন সুহাসদা। তারপর ব্যাগ খুলে দুটো একশ টাকা বের করলেন, 'তুমি কত খেলবে রাকেশ?'

দম বন্ধ হয়ে গেল রাকেশের। ওর পয়সা কোথায় ও খেলবে। পকেটে যে টাকা আছে ক'মাস চলবে? চাকরিটা থাকলে না হয়—সুহাসদার দিকে তাকাল ও। এক কথায় দুশো টাকা বের করলেন সুহাসদা। ব্যাগটা খালি দেখাচ্ছে। নিশ্চয় লাস্ট মানি। যদি হেরে যায় রাকেশ পালাবে। কিন্তু ও যদি না খেলে আর ঘোড়া হেরে যায়—সুহাসদা কি ভাববে? রাকেশ ওকে হারিয়ে দিল তাই নিজে খেলল না। পাঁচ টাকা দিলে কেমন হয়! কেমন লজ্জা লাগল রাকেশের। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে সুহাসদাকে দিল ও। 'সুহাসদা আমার কাছে আর স্পেয়ারেবল টাকা নেই।'

'ওয়েল, এটা রেখে দাও। জিতলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমিশন পাবে।' টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে দৌড়ে বুকির দিকে ছুটে গেলেন সুহাসদা। সেখানে নয় নম্বর ঘোড়া আটের দর হয়েছে।

চকিতে সরে এল রাকেশ। বুকের ভেতর টিপ টিপ করছে। জিতলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট! মানে আট দুগুণে ষোলশো—তিনশ কুড়ি টাকা। মাথা ঝিম ঝিম করছে। আর যদি হেরে যায়—রাকেশ পায়ে পায়ে বারের কাছে চলে গেল। এত ভীড় রেসমাঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ইচ্ছে করে ধরা না দিলে কেউ কাউকে খুঁজে পায় না। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করতেই একটা লোক হৈ হৈ করে ছুটে এল ওর দিকে—'হ্যালো ম্যান, আপনাকে আমরা তখন থেকে খুঁজছি—আসুন আসুন। ইউ হ্যাভ ডান মিরাকেল। প্রায় জড়িয়ে ধরলো লোকটা। সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক। রাকেশ হাসল।

'কাম অন প্লিজ।' লোকটা ওকে বারের মধ্যে নিয়ে গেল। মনে মনে ভাবল রাকেশ, এই ভাল, অন্তত সুহাসদা কিছুক্ষণ ওকে পাবে না।

টেবিলের কাছে আসতেই বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠলো। সেই মেয়ে, নাম কি তোমার, চোখ দুটো নীলচে সেই পাথরের মত—লাইফ পত্রিকায় ছবি দেখেছিল—ল্যাপিস ল্যাজুলি চোখ। সেই চোখে যেন সকালের রোদ পড়েছে—মেয়ে এবার হাসছে। টেবিলে বসতেই বুড়ি হাত বাড়াল, 'থ্যাঙ্কু ফর দি টিপস।' শুকনো, শিরা বেরিয়ে যাওয়া হাতটা একবার ধরে রাকেশ হাসল, 'য়ু প্লেইড!'

আফসোসের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়ল বুড়ি, 'ওঃ জাস্ট টেন রুপিস ইন টোট।' লোকটা হাসল, 'হে, আই অ্যাম বেনসন, হ্যারি বেনসন, অ্যাণ্ড দে আর মাই মাদার অ্যাণ্ড সিস্টার। ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ বিয়ার?'

রাকেশ ঘাড় নাড়ল, 'নো, থ্যাঙ্কস। আই অ্যাম রাকেশ।'

'রাকেশ!' কৌতূহলী গলায় নিজের নাম শুনতে পেল বাঁ দিক থেকে। মেয়েটির দিকে তাকাল রাকেশ। হাসল মেয়েটি, 'দে কল মি জিনা।' দে কল মি জিনা—সবাই বলে তাই আমি জিনা, যেন ইচ্ছে হলে তুমি আমাকে জিনা নামে ডাকতে পার। জিনা। চোখের সামনে পট করে জিনা লোলোব্রিজিডাকে বন্ধ থাকতে দেখল রাকেশ। কি সব ব্যাপার হচ্ছে আজকে।

উসখুস করছিল বুড়ি, 'আর য়ু প্লেয়িং দিস রেস! ডোন্ট য়ু?' হাসল রাকেশ। আবার! সুহাসদার মুখটা হেরে গেলে কিরকম লাগবে? 'ইট ইজ নট এ সিওর বেট—ইউ কান্ট রিলাই।' সিনেমার হিরোর মত ইংরেজি বলতে পেরে ভাল লাগল রাকেশের।

ওপরের টেলিভিশনে এতক্ষণে ঘোড়াগুলো স্টার্টিং পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। রাকেশ নাম্বার নাইনকে দেখতে চেষ্টা করছিল—বোঝা মুশকিল। টেবিলের ওপর আস্তে করে থাপ্পড় মারল বেনসন, 'আরে রেসকোর্সে সিওর বলে কোন ওয়ার্ড নেই মিঃ রাকেশ।' লাস্ট রেসে ইউ চোজ এ র‍্যাংক আউটসাইডার। কিন্তু জিতে গেল। সো তুমি জব্বর খবর পাও। আই মিন তোমার সোর্স ভাল। নেভার মাইণ্ড, আই অফার ইউ টেন পার্সেণ্ট অফ দি উইনিং মানি—আচ্ছা মেক ইট টোয়েন্টি—গিভ মি ইওর সোর্স।'

ঘাড় নাড়ল ও, 'নো সোর্স।'

বেনসনের চোখে কেমন হতাশা দেখতে পেল রাকেশ। চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল বেনসন। আর ঠিক তখনই পায়ের ওপর মৃদু চাপ অনুভব করল রাকেশ। মুখ ঘোরাতেই সে দেখল ল্যাপিজ ল্যাজুলি চোখ হাসছে। বুড়ির দিকে তাকাল রাকেশ। ঘোড়াগুলোর নাম মুখস্ত করার মত ভঙ্গী বুড়ির। বেনসনের নজর এদিকে নেই। মুখটা রাকেশের কাছে নিয়ে এল জিনা। উম্‌ম উম্‌ম। বুকের মধ্যে শুধু উম্‌ম্‌। একটা মৃদু সুবাস যেন মেরুদণ্ডে টোকা দিয়ে দিয়ে গেল। ভাল করে দেখল ও। টান টান মুখের চামড়ার ওপর হালকা সাটিন পেন্ট। ঠোঁট দুটো একটু মোটা—তড়িত বলত ভাল ল্যাণ্ডিং প্লেস। বাতাসের মত কথা বলল জিনা, 'টেল মি প্লিজ। উম্‌।'

উম্‌। রাকেশের ফুসফুসের সব বাতাস এক সঙ্গে যেন বেরিয়ে গেল। যা হয় হোক। জয়সোয়াল সাহেব যদি ঠিক হয়—রাকেশ সেই রকম চাপা গলায় বলল, 'ইটস নট সিওর—!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'টেল মি—ইট মাস্ট বি সিওর—ফর মাই সেক প্লিজ।' কি মিনতি ও চোখে। জিনা টেবিলের তলায় পা রাখল রাকেশের পায়ে। ছোট ছোট টোকা দিয়ে যেতে লাগল সামনে। রক্ত চলাচল দ্রুত হলে শরীর তপ্ত হয়—রাকেশ এভাবে আগে জানেনি। কেমন একটা সুখ—উত্তেজনার সুখ সমস্ত শরীরে নেচে বেড়াচ্ছে। নিজেকে এত দামী মনে হয়নি কখনো।

'ওয়েল', রাকেশ ঢোঁক গিলল, 'প্লে নাম্বার নাইন।'

সঙ্গে সঙ্গে বেনসন ঝুঁকে পড়ল, 'হোয়াট? নাম্বার নাইন। ওঃ ইটস ইমপসিবল। ইটস মিঃ রোমিও—ইজন্ট ইট? আই মেট ক্লেভার দিস মর্নিং। হি ডিড নট টেল মি—ইটস হ্যাজ এনি চ্যান্স—।'

'ওয়েল আই উইল টেক দি চান্স।' উঠে দাঁড়াল জিনা।

'হোয়াটস দ্যা প্রাইস?' বুড়ি ঘড়ি দেখল। তারপর ব্যাগ থেকে পঞ্চাশটা টাকা বের করে বেনসনের হাতে দিল 'গো অ্যান্ড বেট।' টাকাটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল বেনসন, 'ইউ আর স্পয়েলিং মাম।' জিনা ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। বেনসন চলে যেতেই উঠে দাঁড়াল রাকেশ, 'এক্সকিউজ মি।'

তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে চলে এল রাকেশ। হয়ে গেল—এবার পালাতে হবে। এখন রেসের মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়। সুহাসদা আর জিনা—হেরে যাওয়ার পর এদের সামনে দাঁড়ানোর কথা ভাবাই যায় না। জিনাকে না হয় এড়ানো গেল, কিন্তু সুহাসদাকে এড়ালে—চাকরির কথা মনে পড়ে গেল। চাকরির কথা মনে হলেই নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। এতক্ষণ এই উত্তেজনার মধ্যে এই চিন্তাটা একবারও মনে আসেনি। মানুষ কি সহজে এখানে সব ভুলে থাকতে পারে। কিন্তু সুহাসদাকে ও কিছুতেই এড়াতে পারবে না। নিজের স্বার্থেই তা অসম্ভব।

রাকেশ প্যাডকের পাশ দিয়ে সামনে চলে এল। ওদিকে আর একটা এনক্লোজার আছে। বুকে ব্যাচ এঁটে লোকজন আসছে বুকিদের কাছে। এক পলক দেখলেই বোঝা যায়—ওরা এপাশের মানুষদের থেকে একদম আলাদা। শুধু পোশাকেই মালুম হয়। তাহলে এই রেসকোর্সে—এর ভিতরে ভাগ আছে রেসুড়েদের জন্য। গরিব মধ্যবিত্ত এবং বড়লোক। চমৎকার বিলি ব্যবস্থা।

তাড়াতাড়ি পা চালালো রাকেশ। বসার জায়গা নেই কোথাও। এক ম্যাড্রাসি ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়াল ও। সমস্ত মাঠ উত্তেজনায় টইটুম্বুর। মাইকে ঘোষণা হল, 'লোডিং স্টার্ট।' ঘোড়াগুলো এক এক করে ঢুকছে খাঁচায়। শব্দ হল টুংটাং। রেস শুরু হয়ে গেল। তীরের মত আসছে ঘোড়াগুলো। এখানে মানুষজন যেরকম উত্তেজিত ওখানে অনেক দূরে পাশাপাশি আসা জকিরা কি তেমনি? মাইকে মিঃ রোমিওর নাম শুনতে পেল রাকেশ। পায়ের তলা ঘামছে। কি ভীষণ দুর্বল লাগছে নিজেকে। ম্যাড্রাসি ভদ্রলোক বলল, 'ও মাই হর্স ইজ ইন ওয়েল পজিশন।'

কাঁপা গলায় রাকেশ জিজ্ঞাসা করল, 'হু ইজ লিডিং?'

'মিঃ রোমিও' ঘাড় নাড়ল ম্যাড্রাসি, 'হি ইজ অনলি স্পেসমেকার—মেকিং অলদি হর্স টায়ার্ড টু গিভ মাই হর্স স্কোপ। সেম কনসার্ন—হে হে।'

সবটা না হলেও কিছুটা বুঝতে পারল রাকেশ। তার মানে মিঃ রোমিও আগে ছুটছে অন্য ঘোড়াগুলোকে পরিশ্রান্ত করতে সেই ফাঁকে অন্য ঘোড়া জিতবে—এইরকম পরিকল্পনা। সারা মুখে রক্ত এসে যাবে এরকম মনে হল রাকেশের। রেলিং ধরে দাঁড়াল ও। তড়িত থাকলে বলত শালা দেওয়াল ধরে দাঁড়া। যেমন গিয়েছিলি মারাতে। ঘোড়াগুলো বাঁক নিচ্ছে। সারা মাঠ চিৎকার করছে। নাম্বার টু ইন এ ওয়াক। আরে নাম্বার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেভেন। মাই লাভ, মাই লাভ। ঘোড়ার নামগুলো ছিটকে ছিটকে আসছে উত্তেজিত মুখগুলো থেকে। সেকেন্ড এনক্লোজার পেরিয়ে এল ঘোড়াগুলো। একদঙ্গল ঘোড়া। বুড়ো আঙ্গুলের ওপর দাঁড়িয়ে দেখল রাকেশ। ঘোড়াগুলো প্রায় সামনে এসে গেছে। আর মাত্র ষাট গজ দূরে উইনিং পোস্ট। নয় নম্বর ঘোড়াকে দেখা যাচ্ছে। একদম রেলিং-এর ধারে। হাঁপাচ্ছে যেন, জকি শুয়ে পড়েছে ঘোড়ার ওপর—সমস্ত শরীর টান টান। তার পাশাপাশি আরও তিনটে ঘোড়া। দু নম্বর ঘোড়া যেন একটু বাড়ছে। উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল রাকেশ, নাম্বার নাইন নাম্বার নাইন। শব্দ দিয়ে যেন ঠেলে দিচ্ছে ঘোড়াটাকে। এগো আরো এগো। আউর থোড়া। নয় নম্বর দু নম্বরকে ছুঁয়েছে। রাকেশ চোখ বন্ধ করে বুকের সমস্ত নিশ্বাস দিয়ে চিৎকার করল, মিঃ রোমিও মিঃ রোমিও—। ঘোড়াগুলো উইনিং পোস্ট পেরিয়ে গেল।

থতমত রাকেশ যেন হাজার মাইল দৌড়ে এসেছে এমনভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে দেখল ঘোড়াগুলো গতি কমাতে কমাতে অনেকটা দূর চলে গেল। রাকেশ ম্যাড্রাসি ভদ্রলোকের হাত চেপে ধরল, 'হু ওন্?'

'কান্ট সে—মাস্ট বি ফোটো।' ভদ্রলোক নেমে গেলো।

ফটো—ফটো মানে কি! রাকেশ দেখল সামনে বোর্ডে প্রথম দুটো ঘোড়ার নম্বরের জায়গায় 'পি' লেখা বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হল। ঘোড়াগুলো সব এক এক করে ভেতরে ঢুকে গেল, শুধু দুই আর নয় নম্বর ঘোড়া সামনে পাক খাচ্ছে। নয় নম্বর ঘোড়ার জকি ক্লেভার—কপালের ঘাম মুছছে। পি মানে ফটো। তার মানে কে জিতেছে ফটো তুলে বলা হবে। যদি দু নম্বর জিতে যায়—জিভ শুকিয়ে গেল রাকেশের। চুপচাপ চোরের মত নেমে এল ও। যেন দুই নম্বর জিতে গেলে এক দৌড়ে পালিয়ে যাবে সে।

বুকিদের কাউন্টারের কাছে এসে রাকেশ দেখল লোকজন টাকা লাগাই করছে। যে দুটো ঘোড়ার মধ্যে ফটো হয়েছে বুকিরা তার ওপরে টাকা খাচ্ছে। দুই নম্বরের দর ইভন মানি—নয় নম্বর হাফ। পাঁচশো হাজার পড়ছে দুই নম্বর ঘোড়াতে ইভন মানির দরে।

হঠাৎ একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। পি লেখা বোর্ড নামিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এবার ফটো ফিনিশের রেজাল্ট দেবে। চোখ বন্ধ করে ফেলল রাকেশ। মায়ের মুখটা কেমন—কেমন—কেমন? শোকগ্রস্ত কিছু শব্দ কানে আসতেই চোখ খুলল রাকেশ। আর খুলতেই প্রচন্ড উল্লাসে ওর মনে হল বসে পড়ি। নয় নম্বরের বোর্ডটা ফার্স্ট পজিশনে হাওয়ায় মৃদু মৃদু দুলছে। এই মুহূর্তে ওর মনে হল নীরার সঙ্গে কথা বলা দরকার। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার—তার কথা শুনে কয়েকজন মানুষ ঘোড়া খেলেছে আর সে ঘোড়া জিতে গেল। নিজেকে কেমন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী মনে হল ওর। মানুষেরা হতাশা আর হতাশা নিয়ে সন্ন্যাসীদের কাছে ছুটে যায় রাস্তা জানতে—শান্তির রাস্তা—বাঁচার রাস্তা—আর সন্ন্যাসীরা যারা সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরের কাছাকাছি যেতে চাইছেন—তাঁরা কি সহজে এই সংসারী মানুষদের পথের সন্ধান দেন—অনেকটা সেই রকম। নীরা—পৃথিবীতে এত আনন্দ ছিল? নীরা—বেঁচে থাকতে এত ভাল লাগে! নীরা—আমি কি রেসুড়ে হয়ে গেলাম?

বিজয়ী সেনাপতির মত চারপাশে দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগল রাকেশ। সুহাসদা কোথায়? জিনাকে তো বারেই পাওয়া যাবে—কিন্তু সুহাসদা? শালা সুহাসদা এ্যাদ্দিন রেসে এসে শুধু হেরেই গেছে। দেখে নিন সুহাসদা এই শর্মা কেমন ভবিষ্যৎ-বাণী করে! বুকিদের পেমেন্ট কাউন্টারে অল্প কিছু লোক। খুব ফুর্তি বুকিদের। নয় নম্বর ঘোড়া র‍্যাঙ্ক আউটসাইডার যে। হঠাৎ সুহাসদার গলা শুনতে পেল রাকেশ—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিৎকার করে ওকে ডাকছেন। রাকেশ ঘুরে দেখল সুহাসদা দৌড়ে আসছেন। খুশীতে মুখ চকচক করছে। কিছু বোঝার আগেই সুহাসদা ওকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর টক টক করে দুটো চুমু খেয়ে নিলেন রাকেশের গালে। বিচ্ছিরি ব্যাপার। অস্বস্তিতে হাত দিয়ে গাল মুছল রাকেশ। পুরুষমানুষ পুরুষমানুষকে চুমু খাচ্ছে—ভাবতেই গা গুলিয়ে ওঠে। সুহাসদার কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এক নাগাড়ে রাকেশকে ধন্যবাদ দিয়ে চলেছেন।

লজ্জা লাগছিল এবার রাকেশের। সেই সুহাসদা। কি সব যে হয়। 'না না সুহাসদা, এ আপনি কি বলছেন, কিছুই আমি করিনি। আপনার কপালে ছিল তাই হল।'

হাতটাকে মুখের সামনে মাছি তাড়াবার মত করে নাড়লেন সুহাসদা, 'আরে ভাইটি, আমার কপালে নয়—তোমার কপাল। আমার কপাল হলে দুই নম্বরের মত অবস্থা হতো। ভীষণ আফসোস হচ্ছে হে এখন—কেন পাঁচশো লাগালাম না। আমার তখনই মন বলছিল যেন তুমি যা বলবে তাই জিতবে। ইউ ক্যান মেক লট অফ মানি হেয়ার রাকেশ—দিস ইজ ইওর কারেকট ফিল্ড—দিস রেসকোর্স—রাকেশ তুমি আমার আবিষ্কার।' হাসলো সুহাসদা, 'ইউ ওয়েট, আমি টাকাটা নিয়ে আসি।'

'আমি বারে আছি',—রাকেশ বলল।

সুহাসদা চলে যেতে রাকেশ তাকিয়ে চারপাশে দেখল। দিস ইজ ইওর কারেক্ট ফিল্ড—টাকা চাই—অনেক টাকা। মাত্র সাতশো টাকা পকেটে নিয়ে জীবন কাটানো যায় না। চকিতে মনে পড়ল টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমিশন পাচ্ছে সে। তিনশো কুড়ি টাকা—কয়েক মিনিটে। দিস ইজ ইওর কারেকট ফিল্ড রাকেশ।

হঠাৎ নজরে পড়ল রাকেশের, জয়সোয়াল সাহেব আসছে। এক হাতে মুখের সামনে রেসবই ধরে মাথা নাড়তে নাড়তে আসছে। জয়সোয়াল সাহেবের কাছে কেমন একটা কৃতজ্ঞতা বোধ করল রাকেশ। মনে হল, যাচ্ছে চট করে প্রণাম করি একটা। পাশ দিয়ে আপন মনে হেঁটে গেলেন জয়সোয়াল সাহেব। মালের গন্ধ ভুরভুর করছে। থ্যাঙ্কু জয়সোয়াল—ইউ গেভ মি দি জোকার!

বারে উঠে এল রাকেশ। ওকে দেখতেই হ্যারি বেনসন হৈ হৈ করে উঠল। একগাল হাসল বুড়ি। আর ল্যাপিজ লাজুলি চোখ দুটো নিয়ে জিনা বন্ধ ঠোঁটের মধ্যে জিভের ডগা দিয়ে দুটো গালে ঢেউ তুলল। একটা লম্বা বিয়ারের গ্লাস সামনে ধরে বেনসন চিৎকার করল, 'হে রাকেশ, হ্যাভ ইট্, উই আর সেলিব্রেটিং—হাউ ক্যান ইউ পিক আপ দ্যাট হর্স আই ক্যান্ট গেজ বাট ইউ মাস্ট বি হিজ গডফাদার—হা হা হা।' রাকেশ কিছু বলার আগেই জিনা বেনসনের হাত থেকে বিয়ারের গ্লাস তুলে নিয়ে এগিয়ে ধরল রাকেশের সামনে, 'উম্‌ম্‌ প্লিজ'!

মদ খাওয়ার ব্যাপারে কোনরকম নাক উঁচু ব্যাপার ওর ছিল না কখনো। তবে মাতাল হওয়া বিশ্রী ব্যাপার। দুই একবার বন্ধুদের সঙ্গে ও এক-আধ পেগ হুইস্কি খেয়েছে, কিন্তু জিভ এবং গলা সেটা সহজভাবে নিতে পারেনি। বরং বিয়ার খেতেই ভাল লাগে ওর। নিজের পয়সার বিয়ার অসম্ভব, এখন—এক-আধদিন যদিবা পারে কিন্তু ইচ্ছেটাই হয় না। আসলে মফস্বলের ছেলে বলেই হয়তো মদের ব্যাপারে ওর কোন আকর্ষণও নেই। যদিও একটা বিয়ার পেলে মনে হয় কাল সকালে জোলাপের কাজটা হল। সাকী যখন সুরা হাতে তুলে দেয় কোন হতভাগা তা ছেড়ে দেয়? রাকেশ পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে গ্লাসটা ধরল। চিয়ারিও—একটা তেতো স্বাদ কেমন করে গলার মধ্যে দিয়ে নামতে নামতে মিষ্টি হয়ে গেল—আঃ। 'বি সিটেড প্লিজ' চেয়ারটা টেনে দিল জিনা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসলেই হয়তো ঘোড়ার নম্বর বলতে হবে, রাকেশ হাসল, 'আই হ্যাভ টু মিট সামবডি এলস্, থ্যাংকস।'

বেনসন হাত নাড়ল, 'আরে বসতেই হবে, ইউ উইল গেট এইট্টি রুপিস ফ্রম মি —টাকাটা নিয়ে নাও বাবা।' হাত বাড়াল সে বুড়ির দিকে।

'টাকা? কিসের টাকা?' বিস্মিত গলায় রাকেশ বলল।

পুতুলের মত মাথা দুলিয়ে হাসল বুড়ি, 'ইওর কমিশন—টোয়েন্টি পার্সেন্ট।'

কি বিচ্ছিরি যে লাগল রাকেশের—মুখ চোখ গরম হয়ে যাচ্ছে যেন। জিনার দিকে তাকাল ও। চোখ দুটো এতো নীল হয় কারো? তারপর ঘাড় নাড়ল ও, 'থ্যাংকু ফর দি অফার, আমি এখনও কমিশন নিতে অভ্যস্ত নই।'

বেনসন এসে ওর হাত ধরল, 'ডোন্ট বি সিলি, টাকাটা না নিলে আমাদের খারাপ লাগবে এটা কেন বুঝতে পারছ না।'

ঘাড় নাড়ল রাকেশ—অসম্ভব।

বেনসন কি ভাবল 'ওয়েল, কাল দুপুরে কি করছ?'

'কিছু না, নাথিং।' রাকেশ বলল।

'দেন কাম টু আওয়ার ফ্ল্যাট। এক সঙ্গে লাঞ্চ করবে। ফরটি ওয়ান মিল্টন রোড। ফার্স্ট ফ্লোর। কাম অ্যারাউন্ড টুয়েলভ্—ওকে।' হাত বাড়াল বেনসন। হাতে হাত রেখে রাকেশ বলল, 'দেখি।'

'নো নো—দেখি-ফেকি না—ইউ মাস্ট কাম।' বেনসন যেন কিছুটা শান্ত। সিগারেট ধরিয়ে রাকেশ ফিরবে, জিনা উঠে দাঁড়াল। মেয়েদের চোখের এত সরু হয়! মাথায় রাকেশের প্রায় কানের কাছে—তার মানে পাঁচ ফিট ছয় সাত তো হবেই। ব্লাউজের সামনের ভি গোলাপী রুমাল দিয়ে কি ঢাকা যায় না।

টেবিল থেকে উঠে প্যাসেজের মধ্যে রাকেশের সামনে দাঁড়াল জিনা। কি ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছিল না রাকেশ। বেনসন একবার দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বেনসন নির্লিপ্ত।

'গিভ মি অ্যানাদার হর্স' জিনা হাসল।

'নো হর্স—প্লিজ।' ঢোক গিলল রাকেশ। এই তাহলে ধান্দা।

'প্লিজ!' বইটা খুলে সামনে ধরল জিনা। প্রায় বাধ্য হয়ে বই হাতে নিল রাকেশ। অবোধ্য নাম সব। দুটো পাতা উল্টে হঠাৎ একটা নামে চোখ আটকে গেল—সুইট কিস! জয়সোয়াল সাহেবের মুখে এ নামটাও শুনেছিল না? সুইট কিস! বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ঘোড়াটার নম্বর চেপে বইটা দেখাল ও জিনাকে। চোখ বন্ধ করে ঢিল মারা—দেখাই যাক না। জিভের ডগা ঠোঁটে বুলিয়ে বইটা নিল জিনা, 'ওকে—সি—ইউজুয়ালি আই নেভার স্টে উইদ স্ট্রেঞ্জারস, বাট ওয়েলকাম টু ইউ ইফ দি হর্স অবলাইজ। কাম অ্যাট নাইন—ওকে! আই স্টে অ্যাট পার্ক স্ট্রীট জাস্ট ইন ফ্রন্ট অফ অপ্সরা অ্যাপার্টমেন্ট—হোয়াইট বিল্ডিং, সেকেন্ড ফ্লোর—ফ্ল্যাট নাম্বার এইট। কামিং?'

চোখের তলা দিয়ে তাকাল জিনা।

'আই উইল ট্রাই।' ঘাড় নাড়ল রাকেশ। তারপর হেসে বেরিয়ে এল বার থেকে। আঃ, পায়ের তলায় যেন পুরো ডানলোপিলো কোম্পানী কাজ করছে—এত আরামদায়ক হাঁটা আর হাঁটেনি ও, কাল দুপুরে খ্যাটন, আজ রাত্রে—হেসে ফেলল রাকেশ। তড়িত থাকলে খ্যাটনের সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক একটা শব্দ বের করে ফেলত।

সুহাসদা বারের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাকেশকে দেখে মুঠোয় ধরা টাকাটা বাড়িয়ে ধরলেন, 'নাও হে, তোমার টাকা। তিনশো আশি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোটগুলোর গায়ে রাজ্যের ময়লা, তবু নোট। কড়কড়ে তিনশ আশি টাকা। অজান্তেই হাতটা চলে গেল সামনে, হাতে নোট এলে গুণে দেখার একটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল সম্প্রতি—খুব জোরে নিজেকে সামলালো রাকেশ। খুবই সাধারণ ব্যাপার এরকম ভঙ্গীতে টাকাগুলো পকেটে রেখে দিল রাকেশ।

'তারপর তোমার কেমন চলছে বল?'

রাকেশ একটু অবাক হয়ে সুহাসদার দিকে তাকাল। হঠাৎ এ কেমন কথা?

'শোন রাকেশ, কথাটা অন্যভাবে নিও না। রেসকোর্সে মেয়েছেলের কাছে একদম ভিড়বে না। রেস আর মেয়েছেলে এ দুটোকে দু হাতে ধরতে গেলেই ডুববে। পার্টি-কুলারলি এই সব রেসকোর্সে যে সব মেয়ে খদ্দের ধরতে আসে, এদের এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।' সিগারেট ধরালেন সুহাসদা।

রাকেশ হাসল। একটু প্রতিবাদের ভঙ্গীতে না না বলল। তার মানে সুহাসদা ওকে বারের মধ্যে জিনার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছেন। আচ্ছা ঐ সময় মানে জিনার সঙ্গে কথা বলার সময় সুহাসদার কি হিংসে-ফিংসে হচ্ছিল নাকি! সুহাসদা ব্যাচেলার ছিলেন বলেই রাকেশ জানতো. বিয়ে করার বয়স এখনও আছে বলে মনে হয় না। আসলে এই সব কনফার্মড ব্যাচেলারদের নিয়েই যত মুশকিল—মেয়েদের সম্পর্কে ভীষণ ছুঁচিবাইগ্রস্ত হয়। 'ওদের টিপ্‌স দিয়েছ নাকি?' আবার বললেন। 'না তেমন কিছু না।' রাকেশ আর কি বলবে।

'দ্যাখো রাকেশ, এই রেসকোর্সটা কিন্তু মারাত্মক জায়গা—এখানে প্রতিটি মুহূর্ত বিচার করা হয় টাকা দিয়ে। প্রেম ভালবাসা কাম-টাম বল না কেন, সব কিছুর ওপর থাকে টাকা। অতএব ট্র্যাপে পোড় না ভাই। তোমার খুব ভাল ইনটুইশন আছে—মেক মানি আউট অফ ইট। পার্সেন্টেজ ছাড়া কাউকে টিপ্‌স দিও না। ছেড়ে দাও সব' সুহাসদা হাসলেন, 'এখন বল আর কি খবর মনে আসছে!'

আবার সেই শিরশিরানি—বুকের মধ্যে দমবন্ধ হওয়া ভয়। ঘাড় নাড়ল রাকেশ, 'না সুহাসদা এখন না, এই রেসের সময়।'

'প্যাডকে যাবে? ঘোড়া দেখে যদি—'

'না, বড় রিস্ক হয়ে যাবে। বরং শেষ বাজিতে সুইট কিস্‌ ঘোড়াটা না হয় খেলবেন।' রাকেশ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

চট করে বই-এর পাতা ওল্টালেন সুহাসদা। 'সুইট কিস—ডার্বিতে? বাপ্‌স। ম্যাড্রাসের ঘোড়া।'

'ম্যাড্রাসের ঘোড়া মানে?' রাকেশ অবাক।

'ব্যাঙ্গালোর-বোম্বে-ম্যাড্রাস থেকে ঘোড়া এসেছে এই বাজিটার জন্যে। বই-এ অবশ্য টিপ দিয়েছে এই ঘোড়াটাকে—দেখা যাক। তাহলে আজ আর অন্য ঘোড়া খেলব না। চল বসি।' সুহাসদা একটু এগোতেই রাকেশ দেখতে পেল এক ভদ্রলোক বাঁ হাতটা তুলে সুহাসদার দিকে এগিয়ে আসছেন। রোগা লম্বা চেহারা—ইস্পাত রঙা কম্‌প্লিট স্যুট পরেছেন—চুলে পাক ধরেছে—জুলপি দুটো একদম সাদা।

'আরে কি খবর?' সুহাসদা হাসলেন।

'লস লস অ্যান্ড লস। রেসকোর্সে আসাটাই ছেড়ে দিতে হবে মশাই। আপনি দেখলাম পেমেন্ট নিচ্ছেন—খবর-টবর পাচ্ছেন নাকি।' ভদ্রলোকের গলার স্বর বেশ ভরাট। প্রতিটি শব্দ যেন স্বচ্ছন্দ।

'না না আমারও হার চলছিল। এই এর জন্যে পেমেন্ট পেলাম।'

চোখ দিয়ে রাকেশকে দেখিয়ে দিলেন সুহাসদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি খবর পান?' ভদ্রলোকের প্রশ্ন এবার সোজাসুজি রাকেশের দিকে। যেন খবর পেলেই ওকে দিতে হবে।

'না না খবর না, ওর নিজস্ব কিছু মেথড আছে—ইনটুইশন বলতে পারেন', রাকেশকে বাঁচালেন সুহাসদা, 'রাকেশ, ইনি এ কে রায়—এ বিগ সট।'

এ বিগ সট! নিশ্চয়ই খুব প্রভাবশালী লোক। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ থাকতে পারে—কমিশনার, চিফ সেক্রেটারী বন্ধু হতে পারে এঁর। রাকেশের পা ঘামছিল। আর মাত্র এক মাস। পুলিশ যদি এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট না পাল্টায়—তুমি, রাকেশ, সব তোমার ঢুঢু।

এক গাল হাসল রাকেশ। বিগলিত হয়ে বলল, 'ও।'

রাকেশের এই মুখের চেহারা দেখে সুহাসদা বোধহয় কিছু আঁচ করতে পারলেন, 'মিঃ রায়—এই রাকেশের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলব ভাবছিলাম। এ আমার বিশেষ পরিচিত—' সুহাসদা হঠাৎ থামলেন।

'হবে হবে সব কথা হবে,' ভদ্রলোক দু'দিকে মাথা দোলালো, 'কিন্তু আজ আমি ভীষণ হেরে যাচ্ছি, একটা ঘোড়া দিন—এনি প্রাইস।' শেষের কথাটা রাকেশের দিকে তাকিয়ে।

ঠিক তখনই জলতরঙ্গের মত শব্দ হল মাইকে। পরের রেস শুরু হবার নির্দেশ। চারপাশে ব্যস্ততা—মানুষের ছুটোছুটি—বুকিদের চিৎকার—হাজার হাজার টাকা লাগছে এক একটা ঘোড়ায়—কলকাতার বাতাসে টাকা ওড়ে।

পরের রেসে ফেবারিট ঘোড়াই জিতল। বাঁকের আগে সব ঘোড়াই প্রায় গায়ে গায়ে ছিল। বাঁক ঘুরতেই ফেবারিট ঘোড়াটা বকের মত বাড়তে লাগল। গ্রান্ড এন-ক্লোজারের সামনে যখন ঘোড়াটা এল, তখন তার বিশ লেংথের মধ্যে কেউ নেই। জকি যেন আরামকেদারায় শুয়ে আছে।

গ্যালারিতে বসে সুহাসদার হাত থেকে বইটা নিল রাকেশ। প্রতিটি রেসের ওপর ঘোড়াগুলোর ক্লাশ লেখা আছে। মোটামুটি বি-টু থেকে ক্লাশ ওয়ান অবধি ঘোড়াগুলোকে ভাগ করা হয়েছে বুঝতে পারল ও। প্রথমে যে ক'টা বাজি আছে, তার ঘোড়াগুলোর নাম নম্বর জকি ওজন সুন্দর করে সাজানো। তলায় যে ঘোড়া জিততে পারে তার নাম দেওয়া আছে। পেছনে আরও স্পেশাল সিলেকশন আছে, রেসওয়াড়ি ঘোড়ার সম্ভাব্য বিজয়ীর তালিকা। রাকেশ দেখল যে কটা রেস হয়ে গেল তার মধ্যে মাত্র দুটো জিতেছে এদের টিপ্‌স মত। সুইট কিসের বাজিটা দেখল ও। তেরোটা ঘোড়া দৌড়াচ্ছে ঐ রেসে। সব এক লাখ দু লাখ টাকা দামের ঘোড়া। সুইট কিসের নাম আছে দ্বিতীয় সাজেশনে। কত দর থাকবে ঘোড়াটার—জয়সোয়াল সাহেব কি যেন বলছিলেন—ইভ্‌ন মানি না কি যেন। পেছনের পাতায় রেসের রেজাল্ট দেখতে পেল ও। আজ পর্যন্ত এই উইন্টার সিজনে একশ কুড়িটা রেস হয়েছে, তার রেজাল্ট। কোন দিন কোন ঘোড়াটা কেমন করেছে তার সময়, কত লেংথে জিতেছে এবং কিভাবে তার বিস্তৃত বিবরণ। সুহাসদা লক্ষ্য করছিলেন রাকেশকে 'ওটা এখন ঠিক বুঝবে না তুমি, বরং তোমার না বোঝাই ভাল। রেসুড়েরা ঐ রেস রেজাল্ট থেকে ক্যালকুলেশন করে কোন ঘোড়ার সময় সবচেয়ে ভাল।'

'কি ক'রে করে?'

'ধরো, এই ঘোড়াটা বাহান্ন কেজি জকির ওজন নিয়ে, বারোশ মিটার রেস জিতেছে এক মিনিট ষোল সেকেন্ডে। ও জিতেছে বলে ওর ওপর আরো ছয় কেজি ওজন চাপানো হয়েছে আজ। সাধারণত দেড় কেজির জন্যে ওয়ান ফিফ্‌থ সময় বেশী লাগে। তাহ'লে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয় কেজির জন্যে ফোর-ফিফ্‌থ সময় বেশী লাগছে। এই হিসেবে আজ ঘোড়াটার দৌড়াতে এক মিনিট ষোল ফোর ফিফ্‌থ সময় লাগবে। পরের ঘোড়াটা যে সেদিন সেকেন্ড হয়েছিল, সে এসেছিল এক লেংথ পেছনে। তার মানে তার সময় ছিল এক মিনিট ষোল ওয়ানফিফ্‌থ সেকেন্ড। তার ওজন কিন্তু পড়েনি। ন্যাচারেলি সেদিনের দ্বিতীয় হওয়া ঘোড়াটা প্রথমটার চেয়ে হ্যান্ডিকাপে বেটার হওয়ার থ্রি-ফিফ্‌থ সেকেন্ড গুড হয়ে যাচ্ছে। বুঝলে?'

বুঝতে চেষ্টা করছিল রাকেশ, কিন্তু মাথায় ভাল ঢুকছিল না। আসলে অঙ্ক জিনিসটা কোনদিনই তার মাথায় আসে না। তবু ও বলল, 'কিন্তু সুহাসদা, সেদিনের জেতা ঘোড়াটা যদি পুরো শক্তি না খরচ করে থাকে তাহলে—।'

ঘাড় নাড়লেন সুহাসদা, 'ইয়েস, সেখানেই সব ক্যালকুলেশন আপসেট। কোন ঘোড়ার মধ্যে কি লুকোন আছে ক্যালকুলেশনে সেটা ধরা যায় না—তাই সবাই হারে। হিসেবে দেখা গেছে এই রেসকোর্স থেকে কেউ জিতে যেতে পারে না। কেউ যদি জেতে সেটা হবে মিরাকল। তবু রেসুড়েরা আসে—রক্তের মধ্যে মিশে গেছে আসা। বেশী দিন হয়ে গেলে কেউ জিততে আসে না—আসে লস্‌ মেকাপ করতে।'

মিঃ রায় এতক্ষণে কথা বললেন, 'আমি আপনার রেসুড়ে শব্দটার জন্যে আপত্তি করছি। দিস ইজ ভেরি ব্যাড। মদ খেলেই যদি মাতাল হয় আর রেস খেললেই যদি রেসুড়ে হয়, তাহলে আমি বলতে বাধ্য হবো আপনারা মাতাল বা রেসুড়ে দ্যাখেননি। যাক্‌, আছে কিছু ঘোড়া—থাকলে বলুন।'

সুহাসদা মাথা নাড়লেন, 'ও বলছে সুইট কিস ঘোড়াটা খেলতে।'

'সুইট কিস! সুইট কিস জিতবে? বাইরেকু ঘোড়া ডার্বি অবশ্য জিতেছে আগে কিন্তু—টালা টু টালিগঞ্জ খবর হয়ে গেছে হাফ এ পেনি ঘোড়ার নাকি আর মৃত্যু নেই। সুইট কিস—ওয়েল, খেলছি ঘোড়াটা, জিতলে কত কমিশন নেবেন বলুন রাকেশ।' মুখটা ছুঁচলো করে জিজ্ঞাসা করলেন।

'আরে না—না—আপনার কাছ থেকে কি কমিশন নেবে।' ঘাড় নাড়লেন সুহাসদা। এটা একদম রাকেশের মনের কথা একদম।

'নো স্যার, আমি অবলিগেশনে যেতে চাই না কখনো, ঠিক আছে আমি থাউজেন্ড লাগাচ্ছি, কি প্রাইস পাবো জানি না, তবে টেন—না ফিফ্‌টিন পার্সেন্ট থাকলো। কিন্তু ঘোড়া যদি না জেতে প্লিজ ডোন্ট সি মি—ইয়েস?' উঠলেন মিঃ রায়। পকেট থেকে পাইপ বের করে তামাক ঠিক করতে করতে নিচে নেমে গেলেন।

'কি হল সুহাসদা?' ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল রাকেশ, 'যদি না জেতে? অন্যভাবে অ্যাপ্রোচ করলে হতো না?'

'চান্স নাও রাকেশ, চান্স নাও। অন্যভাবে অ্যাপ্রোচ করলে তোমাকে হাজার টাকা সেলামি দিতে হত। চামার নাম্বার ওয়ান, মেয়েছেলে আর টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। মদ খায় মেপে দু পেগ, জীবনে মাতাল হয়নি। শুনছি এখন নাকি এক ভদ্র-মহিলাকে কেপ্ট রেখেছে—পুরো ফ্যামিলি সমেত। ও যখন মেয়েটির ফ্ল্যাটে যায়, তখন মেয়েটির স্বামী ড্রইংরুমে ছেলেমেয়েদের স্কুলের পড়া দেখায়। ভাবো ব্যাপারটা। তা তোমার ঘোড়া যদি জেতে—তুমি কাছিমের মত লেগে থাক—তোমার হয়ে যাবে।'

সুইট কিস বুকে সোওয়ার দরে ওপেন করল। হাফ এ পেনি দুই-এর দর। অন্য ঘোড়াগুলোর আরো বেশী বেশী দর। আজকের সেরা বাজি এটা। থ্রি-ইয়ারস কম্বাইন্ড রেস। সিজনের অন্যতম আকর্ষণ এই প্রেস্টিজ রেসটি। বেশীর ভাগ ঘোড়াই রাণী মহারাণীর। সুহাসদা আর রাকেশ প্যাডকে গেল। সহিসরা ধরে নিয়ে আসছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোড়াগুলোকে। স্টেবল্ বয় বসে আছে ওপরে। জকিরা ট্রেনার-ওনারদের সঙ্গে মাঝখানে কথা বলছে। শেষ শলাপরামর্শ। ভীড় উপচে পড়ছে প্যাডকের গ্যালারিতে। প্রাতাঢ ঘোড়াই টগবগ করছে। সুইট কিসকে দেখতে পেল। মাথায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে স্টেবল্ থেকে। দুলে দুলে চলছে। গায়ে তিন নম্বর লেবেল আঁটা। পেটটা সরু ছাই ছাই রঙ ঘোড়াটার। হাফ এ পোঁন দেখতে বেশ বড়সড়, মুখটা সম্রাটের মত ওপরে তোলা, হাঁটার ভঙ্গীতে থোড়াই কেয়ার ভাব। আর একটা ঘোড়া চোখে লাগল রাকেশের, দশ নম্বর। তেল চকচকে গা, টগবগ করে লাফাচ্ছে সাহস ধরে রাখতে পারছে না ঘোড়াটাকে। খুব পছন্দ হল ঘোড়াটাকে ওর। কিন্তু সুইট কিস—কি হবে এখন!

বুকিদের কাউন্টারে ফিরে এল ওরা। ওলটপালট হয়ে গেছে এর মধ্যে। হাফ এ পেনি এখন ফেবারিট। প্রচুর টাকা লাগছে ঘোড়াটার ওপর। ইভন্ মানির দর এখন। সুইট কিসের দর বাড়ছে। আড়াই—না তিন হয়ে গেল। রাকেশ দেখল দশ নম্বরের দর টেন টু ওয়ান।

পকেট থেকে এক হাজার দুশো তিরিশ টাকা নিয়ে ছুটে গেলেন সুহাসদা। একজন বুকি সুইট কিসের দর সাড়ে তিন করতেই চিৎকার করে তার হাতে টাকাটা দিলেন উনি। ওয়ান থাউজেন্ড টু থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড—একটা কার্ডে লিখে সুহাসদার হাতে দিল বুকি। বিজয়ীর মত কার্ডটা হাতে নিয়ে ফিরে এলেন সুহাসদা, 'হায়েস্ট প্রাইস পেলাম বুঝলে, নাও, এবার তোমার ঘোড়া জেতাও, টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমিশন।'

কমিশন! ঘোড়া জিতলে রাকেশকে সাতশো টাকা দেবেন সুহাসদা—আই বাপ। পকেটে অলরেডি তিনশো আশি এসে গেছে। সুইট কিস জিতলে হাজার আশি। ভাবতেই গা কেমন করে। জিতবে ঘোড়াটা—নির্ঘাৎ জিতবে। মাইকে ঘোষণা করা হল প্যাডক থেকে ঘোড়াগুলোকে মাঠে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কি করে যে এত ভিড় বেড়ে গেল বুঝতে পারছিল না রাকেশ। মাঠের পেছন দিকে অর্থাৎ এই বুকিদের জটলা আর টোট কাউন্টারের সামনে থিক থিক করছে লোক। দৌড় শুরু হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এখানে টাকার জোয়ার লাগবে। তারপর যেই জলতরঙ্গের শব্দ বাজবে, খাঁচার মুখ খুলে ঘোড়াগুলো ছিটকে বেরুবে, এই জায়গাটা হয়ে যাবে মৃত-এলাকা, তখন সব কিছু উত্তেজনা রবারের বলের মত হাজার হাজার বুকে লাফিয়ে লাফিয়ে যাবে ওপাশের গ্যালারিতে। ভিড়ের চোটে হাঁটাই মুশকিল, যেন পুরো কোলকাতা ভেঙে পড়েছে এখানে। অন্যমনস্ক ছিল রাকেশ, হঠাৎ দেখল সুহাসদা নেই। এখন এখানে এত মানুষ যে বিশেষ মানুষকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

খুব ভারী একটা বিদেশী গন্ধে রাকেশ মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেই একজন সিনেমা স্টারকে দেখতে পেল। এই সেই স্টার যাকে চাক্ষুষ দেখল ও এই প্রথম। ভদ্রমহিলার সঙ্গে দুজন পুরুষ, দু-দিকে দাঁড়িয়ে ভিড় আগলাচ্ছেন। রাকেশ যখন সবে যৌবনে পড়েছে, এই ভদ্রমহিলা তখন ওর ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। বয়স হয়েছে এখন, চোখের তলায় ঈষৎ এলোমেলো রেখা, বুকের সেই ধার এখন শুধুই স্তূপ—বড় কষ্ট হল রাকেশের। এক একটা স্মৃতি আছে, যাকে উল্টে-পাল্টে দেখলে কষ্ট হয়। চোখ ঘুরিয়ে নিল রাকেশ। তারপরই খেয়াল হল এই যে ফিল্ম স্টার এখানে এসেছে কেউ তো উৎসাহ দেখাচ্ছে না, হাত পাতছে না অটোগ্রাফের জন্য। এখানে এখন মানুষের মনে অন্য কোন চিন্তা নেই, শুধু নির্দিষ্ট একটা ঘোড়া চাই—যেটা জিতবে, জিতলে টাকা পাওয়া যাবে। সমস্ত কোলকাতার মানুষ পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে কে সেই ঘোড়াটা খুঁজে বার করতে পারবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ কানে এল উত্তেজিত সংলাপ। রাকেশ দেখল এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সঙ্গী কয়েকজনকে বোঝাচ্ছেন, 'আমি বলছি তোমরা দশ নম্বর খেল, হারবে না।' আর একজন ঠোঁট দুমড়ে কি ভাবল, যার মুখটা পাক্কা রেসুড়েদের মতন, 'কি করে বলছেন আমি বুঝছি না, ও ঘোড়ার পেডিগ্রী জানেন? এই ডিস্‌টেন্ট যায় না।'

বুড়ো ঘাড় নাড়লেন, 'আঃ রাখো তোমার থিওরী! তা হলে বলছি শোন, কাল রাত্রে আমি প্লানচেটে বসেছিলাম, খোদ ম্যাকফার্সন এসেছিলেন', কপালে হাত ঠেকালেন ভদ্রলোক, 'জানো তো চার চারটে ডার্বি উইনার, সাতষট্টি সালে মারা গেছেন, সেই ম্যাকফার্সন আমার হাতের পেন্সিল ঘুরিয়ে দশ লিখে চলে গেলেন।'

'মাইরি বলছেন!' সঙ্গী লোকটির চেয়াল ঝুলে গেল, 'প্লানচেটে ঘোড়া পাওয়ার কথা কখনো শুনিনি বাবা।'

মুহূর্তে রকেশ দেখল সবাই দৌড়াচ্ছে। ঐ দলটার সকলেই পকেট থেকে টাকা বের করে টোট বা বুকির কাউন্টারের দিকে ছুটছে। দশ নম্বর—দশ নম্বর।

ঘামতে লাগল রাকেশ। দশ নম্বর যদি জিতে যায়! মিঃ রায় বলে গেলেন হারলে মুখ দেখবেন না। সুহাসদা—জিনা! প্যাডকে দেখা দশ নম্বর ঘোড়াটার চেহারা মনে করল ও। যদি জিতে যায়।

পকেটে তিনশো আশি টাকা আছে। উড়ো টাকা একে বলে। খেলবে নাকি দশ নম্বর। ভিড়ের ফাঁকে মুখ গলাল রাকেশ। দশ নম্বরের দর সেই একই টেন টু ওয়ান আছে। তিনশো খেললে তিন হাজার। চোখ-মুখ গরম হয়ে যাচ্ছে ওর। কি করা যায়।

অনেক কষ্টে সামলালো নিজেকে রাকেশ। যদি ও জেতে, যদি অন্য ঘোড়া জিতে যায় তা হলে সব যাবে। রাকেশ বুকিদের কাছ থেকে পালিয়ে টোটের দিকে এল। বরং এখানে দশ টাকা খেলা যায়। হারলে গায়ে লাগবে না। একটা লম্বা লাইনের পেছনে দাঁড়াল ও। সামনের লোকগুলো কেউ কারো কথা বলছে না। যেন নিজের ঘোড়ার খবর বলে দিলে নিজেরই লোকসান—দর কমে যাবে। ফোয়ারার মত প্রত্যেকের পকেট থেকে টাকা ছিটকে পড়ছে কাউন্টারে। গোছা গোছা টিকিট কিনে চলে যাচ্ছে সবাই চকচকে মুখে। টাকা উড়ছে—ধরে নাও ধরে নাও। সামনের লোকটি টিকিট নিয়ে চলে যেতেই কাউন্টারের মুখোমুখি হল রাকেশ।

'বলুন!' ভেতরের চেয়ারে বসা একটা কচি মুখ ফোকর দিয়ে বলল।

'দশ নম্বর।' নিজের গলাটা এত সরু কেন! রাকেশ টাকা দিল, দশ টাকা।

'দশ নম্বর মানে? আর একটা নম্বর বলুন।' টাকাটা নাচাল লোকটা।

'আর একটা কেন, দশ নম্বর শুধু।' রাকেশ বিব্রত।

'আরে মশাই, এটা কুইনেলা কাউন্টার, দুটো নম্বর বলতে হবে।' লোকটা বেশ অসহিষ্ণু গলায় বলল এবার।

কুইনেলা। কি দুর্বোধ্য শব্দ সব। ইতস্তত করতে লাগল ও। আর একটা নম্বর কোথায় পাবে এখন। হঠাৎ রাকেশ টের পেল পেছনে দাঁড়ানো লোকগুলো বিরক্ত হয়ে উঠছে। ক্রমশ চিৎকার উঠল, 'আরে মশাই সং দেখছেন নাকি, তাড়াতাড়ি করুন। আপনি একাই সব টিকিট নিচ্ছেন নাকি! কুইনেলা জানে না অথচ রেস খেলতে এসেছে, সরে দাঁড়ান সরে দাঁড়ান।'

আর সেই সময় ওর চট করে সুইট কিসের কথা মনে পড়ে গেল। কত নম্বর যেন —তিন, তিন নম্বর। রাকেশ একগাল হেসে বলল, 'তিন নম্বর আর দশ নম্বর।' তারপর মেজাজ দেখিয়ে আর একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল, 'দুটো টিকিট দিন আমাকে।'

'থ্রি-টেন।' কাউন্টারের ভদ্রলোক সামনে রাখা বিভিন্ন জোড়া নম্বরের টিকিট থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটো বেছে নিয়ে ওকে দিলেন। টিকিট দুটো নিয়ে সরে এল ও। চকচকে কাগজে সুন্দর ছাপা। ওপরে কুইনেলা লেখা। হর্স নম্বর থ্রি, হর্স নম্বর টেন। পাশে রেস নম্বর লেখা আর কি কি সব কোড নম্বর। টিকিট দুটো ভাঁজ করে পকেটে রাখল ও। কুড়ি টাকায় ওর কদিন চলতো? কলেজে পড়ার সময় ওর সারা মাসের হাতখরচ কুড়ি টাকা ছিল না। নিজের টাকায় এই প্রথম রেস খেলা। মা দেখলে বলতো, তুই কুড়ি টাকা নষ্ট করলি জুয়ো খেলে—চোখ বড় হয়ে যেত। নীরা শুনলে কি বলবে? রিয়া হয়তো বলতো, হঠাৎ এত স্মার্ট হয়ে গেলে—কি ব্যাপার!

কিন্তু কথা হচ্ছে এই দুটো ঘোড়াকে কি একসঙ্গে জিততে হবে? তা কি করে সম্ভব! নাকি ফার্স্ট সেকেণ্ড হলেই চলবে! টোট বোর্ডের দিকে তাকাল ও। সব ঘোড়ারই কাঁটা অল্পবিস্তর উঠছে। একটার কাঁটা সবার ওপরে। সেটা নিশ্চয়ই হাফ এ পেনি। তিন নম্বরের কাঁটার সঙ্গে সমান রেখায় আর একটা কাঁটা উঠেছে। দশ নম্বরের দর টোটে সেভেন টু ওয়ান।

ভিড় ঠেলে সামনের দিকে চলে এল ও। গ্যালারি উপচে পড়ছে। শুধু মাথা আর মাথা। জায়গা না পেয়ে সামনের মাঠে এল রাকেশ। ভাল করে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। মাঠের পাশেই ট্র্যাক। আর সেই ট্র্যাকে এই গ্রাণ্ড এনক্লোজারের সামনে থেকে ঘোড়াগুলো পাক খাচ্ছিল পেছনে। মাইকে অ্যানাউন্স হতে লোডিং শুরু হল। এক এক করে ঘোড়াগুলো খাঁচায় ঢুকছে। সবাই ঢুকে পড়ল। জকিরা বেশ সহজ হয়ে বসে। প্রেস্টিজ রেস এটা—অথচ জকিদের মুখে কোন উত্তেজনা নেই। এক জীবন অপারেশন করা ডাক্তারের মত। সমস্ত মাঠে একটা উত্তেজনা পাক খেয়ে যাচ্ছে।

জলতরঙ্গের শব্দ বাজল। একটা লোক, সে বোধ হয় স্টার্টার, ওপরে দাঁড়িয়ে পিস্তলের শব্দ করতেই খাঁচার দরজা খুলে গেল আর তক্ষুনি তীরের মতন ঘোড়াগুলো বেরিয়ে এল। এক দঙ্গল ঘোড়া। সাত নম্বর ঘোড়া টগবগিয়ে সবার আগে এগিয়ে এল। এবার ঘোড়াগুলো সারা মাঠ ঘুরবে। আঠাশশো মিটার। পৌনে দু মাইল। ঘুরে এসে রেস শেষ হবে এই সামনের ফিনিং পোস্টে।

কোন রকমে লোক সরিয়ে সরিয়ে রেলিং-এর ধারে চলে এল রাকেশ। সামনেই রানিং ট্র্যাক। কি যত্নে তৈরি—এক পলকেই বোঝা যায়। সুন্দর করে ঘাস ছাঁটা—বিছানো গালচের মতন। ওদিকে ঘোড়াগুলো ছুটছে সামনে। একদম মাঠের ওপাশে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে চলে গিয়েছে এতক্ষণে। আঠারো শো লেখা বোর্ড পার হল এবার। চেনা যাচ্ছে না কাউকে। তবে সেই সাত নম্বর ঘোড়াটা সামনে নেই। সবাই এক দঙ্গল হয়ে ছুটছে। পাশের এক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হাফ এ পেনি লিড নিচ্ছে। হ্যাঁ নিয়েছে—নিয়েছে।' অবাক হল রাকেশ, লোকটার চোখ কি! 'কি করে বুঝলেন?' 'জার্সি দেখে! দেখুন না হোয়াইট অ্যাণ্ড ব্ল্যাক স্ট্রাইপ।'

হ্যাঁ, সাদা-কালো জার্সি পরা জকিকে আগে দেখতে পেল রাকেশ। চিৎকারে ভাল করে মাইকের রিলে শোনা যাচ্ছে না। কান পাতল ও। হাফ এ পেনি লিড করছে তিন লেংথে, তার পেছনে অনেক ঘোড়া, সুইট কিসের নাম শুনতে পেল না ও। রেলিং ধরা হাতের মুঠো ঘামছে। অদ্ভুত উত্তেজনা শরীরে। ঘোড়াগুলো বাঁক ঘুরছে। সমস্ত মাঠ আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করছে এখন। হাফ এ পেনি ইন এ ওয়াক। ওয়ান হর্স রেস। হঠাৎ নাম্বার থ্রি নাম্নার থ্রি চিৎকার শুনতে পেল রাকেশ। পায়ের পাতায় দাঁড়িয়ে রাকেশ দেখল হাফ এ পেনি আর সুইট কিস গায়ে গায়ে সেকেণ্ড এনক্লোজারের সামনে এসে পড়েছে। ছপ ছপ চাবুক মারছে জকিরা। হাফ এ পেনি—সুইট কিস—মানুষের মুখে জপের মন্ত্রের মত চিৎকার। কখন নিজের অজান্তে রাকেশ চেঁচিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠল—সুইট কিস সুইট কিস।

ঘোড়াগুলো সামনে এসে পড়েছে। হাফ এ পেনির জকি প্রাণপণ চালাচ্ছে চাবুক। বেরুচ্ছে সুইট কিস। রাজার মত বেরুচ্ছে। ঘাড় উঁচু করে, হাঁ-করা মুখ দিয়ে ফ্যানা গড়াচ্ছে। হঠাৎ একটা ঘোড়া পেছন থেকে বুলেটের মত এগিয়ে এল—দশ নম্বর দশ নম্বর। সারা মাঠ নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন? শুধু দু-একটি গলায় নাম্বার টেন নাম্বার টেন আওয়াজ। ঝড়ের মতন ঘোড়া তিনটে প্রায় গায়ে গায়ে উইনিং পোস্ট পেরিয়ে গেল।

এখন কোথাও কোন চিৎকার নেই। শুধু একটা চাপা গুঞ্জন মুখে মুখে। কে জিতল? এত সামনে দাঁড়িয়েও রাকেশ বুঝতে পারছে না কে জিতল! অনেকটা দূর ঘুরে এসে সব ঘোড়া চলে গেল, ভেতরে শুধু পাক খাচ্ছে তিনটে ঘোড়া—হাফ এ পেনি—সুইট কিস—নাম্বার টেন। রেজাল্টের বোর্ডে এখন 'পি' ঝুলছে। ফটো হয়েছে—ফটোয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কে জিতছে। উইনিং পোস্টের গায়ে রাখা ক্যামেরা এখন শেষ বিচারক।

ভিতরটা কেমন ফাঁকা লাগল রাকেশের। কি হবে এখন। হাফ এ পেনি যদি জিতে যায়! মাঠের মানুষগুলো মুখ উঁচু করে সময় গুনছে। ওপাশে মেম্বার এনক্লোজারে চাপা উত্তেজনা। একদম ওপরে বসে আছেন স্টুয়ার্টরা। তাঁদের মাথার ওপরে একটা রেজাল্ট বোর্ড। ওখানে আগে রেজাল্ট টাঙানো হয়। সবাই সেদিকে তাকিয়ে। ওপর থেকে কেউ যদি এখন ছবি তুলতো সে ছবিকে 'ঈশ্বরের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় পাপীতাপীরা' বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। পাথরের মত দাঁড়ানো অজস্র মূর্তির ফাঁক দিয়ে এলোমেলো পায়চারি করল রাকেশ।

হঠাৎ একটা গলার আকাশ-ফাটানো আওয়াজ আর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র গর্জনের মত উল্লাস আর সেই সঙ্গে আর্তনাদের মিশেল কানের পর্দা যেন চৌচির করে দিল। একক গলার আওয়াজ যেখানে শুরু হয়েছিল রাকেশের দৃষ্টি সেই গ্যালারির ওপরে পড়তেই, অবাক হয়ে গেল ও। সুহাসদা। দুহাত আকাশের দিকে তুলে গৌরাঙ্গ হয়ে নাচছেন আর সুইট কিস সুইট কিস বলে হাতের বইটাকে এক একবার চুমু খাচ্ছেন। মাথা থেকে পা অবধি যেন একঝাঁক বিদ্যুৎ এঁকে-বেঁকে চলে গেল—রাকেশ এক লাফে অনেকটা উঠে গেল, তারপর মাটিতে পড়েই সেই ছেলেবেলার মত একটা ডিগবাজি খেয়ে নিল। আঃ, জিত গিয়া। এখন বোর্ডে এক লক্ষ সূর্যের মত তিন নম্বর জ্বলজ্বল করছে। কি আরাম—আঃ। রাকেশ সুহাসদাকে খুঁজলো—কিন্তু জনস্রোতের মত মানুষ নামছে—কাউকে আলাদা করে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। সুইট কিস তাহলে জিতে গেল। বোর্ডের দিকে তাকাল আবার। ওটা কি? হাফ এ পেনি থার্ড হয়ে গেছে। ফার্স্ট তিন নম্বর, সেকেন্ড দশ নম্বর—তার মানে তার পকেটের সেই কুইনেলা টিকিট দুটো জিতে গেছে। রাকেশের মনে হল, পাগল হয়ে যাবে ও। এত সুখ সহ্য করা যায়?

আর এই সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল রাকেশ। গ্যালারির ওপর থেকে ফেলে দেওয়া অজস্র টিকিট এখন হাওয়ায় উড়ছে। হঠাৎ মনে হতে পারে একরাশ সাদা পাখি খাবি খাচ্ছে। শেষ রেসের শেষে বিফল টিকিটগুলো এঁকে-বেঁকে মাটিতে পড়ছে। এখন গ্যালারি আর তার সামনের লন প্রায় খালি। শুধু সাদা টিকিটে ছেয়ে আছে ঘাস। দশ টাকার হাজার হাজার বাতিল টিকিট—শুকনো হাড়ের মত দেখাচ্ছে। পা দিয়ে সেগুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে রাকেশ বুকিদের কাউন্টারের দিকে হাঁটতে লাগল। একটা জায়গায় ছোট জটলা—কিছু মানুষ গোল হয়ে ঝুঁকে পড়ে কিছু দেখছে। রাকেশ কৌতূহলী হয়ে মাথা বাড়াতেই চোখে পড়ল একটি লোক চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। টেরিলিন টেরিকটের শার্ট প্যান্ট, একটা হাত মাটিতে ছড়ানো আর একটা বুকের ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঁজ করা, তার মুঠোয় একটা কার্ড ধরা। মাথাটা একপাশে হেলানো। ফিস ফিস শব্দে রাকেশ বুঝতে পারল লোকটি মারা গেছে এই মাত্র। হাফ এ পেনি খেলেছিল দু হাজার টাকা।

দু হাজার টাকার জন্য লোকটা মরে গেল? রাকেশ সরে এল। লোকটার কি এটাই শেষ সম্বল ছিল কিংবা অনেক ধার যা হাফ এ পেনি জিতলে শোধ হয়ে যেত। কিংবা মরে যাওয়া ছাড়া লোকটার আর কিছুই করার ছিল না। রেসের মাঠে যুবকের মৃত্যু—লোকটার বউ কিংবা মা কাঁদতে পারবে?

চুমু খেলেন সুহাসদা। আবার। তারপর কড়কড়ে সাতশ টাকা গুনে দিলেন হাতে, 'ওয়ার্ড অফ অনার, তুমি আজকে আমাকে জিতিয়েছ রাকেশ, আমি রায়কে বলেছি, ও তোমার সঙ্গে ডিটেইলস কথা বলবে আজই, আর হ্যাঁ, আমি ওকে বলেছি তোমাকে কমিশন দিতে হবে না—ঠিক আছে?'

ঘাড় নাড়ল রাকেশ—হাজার টাকার ওপর এখন পকেটে—এখন সব কিছুতেই হ্যাঁ বলতে ভাল লাগছে। মিঃ রায়কে দেখল ও, বুকির কাছ থেকে পেমেন্ট নিয়ে গুনে মোটকা পার্সে ভরলেন। ওদের দেখে এগিয়ে এলেন মিঃ রায়, 'থ্যাঙ্কু ভাই। বলো তোমার জন্যে কি করতে পারি।' একলাফে আপনি থেকে তুমি, রাকেশ দেখল মিঃ রায়ের মুখটা ছবি বিশ্বাসের মত দেখাচ্ছে।

'আমার চাকরির ব্যাপারে আপনাকে একটু উপকার—মানে।' রাকেশ কিভাবে কথা বলবে বুঝতে পারছিল না।

'সুহাসবাবু আমাকে কিছুটা বলেছেন, বাকিটা তোমার মুখে শুনতে চাই। তোমার কি এখন কোন কাজ আছে?'

ঘাড় নাড়ল রাকেশ, না। তুমি কেন তুই বললেও ওর আর আপত্তি নেই। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল সেই টিকিট দুটোর কথা। পকেট থেকে বের করে সুহাসদাকে দেখাল রাকেশ। চমকে গেলেন সুহাসদা, 'আরে করেছ কি, দশ নম্বরকেও ধরেছিলে নাকি—তুমি তো দেখছি মিরাকল করলে!'

'দশ নম্বরকে প্লানচেটে পেয়েছি।' রাকেশ হাসল।

ঘটনাটা বলল রাকেশ। সেই বুড়োর কথাগুলো। 'লাকি, লাকি ইউ আর' ঘাড় দোলালো রায়। সামনের বোর্ডে কুইনেলার ডিভিডেন্ড দিয়েছে তখন। প্রতি টিকিটে তিনশো ত্রিশ টাকা। মানে দাঁড়াল, রাকেশ ভাবল, কুড়ি টাকায় ছয় শো ষাট টাকা। আজকের রোজগার ওর প্রায় চার মাসের মাইনে। সাবাস রাকেশ মিত্তির।

পেমেন্ট নিয়ে ওরা বেরুচ্ছে, গেটে একপাল ছোকরা ছেঁকে ধরল ওদের, 'সানডে ফাইনাল সানডে ফাইনাল।' টাটকা রেসবই মুখের কাছে মেলে ধরল ওরা। সুহাসদা বই কিনলেন নগদ দেড় টাকা দিয়ে। মিঃ রায় বেছে বেছে নীলচে মলাটের বই নিলেন। রাকেশ বুঝলো কালকেও রেস আছে—স্পেশাল ডে। ওরা যখন বই-এর দাম দিচ্ছে রাকেশ তখন অরুণদাকে দেখতে পেল। ওদের চেয়ে এক ইয়ার ওপরে পড়ত অরুণদা। বিশাল চেহারা, এমনিতেই হাঁটতে কষ্ট হয়, এখন কোনরকমে থপ থপ করে বেরুচ্ছে। রাকেশকে দেখে চোখ পিট পিট করতে লাগল। এগিয়ে গেল রাকেশ, অরুণদা সরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হঠাৎ এগিয়ে এসে রাকেশের দুটো হাত চেপে ধরল, 'কাউকে বলো না ভাই, মাইরি বলছি আমি রোজ আসি না—।' গলার স্বর এত সরু, অসীম বলতো হরমোনের অভাব। এখন কেমন কান্না কান্না শোনাচ্ছে, 'হেরে গেছি একদম, ভূত হয়ে গেছি, দ্যাখো পকেটে কুড়িটা পয়সা আছে।' চর্বিঠাসা শরীর দুলিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল না কাঁদলো বোঝা গেল না। কেমন মায়া লাগলো রাকেশের, সেই অরুণদা যাকে বধ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর বন্ধুরা বসন্তে রোজ টিফিন খেত। 'বাড়ি যাবে কি করে!' রাকেশ বলল।

'যাবো—চলে যাবো। কাউকে বলো না ভাই।' হাতটা ছেড়ে দিল অরুণদা। পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করল রাকেশ, 'এটা রাখো—পরে দিয়ে দিও।'

ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললো অরুণদা। অপ্রস্তুত হয়ে গেল রাকেশ, 'এই কি হচ্ছে কি?' গলাটা একটু নামিয়ে কান্না জড়ানো সরু একটা স্বরে অরুণদা বলল, 'তুমি কি করে জানলে রাকেশ—ওঃ।'

'কি?'

'আমাকে আড়াই শো পটেটো চিপ্‌স নিয়ে যেতে বলেছিল ও। না নিয়ে গেলে সারা রাত না খেয়ে থাকতো, আমি কি ছাই খেতে পারতাম। ওহো রাকেশ—তোমাকে কোথায় পাবো, এটা—।' টাকাটা মুঠোয় নিল অরুণদা। হেসে ফেলল রাকেশ, 'ঠিক আছে, দিও এখন। কালকেই তো রেস আছে, আমি আসবো।'

ঘাড় নাড়ল অরুণদা, 'কালকেই দেব। কাউকে বলো না ভাই, আমি কিন্তু রোজ আসি না—আমার ওয়াইফ জানলে—।'

সরে এল রাকেশ। কি সব ব্যাপার-ট্যাপার।

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে নেমে গেলেন সুহাসদা। নামবার আগে বার বার বলে গেলেন রাকেশ যেন অবশ্যই কাল মাঠে আসে। আর সেই প্লানচেটের বুড়োকেও কাল খুঁজতে হবে। রাকেশ আর প্লানচেট কম্বিনেশন করলেই কুইনেলা পাওয়া যাবে বলে সুহাসদার ধারণা।

বিরাট গাড়ির এক কোণে বসেছিল রাকেশ। বুঝল নিজের গাড়ি এটা। যে ড্রাইভার চালাচ্ছে তার গায়ে য়ুনিফর্ম। দেখতে শুড্ডা দেখালেও রায়ের নিশ্চয়ই মালকড়ি আছে। গদিটা এত নরম যে ডুবে আছে মনে হল ওর। রায় গাড়িতে ওঠার পরই বলেছে, ছটার সময় এক জায়গায় তাকে যেতেই হবে তাই রাকেশ তার সঙ্গে চলুক, সেখানেই কথাবার্তা হবে। রাকেশ আপত্তি করেনি—গরজ যেহেতু তার তাই নরকে যেতেও ও রাজী।

পার্ক স্ট্রীট দিয়ে গাড়িটা ঢুকে কিছুটা এগিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিল। এখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। নিওন জ্বলা বারগুলোতে ব্যস্ততা সবে শুরু হয়েছে। মুখ ঘুরিয়ে দেখল রায় চোখে একটা চশমা এঁটে ঝুঁকে কি একটা পড়ছেন—বড় ছাপা কাগজ। গাড়ির আলোয় পড়তে বোধ হয় অসুবিধে হচ্ছে ওঁর। তারপর 'ননসেন্স' বলে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলেন। গাড়ির হালকা নীলচে আলোয় রায়কে কেমন যেন আলাদা মনে হচ্ছে। একটা বিরক্ত অহংকারী এবং কিছুটা মিসচিভাস শুড্ডা।

একটা বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড়াল। ড্রাইভার নেমে দরজা খুলে দিতেই রায় ঘড়িটা দেখলেন; তারপর রাকেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে আমরা একটু নামব। এটা আমার ফ্ল্যাট নয় আবার নিজেরও বলতে পারো। ডোন্ট আস্ক মি এনি কোশ্চেন। কাজ শেষ হলেই চলে যেও।'

রায় নামলেন, পেছনে পেছনে রাকেশ। লিফটে করে ওরা তিনতলায় এল। বোঝাই যাচ্ছে এই বাড়িতে অবাঙালী উচ্চবিত্ত মানুষের বাস। কেমন রহস্যময় লাগছিল রায়কে। একটু অস্থির। কড়ে আঙুল দিয়ে আঠারো নম্বর লেখা দরজাটার গায়ের কলিং বেলের বোতাম টিপলেন রায়।

কোথাও জলতরঙ্গের শব্দ বাজলো। খানিক পরে অল্পবয়সী একটি মেয়ে দরজা খুললো। চোখের ইঙ্গিতে রাকেশকে আসতে বলে রায় ভিতরে ঢুকলেন, 'মেমসাহেব কোথায়?'

'বাথরুমে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও।' রায় ঘরের মাঝখানে যেতেই রাকেশ দেখতে পেল ঘরে আরো লোক আছে। প্রথমে ও দুটো বাচ্চাকে দেখতে পেল। পাঁচ আর তিন বছরের মত বয়স—ফুটফুটে চেহারা। বড়টি ট্রাইসাইকেলে বসে, ছোটটি কোণায় ইজিচেয়ারে শোওয়া এক ভদ্রলোকের কোলে। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক, চল্লিশের কাছেই বয়স—মুখটা গোলগাল—সাধারণ মধ্যবিত্ত চেহারা।

ঝুঁকে পড়ে রায় ট্রাইসাইকেলে বসা মেয়েটিকে আদর করলেন গালে আঙ্গুল বুলিয়ে। পকেট থেকে একটা ক্যাডবেরীর প্যাকেট বের করে মেয়েটিকে দিলেন, 'উঁহু একা নয়—দুজনে ভাল করে খাবে।' তারপর সোজা হয়ে উঠে গা ঝাড়া দিলেন। ঘাড় বেঁকিয়ে রাকেশকে ভিতরে আসতে বলে পাশের ঘরের দিকে এগোলেন রায়। রাকেশ দেখল ইজিচেয়ারে শোওয়া ওই ভদ্রলোকের দিকে রায় একবারও তাকালেন না, ঘরে যে আর একটা লোক আছে তা যেন গ্রাহ্যই করলেন না।

রাকেশ পাশের ঘরে এসে দেখল ছোট সাজানো ঘর একটা। মেঝেতে পুরু গালচে পাতা। নিচু-পা সোফাসেট রয়েছে একপাশে। ঘরে কেউ নেই। এক কোণায় একটা ডিভান।

'ওয়েল, তুমি এখানে বসো, আমি আসছি।' রায় ওপাশের আর একটা ঘরে চলে গেলেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো খানিক রাকেশ। কোথায় জল পড়ার শব্দ হচ্ছে, সেই সঙ্গে একটি মেয়েলি গলার গুনগুনানি। একটা কার ফ্ল্যাট? নিজের নয় অথচ নিজের—রায় বললেন। তাহলে এই সেই জায়গা—মিত্রদা বলেছিলেন রায় কেপ্ট রেখেছেন। স্বামীসন্তানসহ রক্ষিতা।

বিশ্রী লাগছিল রাকেশের। ও ঘরের চারপাশে তাকাল, আজ অবধি সে কোন রক্ষিতা মহিলাকে দেখেনি। বাজারের বেশ্যা দেখেছে ও এসপ্লানেডে—তাদের দেখলেই চেনা যায়—প্রবৃত্তি গুলিয়ে ওঠে। কিন্তু স্বামীসন্তানসহ রক্ষিতা—কে কেমন?

ঘরের এক কোণে তেপায়া টেবিলের ওপর রাখা চকচকে কালো টেলিফোনটার দিকে নজর পড়ল রাকেশের। টেলিফোন দেখলেই ওর নীরার কথা মনে পড়ে যায়। আজ অনেক খবর আছে নীরাকে দেবার। টেলিফোনটার কাছে এসে ওর মনে হল একবার রায়কে জিজ্ঞাসা করা উচিত ফোন করবে কি না। রায় নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না, কিন্তু রায়ের সামনে কি সহজ হয়ে নীরার সঙ্গে কথা বলা যাবে? রায় আসার আগেই চট করে ফোনটা সেরে নিলে কেমন হয়! রিসিভার তুলে দরজার দিকে তাকিয়ে ও ডায়েল করল। রায়ের পায়ের শব্দ পেলেই রিসিভার নামিয়ে রাখবে।

ওপাশে রিং হচ্ছে। খানিক পরে টেলিফোনে নীরাকে শুনতে পেল রাকেশ, 'হ্যালো?'

'আমি রাকেশ। কেমন আছ?'

'এই আর কি! তুমি?' নীরার গলাটা কেমন ধরা ধরা।

'আজ একটা ব্যাপার হয়েছে, জানো। আমি রেসে গিয়েছিলাম—আরে হ্যাঁ, রেস মানে ঘোড়ার মাঠ। তুমি রাগ করলে?'

ওপাশে হাসি শুনতে পেল রাকেশ, 'না না, তারপর কি হল বল?'

'জিতেছি, অনেক টাকা জিতেছি।' রাকেশ হাসল।

'তুমি হারবে না আমি জানি। তুমি হারতে পারো না।' নীরা কাশল।

'তোমার কাশি হয়েছে?'

'ওতো প্রায়ই হয়। এমন কিছু না। তারপর কি হল বলো?' নীরার প্রশ্নটা শুনতে শুনতে রাকেশ আর একটা পায়ের শব্দ পেল। চকিতে মুখটা তুলতেই ওর সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেল। শরীরের সব রক্ত যদি একসঙ্গে জমাট বেঁধে যায় তাহলে কেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগে? রাকেশ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওর ঠোঁট থর থর করে কাঁপছিল। দরজায় দাঁড়ানো সদ্য স্নান করা চেহারাটার দিকে তাকাতে পারছিল না ও। টেলিফোনে তখনও নীরার গলা প্রাণপণে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'হ্যালো, হ্যালো, রাকেশ কথা বলছ না কেন, হ্যালো, রাকেশ কথা বলছ না কেন? তোমার কি হয়েছে—হ্যালো।' পেছনে আরো পায়ের শব্দ এল। রায় আসছে বোধ হয়।

'আমি ফোনটা রাখছি', যেন নিজের সঙ্গে কথা বলে রাকেশ রিসিভার নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কানে তখনও নীরার গলা বাজছে, 'হ্যালো-হ্যালো'। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে তাকাল রাকেশ। দরজার ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মত রিয়া দাঁড়িয়ে, পেছনে রায়। কি বলবে এখন রাকেশ, রিয়াকে দেখে কি বলা যায়। রিয়ার ফ্ল্যাট এটা? রিয়া কোথায় থাকতো যেন, পার্ক সার্কাস না কোথায়!

ঘরে ঢুকল ওরা।

'দাঁড়িয়ে কেন, বসো হে।' রায় বললেন।

বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা টনটনানি, নাকি হিংসে পাক খাচ্ছিল রাকেশের। সেই রিয়া—চোখ বন্ধ করলেই চোখের পাতায় যার মুখের প্রতিটি রেখা এক সময় জ্বল জ্বল করত—সেই রিয়া। এখন শরীর ভরাট, দুধে-ভাতে থাকলে আর সবরকম সুখের ব্যবস্থা থাকলে মেয়েদের শরীর নাকি এরকম হয়। গলার ঐ ভাঁজ কিংবা কোমরের খোলা চকচকে চামড়ার ছোট্ট সাপের মত ঢেউ তখন রিয়ার ছিল না। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে তোলা ছবি দেখে আফসোস করেছিল কোমরে হাত দিয়ে 'আঃ দ্যাখো, আমার হিপটা কি বাজে।' এখন সমস্ত অভাব ঢেকে গেছে ওর, একটু যেন উপচে পড়ার দিকে।

রাকেশ দেখল রায়ের বুকের কাছটা ভিজে ভিজে। মাথার মধ্যে একশ চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেও এরকমটা হতো না রাকেশের। বাস্টার্ড। রায়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল রাকেশ।

'হ্যাঁ তোমার চাকরি যাবার গল্পটা এবার শুনবো। চুরিটুরি করোনি তো? ও হ্যাঁ, রিসোনা, এ হল রাকেশ, কি যেন টাইটেল—' দুটো আঙুল নেড়ে রায় ঘুরে দাঁড়ালেন।

'মিত্র।' রাকেশের মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'হ্যাঁ মিত্র, রেসকোর্সে আলাপ। দারুণ রেস খেলেন ভদ্রলোক, আমাকে কিছু টাকা জিতিয়ে দিয়েছেন, বিনিময়ে ওর একটা উপকার করব আমি। বসো রাকেশ।' রায় বললেন।

রাকেশ বসলো। ওর খুব কৌতূহল হচ্ছিল, রিয়ার জন্যে। রিসোনা! বাপ্‌সে। রাকেশ দেখল রিয়া ঘরের এক কোণে চলে গেল, ছোট্ট আলমারি থেকে একটা হুইস্কির বোতল আর গ্লাস বের করে নিয়ে এল সামনে, 'একবারে দেব না দুবারে?' গলাটা তেমনি আছে।

ঢক ঢক করে হুইস্কি ঢাললো রিয়া অনেকটা, তারপর আলমারির মাথায় রাখা জাগ থেকে জল ঢেলে মিশিয়ে রায়ের হাতে দিয়ে রাকেশের দিকে তাকাল 'আপনাকে কতটা দেব?'

জমে গেল রাকেশ। কোন রকমে বলল, 'আমি—আমি খাই না ওসব।'

'সে কি! রেসুড়েরা মদ খায় না এটা জানতাম না তো।' চোখের কোণায় রায়কে দেখে স্রাগ করল রিয়া ঘাড় নাচিয়ে। তারপর কোণায় ডিভানটায় গিয়ে বসল। বসে আধোশোয়া হল।

রেসুড়ে! রাকেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। আমি রেসুড়ে তো তুমি কি? রক্ষিতা? রক্ষিতা তো বেশ্যাই। খুব গুমর দেখানো হচ্ছে। ছি ছি ছি, লজ্জা বলে কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন পদার্থ নেই তোমার! অবশ্য কোনদিনই তা ছিল না। নইলে আমার সঙ্গে প্রেম করতে করতে টুক করে ঐ মেয়েকোলে করা লোকটাকে বিয়ে করতে পারতে না! কারণ, তোমার নাকি তখন বিয়ে না করলে কোন উপায় ছিল না। সত্যি বলতে কি আমি কথাটা শুনে একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। মেয়েরা এসব কথা বলে পেটে বাচ্চাকাচ্চা এলে। তা আমি তো তোমাকে ওয়াই এম সি এ-র কেবিনে রোজ একটা আধটা চুমু আর বুকে হাত বোলানো ছাড়া কিছুই করতে পারিনি। জামাকাপড় খুলে যে তোমার বুকটা দেখব সে সুযোগ কি ছাই আমি পেয়েছি। তাই বিয়ে না করলে কোন উপায় নেই—আমার সব শরীর গুটিয়ে গিয়েছিল। অবশ্যি ঠিক, তুমি আমাকে বিয়ে করতে বলেছিলে। কিন্তু তখন আমি পড়ি, টাকা রোজগারের কোন ধান্দাই আমার তখন ছিল না। আমি তখন তোমাকে সিকিউরিটি দিতে পারতাম না। কিন্তু কোনরকম বোঝাপড়া হবার আগেই দুম্ করে ঐ লোকটাকে বিয়ে করে বসলে। সত্যি বলতে কি, তখন আমার মনে হয়েছিল যে ঐ লোকটার সঙ্গেই তুমি কিছু নটঘট করেছিলে। একই সঙ্গে আমার সঙ্গে যাকে বলে অতীন্দ্রিয় প্রেম চালাচ্ছ আবার সুদে-আসলে ঐ লোকটার সঙ্গে সব উসুল করে নিচ্ছ। তখন মনে হত আমরা প্রেম করলাম আর সেই লোকটা ডিম খেল। লোকটাকে আমি কখনও দেখিনি—দেখার প্রবৃত্তিও হয়নি। ফলে আমি না বা হ্যাঁ কিছুই বলিনি আর তুমি কেটে পড়লে। আর তখন তোমার মায়ের কি হম্বি তম্বি। এক পয়সার মুরোদ নেই প্রেম করতে এসেছ—বাপ্স। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এখন, রিয়া, তুমি আমাকে ভাঁওতা দিয়েছ। স্রেফ ভড়কি। নয় বছর হয়ে গেল তোমার বিয়ে হয়েছে। অথচ তোমার দুটো বাচ্চা, বড়টার বয়স পাঁচের বেশী না। তাহলে? এসব আমি ভুলে যেতে পারি, বলতে কি ভুলেই গিয়েছিলাম, হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ত। কোন মেয়েকে যখন ছেলেবন্ধুর সঙ্গে ওয়াই এম সি এ-তে ঢুকতে দেখতাম মনে পড়ত, সরস্বতী পুজোর সন্ধ্যায় পানের পাতার মত মুখ কোন মেয়েকে দেখলে মনে পড়ত। আর তখন বুকটা কেমন ভার ভার লাগত। সেটাকে কষ্ট বলে নাকি? হয়তো। নীরা শুনে বলেছিল, তোমার এই প্রথম প্রেম তুমি ইচ্ছে করলেও ভুলতে পারবে না। প্রথম প্রেমে নাকি ব্যথা আসেই—অবশ্য সেই ব্যথা যখন স্মৃতিতে চলে যায় সেটাই এক ধরনের সুখ হয়ে যায়। সুখ সুখ সুখ—মারো গুলি। কিন্তু তুমি নিজে রক্ষিতা হয়ে (আমার ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল এতক্ষণ) আমাকে রেসুড়ে বললে কি করে? তুমি ম্যাক্সিমাম বলতে পারতে 'রেস খেলেন।' আসলে তোমার প্রবৃত্তিটাই এই রকম। তোমার মা শুনেছি তোমরা বড় হয়ে গেলেও প্রেম করেছেন। এই সেদিন এ ভদ্রলোকের কাঁধে মাথা রেখে গাড়িতে যেতে দেখলাম। তুমি আর কি তফাৎ হবে! তবে আমি স্বীকার করবো তখন আমি একটু ভুল করেছিলাম। ঐ যে পাশের ঘরের লোকটাকে নাকি শিখণ্ডীটাকে, কেউকেটা ভেবেছিলাম। কিন্তু ওটাকেই বিয়ে করলে কেন যদি গোলমাল না করে থাকো কিছু। নাকি খসিয়েছ-টসিয়েছ পরে।

আড়চোখে আর একবার তাকাল রাকেশ। একটা পা মেঝেতে আর একটা আলতো ভাঁজ করে ছোট্ট কুশনে রাখা, রিয়া আধশোয়া হয়ে ইংরিজি ম্যাগাজিন দেখছে। নাকি ন্যাকরাবাজি। পেটটা বেশ থলথলে। চর্বি শরীরের সব জায়গায়, ঊরু দুটো কি ভারী। মেয়েদের পিঠ চওড়া হলে ভাল লাগে, রিয়ার পিঠ দারুণ ভরাট, কাঁধটাধগুলো। পানের পাতার মত মুখের চামড়া টান টান আর রঙটা যেন খুলেছে আরো। রাকেশ দেখল রায় গেলাসের অর্ধেকটা মেরে দিয়েছেন, চোখ বোজা, বাঁ আঙুলের ফাঁকে একটা চুরুট জ্বলছে। বুকের ভেজা জায়গাটা এখনো শুকোয়নি, শালা, ভিতরে গিয়ে রক্ষিতার সঙ্গে কেলি করে এসেছেন, রাকেশ ভাবল। এখন ও কি করতে পারে? মেয়েছেলেটাকে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাপ্পড় মেরে চলে যাবে নাকি? মারো গুলি রায়ের সুপারিশ। কিন্তু সেটা কি বুদ্ধিমানের মত ব্যাপার হবে। রিয়া লিড নিয়েছে। স্পেস করুক। কদ্দুর যাবে, বেন্ট ঘুরলেই রাকেশ ওকে মারবে, উইনিং পোস্টের মুখ দেখতে দেবে না ওকে। আর এ শালা রায়, বুড়ো ঘোড়া, ফিফ্‌টি ইয়ারস ওল্ড, স্পিন্টার হতে পারে—স্টেয়ার কিছুতেই নয়। মনে মনে খুশী হল রাকেশ ব্যাপারটা এইভাবে ভেবে। সুহাসদা আজ পাখিপড়ার মত করে স্পিন্টার আর স্টেয়ার বুঝিয়েছে। ওল্ড হর্সের দম আর কতক্ষণ থাকবে!)

ইংরিজি ম্যাগাজিনটা সরিয়ে রিয়া আর একবার দেখল। রায় ড্রিংক করছে। ঐ দু পেগই স্ট্যান্ডার্ড। লোকটা ভদ্রলোক, কখনো বেলেল্লাপানা করে না মাল খেয়ে। মাল শব্দ রায়ই ওকে শিখিয়েছে। কেমন আদুরে আদুরে লাগে। মাল, মালু, মালু। রায় অনেক সময় আদর করতে করতে ওকে মালু বলে ডাকে। কিন্তু ঐ লোকটা উদয় হল কোত্থেকে? ও যে কখনো এখানে আসবে স্বপ্নেও ছিল না। সত্যি একটু লজ্জা লজ্জা লাগছে এখন। প্রেম-ট্রেমের কথা ভাবলেই যে ছাই ওকে মনে পড়ে যায়। আগের মতই আছে চেহারাটা তবে এখন পুরুষ পুরুষ গন্ধ এসেছে শরীরে। রেসের মাঠে ভিড়েছে শেষকালে। টাকা পয়সা কামাচ্ছে তাহলে, রায়কে যখন জিতিয়েছে নিজেও জিতেছে নিশ্চয়ই। বিয়ে-থা করেনি বলেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা ও কি জানে রায় আর আমার সম্পর্ক। রায় অবশ্যি বলবে না তবু আন্দাজ করছে নাকি! একটু আগে মুখটা কেমন বেঁকে গেল ওর? মুখ বাঁকাবে? কি অধিকার আছে ওর? মুরোদ নেই এক রাত্তি পা চাটতে এসেছে রায়ের চাকরির জন্যে, মরুক না বেকার হয়ে না খেয়ে। আবার রেস খেলতে যায়? রেসটা গরিব পা-চাটা বেকারদের খেলা নয়, ওটা রাজারাজড়ার খেলা, রায় খেলতে পারে, ইচ্ছে করলে আমি যেতে পারি, তুমি যাবে কি সুবাদে? রায়েরও বলিহারি, জিতিয়েছে জিতিয়েছে তাই বলে ধরে ডেকে আনতে হবে কেন? মুখটা আগে বেশ টাটকা টাটকা লাগতো, এখন দেখে দেখলেই মনে হয় বেশ ক্লান্ত। কিন্তু ও তো আমাকে তখন বিয়ে করতে পারতো যখন ইচ্ছে চাকরি পেয়ে আমাকে নিয়ে সংসার করতে পারতো। আসলে ক্ষ্যামতা জিনিষটা থাকলে তো। ছয় মাস ধরে কেউ শুধু চুমু খেয়ে কাটিয়ে যেতে পারে ভাবতেই বুকে ধুক করে উঠল। প্রথমদিন চুমু খেয়ে মুখ-চোখ কেমন হয়ে গিয়েছিল, বাড়িতে ফিরে চেহারা দেখে মা এই ধরে ফেলে আর কি। ঐ যে বাইরে বসা লোকটা আর একটা গাড়ল, কুকুরের মত পায়ে পায়ে ঘুরতো তখন। ওকে বলিনি লোকটার কথা। আসলে লোকটাকে তখন পাত্তাই দিতাম না। বাড়িতে আসতো লোকটা। একদিন দুপুরে দেখি সিঁড়ির তলায় মা ওর সঙ্গে ফিস ফিস করে কি বলছে আর হাসছে। মাথায় আগুন জ্বলে গেল। মায়ের স্বভাব তো জানতাম। বাবা বেঁচে থাকতে ছেলেবন্ধুদের বাড়িতে আনতেন না। মরার পর মা পাখা মেললেন। ছুটলাম তোমার কাছে। তুমি সেদিন নেকু হয়েছিলে, কথাটা শুনে মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল যেন। যেন আমি পেট কাঁরিয়ে তোমাকে বলছি দায়িত্ব নিতে। রাগে গা-ভর্তি ঘেন্না হল। এই পুরুষমানুষটাকে আমি ভালবাসি! ছি! তবু সাতদিন তোমায় সময় দিয়েছি। আর চুমুই খেতে না, বুকে হাত দূরের কথা। ওয়াই এম সি-তে গিয়ে ভূতের মত বসে থাকতে। শেষে একদিন আমাকে দু ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রেখে এলে না। বাড়িতে ফিরে মাকে সোজা বললাম, ঐ লোকটাকে আমি বিয়ে করব। মা অবাক হয়ে বলল, 'তুই সুখী হবি না।' বললাম, জানি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মা বলল, 'একদিকে ভালই, জীবনটাকে নেড়ে-চেড়ে দেখতে পারবি।' খবরটা শুনে লোকটা ক্যাঙারুর মত ছুটে এল। সাতশো টাকা মাইনে পায়। বুঝলে, তোমার চেয়ে বেশী। কোন দায়দায়িত্ব নেই। আনন্দের চোটে লোকটা কেঁদেই ফেলল। আর বিয়ের রাত্রে পায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরে বলল ও নাকি অনেক অন্যায় করেছে, মায়ের হাত ওর দিকে এগোতে দিচ্ছিল। ঠাস করে চড় মেরেছিলাম ওকে। সহ্য হয়নি একদম। কিন্তু সাপের মাথায় ধুলো পড়া দিলে যা হয়—চুপ মেরে গিয়েছিল লোকটা। দু তিনদিন কাটলে বুঝলাম লোকটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দেওয়া উচিত। বিবেকানন্দ ছাড়া কোন পুরুষমানুষের ষোল সতের বছর বয়সে ব্রণ হয় না বল, ওর নাকি তিন ঘন্টা বাথরুমে থেকেও কপালে ঘাম জমতো না। রোজ রাত্রে প্রাণপণ চেষ্টা করতাম ওকে পুরুষ করতে আর ও শেষ পর্যন্ত ভেউ ভেউ করে কাঁদতো। তিনটে বছর এভাবে কেটেছে। ফেলে দিইনি ওকে, মা বলতো জীবনটাকে নেড়েচেড়ে দ্যাখ। আর তা দেখতে হলে ওর মত একজনকে দরকার ছিল। আর তারপর এই রায়ের সঙ্গে যখন আলাপ হল, রায় যখন এই পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটটা আমার নামে লিখে দিল ও খুব খুশী হল। আমি ওকে দুটো বাচ্চা দিলাম, ও তাদের সঙ্গে খেলা করে। বাচ্চা খুব ভালবাসে ও। আর রায়কে দ্যাখ, কে বলবে এই বয়স—কে বলবে। আর বলারই বা কি আছে, বলার মত মুখই বা আছে কার? তোমার? লজ্জা করে না? আমি এখন সুখী, আমার টাকা আছে, সন্তান আছে, প্রেমিক আছে এবং একজন স্বামী আছে। আর কি চাই। অমন করে দেখছ কেন? কি দাম আছে একজন প্রেমিকের যে লেজ-গুটিয়ে পালিয়েছে দায়িত্ব নেবার ভয়ে। ছি ছি ছি—কি ঘেন্না।)

রিয়া উঠল। আড়মোড়া ভাঙ্গলো। তারপর রায়কে বলল, 'আমি একটু বেরুবো যে—তোমার কথা বল।'

শেষ হওয়া গ্লাসটা নামিয়ে রায় ঠোঁট মুছলেন, 'এখন আবার কোথায়?'

'বাঃ, ওষুধের দোকান বন্ধ হয়ে যাবে না?' চোখের কোণায় হাসল রিয়া।

'ওষুধ, কার কি হল?' রায় চোখ মেললেন।

'কার আবার কি হবে! আমার সারা মাসের ওষুধ।' রাকেশের দিকে ফেরানো মুখের একটা পাশ বেঁকিয়ে বেরিয়ে গেল রিয়া।

এর চেয়ে কেউ যদি ওকে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা চাবুক দিয়ে আচ্ছা করে ঘা কষাতো এতটা খারাপ লাগত না। এ সেই রিয়া যে 'আমি তোমায় ভালবাসি' লেখা কাগজে ঢিল বেঁধে ওদের ক্লাসরুমের ঘরে ছুঁড়ে দিত নিজের ছাদ থেকে! মেয়েরা কি দ্রুত পালটে যায়, নিজেকে কি সহজে অন্যরকম করে ফেলতে পারে। যখন যেমন তখন তেমন। কোথায় যেন পড়েছিল, বাংলা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত লেখক রমণরত অবস্থায় মৃত্যুচিন্তা করেন—তাতে নাকি অনুপ্রেরণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর মেয়েরা বোধহয় সেসময় আর একজন পুরুষকে চিমটি কাটার চিন্তা স্বচ্ছন্দে করে যেতে পারে। রিয়ার মত মেয়েরা। কিন্তু এত বিশ্রী লাগছে, এত তেতো লাগছে!

'তুমি কদ্দুর পড়েছ?' রায় কথা শুরু করলেন।

দরজার দিকে পাথরের মত মুখ করে বসেছিল রাকেশ, এবার হেলান দিয়ে বসল। রায়ের চোখ দেখে কে বলবে মদ খেয়েছে লোকটা। বলবে না বলবে না করেও সত্যি কথাটা বলে ফেলল ও, 'এম-এ। তবে বাংলায়। বি এ-ই বলতে পারেন।'

'কদ্দিন চাকরি করছ?' মুঠোয় করে চুরুট ধরে আলতো ধোঁয়া ছাড়লেন রায়।

'বেশী দিন না। আসলে আমার পুলিশ ভেরিফিকেশন নিশ্চয়ই কারেক্ট হয়নি। আমি কোনকালেই পার্টি করতাম না। বিশ্বাস করুন, আমি কেন, আমার বাবাও করেননি কখনো—এই চাকরিটা আমার দরকার, আপনি দেখুন।' রাকেশ মুখ নামাল।

রায় কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, 'তুমি কি রেগুলার রেস গোয়ার?'

প্রবল ঘাড় নাড়ল রাকেশ, 'না-না, আজই প্রথম গেলাম। টাকা কোথায় যে রেসে যাবো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়ের ওপর পা তুলে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিলেন রায়, 'খুব খারাপ লাগে বুঝলে হে, তোমার মত ছেলেরা যখন সামান্য এই চাকরিটা আঁকড়ে থাকতে চাও। এর প্রসপেক্ট কি? নাথিং। এই টাকায় তুমি বিয়ে অবধি কোনকালে করতে পারবে না, তা ভাবো? সি মি—আমি প্রায় হাজার আড়াই পাই—কিন্তু আমার আদার সোর্স আছে—আই ক্যান অ্যাফোর্ড টু অর থ্রি ফ্যামিলিস লাইক দিস। তুমি তো তা কোনকালেই পারবে না, বেটার হ্যাভ এ ট্রাই ইন বিজনেশ। এনি সর্টস—গ্যাম্বলিং—ইউ মে টেক ইট অ্যাজ এ বিজনেশ। আজ কত রোজগার হল বল—ইউ আর্ন দিস মানি এভরি উইক, তোমার চাকরির দরকার হবে না। যাক সুহাস যখন বলেছে আই উইল ট্রাই ফর ইউ—দেখতে হবে কি রিপোর্ট দিয়েছে—আমি কাল সকালে ওদের সঙ্গে কথা বলবো।' রায় থামলেন। মনে মনে খুশী হল রাকেশ—হয়ে যাক মা, একবার হয়ে যাক তারপর দেখা যাবে। 'তুমি কাল সকাল দশটায় মেট্রোর সামনে এসো।'

'আমি তাহলে—।' উঠে দাঁড়াল রাকেশ। কাল সকাল দশটা—আঃ।

'আচ্ছা, কালকে আসছ তো? আসছ, তাহলে এক কাজ করো, এই বইটা নিয়ে যাও। তোমার যে কি সব ইনটুইসান না কি ছাই আছে সেসব দিয়ে দুটো ঘোড়া বাছাই করে নাম্বারটায় গোল দাগ দিয়ে রাখবে। আমি ঠিক সময়ে মাঠে যাব। বেশী লোককে বলার দরকার নেই। যাও।' রায় উঠে দাঁড়ালেন। রাকেশ বসার ঘরের দরজার দিকে এগোতেই আবার রায় ওকে ডাকলেন, 'রাকেশ।'

মুখ ঘোরাল ও, 'বলুন।'

ছোট রেসবুকটা হাতে ধরিয়ে দিলেন রায়। একটু যেন ইতস্তত করলেন, বলবেন কি না ভাবলেন যেন, তারপর কয়েকটা পা ফেলে রাকেশের পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'ইয়ে মানে তোমার সঙ্গে রেসকোর্সের বারে একজনকে কথা বলতে দেখলাম—হোয়াটস হার প্রাইস! অ্যাভেলেব্‌ল?' ফিস ফিস করে বললেন রায়।

চমকে উঠল রাকেশ। শালা। ঘুষি মারবে নাকি শুভ্রাটাকে।

'ইউজুয়ালী আমি অ্যাংলো মেয়ের করি না—বাট সাম হাউ এই মেয়েটি ডিফারেন্ট। কাল রেসকোর্সে যদি আসে মেয়েটি তাহলে আলাপ করিয়ে দিও। আর হ্যাঁ সুহাসকে বলো এ এসব।—ইট্‌স বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি। তোমার চাকরিটা আমি দেখব। ওয়েল, গুড নাইট।' বাঁ হাতের কনুইটা ভাঁজ করে আঙ্গুলগুলো নাড়লেন রায়। রাকেশ দেখল রায়ের ভেজা জায়গাটা শুকিয়ে গেছে কখন।

বাইরের ঘরটা একদম ফাঁকা। বাচ্চা দুটো নেই, কোণার ইজিচেয়ার খালি। দরজা খুলে বাইরের প্যাসেজে দাঁড়াতেই রায় দরজা বন্ধ করে দিলেন। সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে এল রাকেশ। এই রাস্তাটার নাম কি? এই অঞ্চলটাকে ও জানে সাহেবপাড়া হিসেবে—মোটামুটি অচেনা। ঘড়ি দেখল ও—প্রায় আটটা বাজে। কাল জিনার সঙ্গে রায়কে আলাপ করিয়ে দিতে হবে। জিনা—না খুব একটা বুকের মধ্যে হিংসে-টিংসে হচ্ছে না। জিনা ট্যাকসির মত, পকেটে টাকা থাকলে মিটার ডাউন করে উঠে বসা যায়। আই নেভার স্টে উইদ স্ট্রেঞ্জার্স। তাহলে জিনাকে বলা যায় লাক্সারী ট্যাকসি—সবার জন্য নয়। কিন্তু তবু জিনা রাকেশের আবিষ্কার, ওর সঙ্গেই কথাবার্তা হয়েছে, কিন্তু তাকেই ছেড়ে দিতে হবে রায়ের হাতে—এক এক করে সবই ছেড়ে যেতে হয়।

কিছুদূর পার্ক স্ট্রীটের দিকটায় হাঁটতেই ওদের দেখতে পেল রাকেশ। রিয়া আসছে, হাঁটার ভঙ্গীতে দুলু দুলু ভাব, সামনে ছোটটাকে কোলে নিয়ে সেই মেয়েটা, ঝিই বোধহয় হবে, বড়টা আলুভাতে লোকটার হাত ধরে পেছনে পেছনে। একদম সুখী পরিবার মার্কা ছবি। স্বামী সন্তানসহ সান্ধ্য ভ্রমণ সেরে আসছেন উনি। কি করা যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন, চিনবে না ভান করে চলে যাবে!

মুখোমুখি হতেই রাকেশ শুনতে পেল রিয়ার গলা, 'এই যে রাকেশ।' মুখ তুলতেই রাকেশ দেখল রিয়া ওর স্বামীকে কথাটা বলতেই ভদ্রলোক দাঁত বের করে হাসলেন, 'ও তাই নাকি, চলে যাচ্ছেন বুঝি।' কথাটা তাকেই বলা।

দাঁড়াল রাকেশ, লোকটার জন্য কেমন মায়া হল ওর, 'হ্যাঁ।'

বড় মেয়েটার একটা হাত মুঠোয় নিয়ে লোকটা কাছে এল, 'আপনার কথা খুব শুনেছি এককালে। আপনি তো ওকে খুব ভালবাসতেন।'

হাঁ হয়ে গেল রাকেশ। পাগল নাকি লোকটা, এ ভাবে কেউ বলতে পারে, নাকি আমাকে ওর সঙ্গী ভাবছে! কথা বলতে হয়, ভদ্রলোককেই বলল, 'বেড়ানো হয়ে গেল!'

মাথা নাড়লেন উনি, 'এই বাচ্চাগুলো—সন্ধ্যে হলে একবার বেরুনো চাই। সারাদিন বাড়িতে বসে থাকে। তা আপনি চলে যাচ্ছেন, এক কাপ চাও খেলেন না।' সত্যিকারের আফশোসের সুর ভদ্রলোকের গলায়।

রাকেশ দেখল রিয়া কিছুই জানি না এমন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। ছোট মেয়েটাকে নিয়ে ঝি এগিয়ে গিয়েছিল, বড়টা বাবার (সত্যি নাকি) হাত ধরে টানতে লাগল। ভদ্রলোক বললেন, 'আবার আসবেন কিন্তু, ও আপনার কথা প্রায়ই বলত—তাই না!'

'তুমি এগোও।' থমথমে গলা শুনে ভদ্রলোক একবার রিয়ার দিকে তাকালেন তারপর মেয়ের হাত ধরে হাঁটতে লাগলেন।

পার্ক স্ট্রীটের আলোগুলো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। এই রাস্তায় দোকানপাট নেই, লোকজন কম। রাত্তির হচ্ছে বোঝা যায়। দু একটা রিকশা ঠুন ঠুন করছে এপাশে ওপাশে। দু একজন যারা এখন হাঁটছে চকচকে চোখে রিয়ার শরীর দেখে যাচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে রিয়া দাঁড়িয়ে, রাকেশ দেখল। কোথান থেকে কথা শুরু করা যায়, কিভাবে কথা বলা যায় রাকেশ বুঝতে পারছিল না। এই সমস্ত সন্ধ্যে থেকে জমে ওঠা অসন্তোষ এখন এই মুহূর্তে কি করে যেন একটা আবেগের তলায় মুখ লুকিয়েছে—রাকেশ টের পাচ্ছিল। এই সবে-রাত-হওয়া রাস্তায় দাঁড়ানো রিয়াকে কেমন রহস্যময় লাগছে যার অনেকটাই ওর অচেনা। কিন্তু ওর নাকের পাটা, চিবুকের আদল আর দাঁড়ানোর ভঙ্গী বুকের মধ্যে সপাৎ সপাৎ চাবুক মারে।

ক্রমশ অস্বস্তি শুরু হল রাকেশের। পাথরের মূর্তির মত দুজনে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে—দৃশ্যটা আশেপাশের রিকশাওয়ালাগুলোকে টানছে। একজন তো তার হাতের ঘন্টি বাজিয়ে ফুটপাত ঘেঁষে রিকশা নিয়ে দাঁড়াল, 'চলিয়ে সাব।' কথাটার মধ্যে এমন একটা ইঙ্গিত যে রিয়া ঘুরে দাঁড়াল ওর দিকে। কথা খুঁজতে রাকেশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'শুনলাম, তোমার মার কাছে শুনলাম, তুমি নাকি ভাল নেই!'

দুটো ভুরু টানটান করে মুখটা ওপরের দিকে তুলে বলল রিয়া, 'তাই নাকি!' আর সেই সময় ধারালো করাতের মত একটা চিৎকার এসে ওদের ওপর আছড়ে পড়ল, 'মা!' ওরা দেখল বাচ্চা দুটোকে নিয়ে ওদের বাবা আর ঝি অনেকটা দূরে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে। ওখান থেকে ওদের বাঁ দিকে ঘুরতে হবে—ঘুরলে আর দেখা যাবে না। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে ভদ্রলোক বোঝাবার চেষ্টা করছেন কিন্তু ছোটটা সমস্ত শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে ঝি-এর কোল থেকে নেমে পড়তে চাইছে আর প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে 'মা কোথায়—মা কোথায়—মার কাছে যাব।'

বোতাম টিপলে এত দ্রুত বোধহয় আলো জ্বলে ওঠে না—রিয়া হাঁটতে শুরু করল। যাবার আগে কি একবার কিছু বলল? নইলে ওভাবে ঘাড়টা বেঁকিয়েছিল কেন—রাকেশ ঠিক বুঝতে পারল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও দেখল রিয়ার শরীর দ্রুত এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবধান পেরিয়ে গেল আর তারপর ওদের দেখা গেল না, ওরা বাঁ দিকের পথ ধরেছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল রাকেশ। কেমন একটা শূন্যবোধ চারপাশে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। কি বিচ্ছিরি সব। ও হঠাৎ এত ইমোশ্যনাল হয়ে গেল কি করে? বিশেষ করে রিয়ার জন্যে—এই সন্ধ্যেয় দেখা রিয়ার জন্যে—যে রিয়ার হাতের ব্যাগে সারা মাসের ওষুধ আছে সদ্য কেনা—সেই রিয়ার জন্যে!

হাঁটতে লাগল রাকেশ। পার্ক স্ট্রীট ধরে এলোমেলো। আশেপাশে হাজার হাজার রিকশার ঘন্টা বেজে চলেছে—শব্দ দিয়ে মানুষ ডাকছে ওরা। রিয়ার কাছে কি ও এখন স্ট্রেনজার্স—একদম অপরিচিত। নেভার স্টে উইদ স্ট্রেনজার্স—ধক করে উঠল কি একটা মাথার মধ্যে। ঘড়ি দেখল রাকেশ, আটটা বেজে গেছে। যেন কিছু ভুলে গিয়েছিল আর হঠাৎই তা মনে পড়ে গেছে, এই রকম ভংগীতে ও সংগী রিকশাওয়ালাকে ডাকল, 'চলো।' বলে এক লাফে রিকশায় উঠে বসল। আঃ কি আরাম। ছুটন্ত রিকশায় বসে পেছনে হেলান দিয়ে দুটো হাতলে হাত রাখল ও। শন শন করে হাওয়া এসে লাগছে মুখে, দুপাশের বার-রেস্টুরেন্টগুলোর নিয়ন আলো সপাসপ সরে যাচ্ছে, নিজেকে হঠাৎ আজকের সেই জকির মত মনে হল ওর যে বেন্ট ঘোরার পর প্রাণপণে চাবুক মারছিল ঘোড়াটাকে উইনিং পোস্ট দেখার জন্যে। আরো জোরে আরো জোরে—সুইট কিস—সুইট কিস—মুখে বলল রাকেশ, 'জলদি চলো ভাই।'

পার্ক স্ট্রীট ধরে বেশ কিছুটা যাবার পর ও রিকশা থামতে বলল। আকাশছোঁয়া বাঁ দিকের বাড়িটার গায়ে অপ্সরা অ্যাপার্টমেন্টের নেমপ্লেট দেখতে পেয়েছিল। রিকশা-ওয়ালাকে ছেড়ে একটু আড়ষ্ট পায়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল রাকেশ। ঝড়ো কাকের মত দেখাচ্ছে এখন। হিপ পকেট থেকে চিরুনি বের করে ঝপাঝপ কয়েকটা কোপ মারল চুলে। এমনিতেই রাকেশের চুল কাপানো এবং কোঁকড়ার ধাত। টিপটপ আঁচড়ে নিয়ে রুমালে মুখ মুছতেই পুরো ময়লা উঠে এল। একটু জল পেলে হতো। পায়ের জুতোয় পুরু ধুলো, রেসকোর্সের ধুলো—রুমালে মুছতে কেমন খারাপ লাগল এখন। একটা শ্যু-সাইন বয় পেলে হতো। ওদের কাউকে রাকেশ আশেপাশে দেখতে পেল না। যাক্, রাত্তিরবেলায় জুতোর দিকে আর কে তাকাবে। পকেট থেকে একটা একশ টাকার নোট বের করে সিগারেট কিনলো রাকেশ। ডানহিল। এসব সিগারেট কেনাবেচা বেআইনী কিন্তু পার্ক স্ট্রীটের দোকানগুলোতে লুকিয়ে চুরিয়ে পাওয়া যায়, অনেকদিনের সখ ছিল ওর ডানহিলের আস্ত একটা প্যাকেট কেনবার, আজ কিনে ফেলল। নিজেকে বেশ দামী দামী লাগছে এখন। প্যাকেটটা দেখল ও, মেড ইন হংকং। সাবাস। যেন একটা আলাদা বাতাস এসে লাগলো গায়ে—হংকং—লস এঞ্জেলস্—বেইরুট।

সাদা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াতেই মনে হল বাড়িটা ঘুমিয়ে আছে। বাইরে থেকে কোন আলো দেখা যাচ্ছে না, শুধু নীচে দু একটা দারোয়ান গোছের লোক এপাশ ওপাশ ঘুরছে। ডানহিলের প্যাকেটটা খুলে সিগারেট ধরাতে গিয়ে রাকেশের মনে হল ওর ক্ষিদে পেয়েছে, সেই সকাল থেকে কিছু পেটে পড়েনি, এমনকি চা-ও না। কিছু খেয়ে নেবে আগে? এখানে কি পাঞ্জাবী দোকান আছে আশেপাশে? হেসে ফেলল রাকেশ, এখন তো ওর পকেটে অনেক টাকা, ইচ্ছে করলেই যে কোন খাবার খেতে পারে ও, তবু যে কেন তড়কার কথা মনে পড়ে। আসলে অভ্যাসই সব। অভ্যাস বলে নীরার সংগে কথা না বললে বুক ফেটে যায়, অভ্যাস বলে রিয়ার স্মৃতিটা বুকের মধ্যে এমন কামড়া-কামড়ি করে। ঝেড়ে ফেলে দিলেই সব চুকে যায়। কিন্তু চাইলেই যদি ঝেড়ে ফেলা যেত—খাবারের কুচির মত দাঁতের ফাঁকে সুড়ুৎ করে ঢুকে যায় কখন। নীরাকে আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোন করা দরকার। বেচারা নিশ্চয়ই অবাক হয়েছে। কানের ভিতর বাজছে এখনো, রাকেশ তোমার কি হয়েছে? রাকেশ রাকেশ—কি হয়েছে?

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রাকেশ মৃদু বাজনা শুনতে পেল। দুটো অ্যাংলো বাচ্চা বিয়ারের বোতল নিয়ে পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল। ওপাশে কে যেন প্যাট বুনের গলা নকল করে চেঁচাচ্ছে। বাড়ির ভিতরে না এলে বোঝাই যায় না লোক আছে। তেতলায় এসে থামল ও। এতক্ষণ কেউ ওকে কোন প্রশ্ন করেনি, প্রশ্ন করার মত কাউকে দ্যাখেনি অবশ্য। তিন দিকে তিনটে ফ্ল্যাটের দরজা, ভেতর থেকে বন্ধ। ফ্ল্যাট নাম্বার এইট কোনটা? বোঝা যাচ্ছে না, কোন দরজায় কোন নাম্বার নেই। ইতস্তত করছিল ও, কোন দরজায় টোকা দেবে, এমন সময় একটা দরজা খুলে গেল। রাকেশ দেখল একটি মেয়ে বেরুচ্ছে, বছর দশেকের, বেরিয়ে রাকেশকে দেখে থমকে দাঁড়াল। অ্যাংলো মেয়ে, মিষ্টি দেখতে।

হাসল রাকেশ, 'ইউ স্টে হেয়ার।'

'লাইক টু সি জিনা—হুইচ ইজ নাম্বার এইট?'

রাকেশ দেখল পলকেই মুখটা বেঁকে গেল ওর, অত সুন্দর মুখ যে অমন বিচ্ছিরি ভঙ্গী আনতে পারে ভাবাই যায় না। বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা দরজা দেখিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল মেয়েটা। মেয়েটা কি জিনাকে ঘেন্না করে—নাকি রাগ। ঐটুকুনি মেয়ের সঙ্গে জিনার কিই বা হতে পারে।

দরজার পাশেই কলিংবেল। ছোট্ট করে দুবার চাপল ও। একটু পরেই পায়ের শব্দ, দরজা খুলে গেল। জিনা দাঁড়িয়ে। চমকে গেল রাকেশ। রেসকোর্সের জিনার সঙ্গে এ জিনার তফাৎ এতটা—রাস্তায় দেখলে চিনতে পারত না ও। টাইট কালো সর্টস, তার দুই ইঞ্চি ওপর থেকে টাইট কালো গেঞ্জি—খোলা ফাঁপানো চুল—আর এক ঝাঁশ ইন্টিমেট পারফিউম—আঃ বুকের সব নিশ্বাস হুড়হুড় বলতে ইচ্ছে করে—আঃ। উম্‌ম্‌।

চকচকে সাজানো দাঁত একটু দেখিয়ে জিনা বলল, 'কাম ইন প্লিস, আসুন।' আর একবার অবাক হল রাকেশ, 'আরে ইউ নো বেঙ্গলী—বাঃ।'

'লিট্‌ল বিট, অল্প অল্প। ভরেটাতে আমার দু-একজন বাঙ্গালী বন্ধু ছিল।' দরজা বন্ধ করতে করতে বলল জিনা। ভেতরে ঢুকলো রাকেশ, জিনা এখন ওর পাশে দাঁড়িয়ে, প্রায় কান বরাবর ওর মাথা। কালো গেঞ্জির তলায় সাদা চামড়ার জেল্লা বেড়ে গেছে অনেকখানি। বুক দুটো (মেয়েদের কেন দুটো বুক বলে? যখন বলে বুক ফেটে যায় তখন একটা বুক ঠিক থাকে অন্যটা কাঁদে?) ওর নাভিকে নিজের চোখের আড়ালে রেখেছে। যে কোন বাঙ্গালী মেয়ে হিংসে করবে। দ্যাখো আমার হিপ্‌টা কি বাজে—রিয়া এককালে বলেছিল। ফাজলামি করেছিল রাকেশ, 'বুক?' 'যা অসভ্য বদমাস কোথাকার।' লজ্জায় গলে যেতে যেতে আড়চোখে নিজের তখনকার ছোট বুকের দিকে তাকিয়েছিল রিয়া।

'বসুন।' বাংলা বলছে জিনা, শব্দগুলোর ওপর জোর দিয়ে। শুনতে মজা লাগছিল ওর। ঘরটা বড়, মাঝখানে পর্দার পার্টিশন। এপাশে সোফা সেট, একটা ছোট টুলের ওপর রেকর্ড প্লেয়ার, একগাদা ফিল্ম ম্যাগাজিন, ছোট ফ্রিজ একটা আর দেওয়াল জোড়া জেসাস ক্রাইস্টের ছবি। পর্দার ওপাশটা দেখতে পেল না রাকেশ। সোফায় বসল ও। বসে বলল, 'আঃ।'

'খুব টায়ার্ড লাগছে, না?' জিনা উল্টো দিকে এসে বসল।

'না, ঠিক আছে, আর ইউ অ্যালোন, আর কাউকে দেখছি না।' রাকেশ জিজ্ঞাসা করল। চোখের কোণায় হাসল জিনা, 'অ্যালোন না, তুমি আছ!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠে দাঁড়াল জিনা। পেছনে রাখা রেকর্ড প্লেয়ারের ওপর একটা রেকর্ড চাপাল, 'কত জিতলে আজ!'

পিয়ানো-অ্যাকোর্ডিয়ানে দ্রুত একটা সুর উঠল; রাকেশ বলল, 'অল্প কিছু।'

'যাঃ, হতেই পারে না। ইউ গেভ আস সো হাইপ্রাইসড হর্স—ইউ মাস্ট মেড মানি। ঠিক আছে বাবা, আই অ্যাম নট গোয়িং টু সার্চ য়ু।'

সরে এল ও, 'ডু ওয়ান থিং, বাথরুমে জল সাবান আছে, ঘুরে এসো, আমার ক্ষিদে পেয়ে গেছে।'

অবাক হচ্ছিল রাকেশ। জিনার ভাবটা এমন ও যেন অনেকদিন ধরে এখানে আছে স্বামী-স্ত্রীর মতন। কিন্তু একটু জল দরকার—তাছাড়া তলপেটে ঈষৎ চাপ বোধ হচ্ছে। রাকেশকে উঠতে দেখে জিনা পর্দা সরাল। পর্দার ওপাশে ঘরের বাকিটা, একটা ডবল-বেড খাট, ড্রেসিং টেবিল, ব্যস, আর কিছু নেই। ঘরের একদিকে দরজা। সেটা দিয়ে ও বাথরুমে ঢুকলো। দরজা ভেজিয়ে ওর বাথটবে চোখ পড়তেই মনে হল স্নান করলে কেমন লাগবে? দেওয়ালের ছোট্ট র‍্যাকে অনেকরকম স্প্রে—সাবান—। রাকেশ জামা কাপড় খুলে আয়নার সামনে দাঁড়াল। এমনিতে ওর চেহারা খুব মাস্‌ল-ফোলানো না, কিন্তু চওড়া বুক আর পুরু থাই-এর জন্যে নিজেকেই ওর ভাল লাগে। বাথটবে শুয়ে পড়ল ও। শুয়েই দেখল কোণার দিকে একটা প্যাকেট। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল,—এখন থেকে মাসের তিরিশ দিনই আপনার—না খোলা হয়নি এখনো, তার মানে জিনা এখন সুস্থ। বাথটবটায় ওকে বেশ ধরে গেছে—একটু শীত শীত লাগছে, কিন্তু আরাম একেই বলে। ভাল করে সাবান ঘষে পরিষ্কার শরীরটায় ইন্টিমেট স্প্রে করল রাকেশ। করে নাও হে, বারোয়ারী বাড়ির ভাড়াটে-চাকরি-যাওয়া রাকেশকে পেছন থেকে যেন একটা কিক্ করল ও। বাথটবের জলটা ছেড়ে দিতেই হুড়মুড় করে শব্দ উঠল পাইপে। জল নেমে যাচ্ছে—কি সহজেই সবকিছু নেমে যায়।

জামাকাপড় পরে বাইরে এল রাকেশ, দারুণ ফ্রেশ লাগছে এখন। শোয়ার ঘরের পর্দা সরিয়ে দেখল টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে দুটো প্লেটে। স্যান্ডউইচ আর চিকেন রোস্ট। ফ্রিজ থেকে দুটো বিয়ারের বোতল বের করে নিয়ে জিনা সোফায় বসল। বসে একটা পা সামনের সোফায় তুলে দিয়ে দুটো হাত সাপের মতন সোফার হাতলে ছড়িয়ে দিল। বুকের মধ্যে একশ বুনো শুয়োর ডাকছে, উম্‌ম্। শরীরের সব রক্ত যেন ইমার্জেন্সি বেল শুনে মুখের চৌহদ্দিতে জমা হয়েছে এখন। রাকেশ তাকিয়ে দেখল জিনার ছোট কালো সর্টসের চাপে উরুর সাদা মাংস কেমন ফুলে উঠেছে। সিল্কি সিল্কি প্লেজ দিচ্ছে দুটো উরুতে। কোন যুবতী মহিলার নগ্ন উরু এই প্রথম দেখল রাকেশ। ঈশ্বর, ওখানে রোদ পড়ে না কেন?

'হ্যালো—লুক্‌স নাইস। ফিল্মে নামো না কেন?' মাথা হেলিয়ে হাসল জিনা।

এই একটা ব্যাপার। রাকেশের খুব গোপন দুর্বল জায়গা। সেই মফস্বলে থাকতে ও যখন কোলকাতার গল্প শুনতো, তখন মনে হতো কোলকাতার পথে ফিল্ম স্টাররা সব সময় ঘুরে বেড়ায়। সুন্দর চেহারার ছেলে দেখলেই সত্যজিৎ রায়রা এসে বলেন, আমার সঙ্গে কাল দেখা করুন। আর তাই কোলকাতায় এসে প্রথম প্রথম রাস্তায় বেরিয়েই ও ভাবত কেউ আসবে, এসে বলবে। ফিল্মে নামবার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল তখন। মফস্বলের সব ছেলেই হয়তো ভাবে—এইরকম ভাবে।

টেবিলে বসল ও। বিয়ার ঢালল জিনা। ফেনা উঠে ফুলের মত উঁচু হয়ে রইল। জিনার একটা পা রাকেশের গায়ে লাগছে। কোন প্রতিক্রিয়া নেই ওর। হ্যাভ এ স্পোর্টস—খেলা কর রাকেশ। মনে মনে বলল ও। হাতে গ্লাস নিয়ে দোলাল জিনা, 'চিয়ারিও!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর মুখ উঁচু করে ঢক ঢক করে পুরোটা খেয়ে নিল। এক টানে। বিয়ার নামছে গলা দিয়ে—চাপা বাতাসে বুক সোজা হয়ে আছে, রাকেশ নিজের গ্লাস তুলল।

ওপাশের প্লেয়ারে বাজনা বাজছে। খিদে পেয়েছিল রাকেশের। একরকম কথা না বলে ওরা খেয়ে নিল। জিনার হাঁটু, হাঁটুর তলার নির্লোম পায়ের মাংসল গোছা—রাকেশের লোভ হচ্ছিল হাত দেবার। চিকেন রোস্ট চিবোতে চিবোতে বাঁ হাতটা ও জিনার পায়ের গোছে আলতো করে রাখতেই যেন মুচড়ে উঠল জিনা—'ওঅ্।'

উম্‌ম্। রাকেশ দেখল জিনার পা কি ঠাণ্ডা—নিজের গরম হাত নিজেই আবিষ্কার করল ও। আঙ্গুল দিয়ে হার্মোনিয়ামের রিড বাজাবার মত ও জিনার পায়ে খেলা করতে করতে খেয়ে নিল।

ডিসগুলো সরিয়ে নিয়ে ভিতরে চলে গেল জিনা। রুমালে মুখ মুছে এবার একটা ডানহিল ধরালো রাকেশ। ও বুঝতে পারছে ওর শরীর ভিতরে ভিতরে গরম হয়ে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়াল ও। ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে যীশুর ছবিটার দিকে নজর গেল। তারপর আস্তে আস্তে ছবিটা উল্টে রেখে দিল। কিছু কিছু চোখ আছে, এই যেমন যীশুর চোখ, বিবেকানন্দের চোখ—যেন সমস্ত ছেলেবেলাটাকে উপড়ে এনে বর্তমানে হাজির করে বলে, দ্যাখো নিজেকে দ্যাখো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে আর একটা বিয়ারের বোতল তুলে ঢক ঢক করে খেয়ে নিল রাকেশ। ভীষণ মাতাল হতে ইচ্ছে করছে। বিয়ার কিছুক্ষণ মুখের মধ্যে রেখে কুলকুচি করে খেয়ে নিলে মুখের মধ্যে কেমন সিরসিরানি করে—আঃ।

জিনা ঘরে এল। রাকেশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, 'কি হল?' রাকেশ তাকাল। হাসল জিনা, তারপর দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে পায়ে এগিয়ে এল পরীর মত, 'ওয়ান্ট টু ড্যান্স!'

নাচ? জীবনে নাচেনি রাকেশ। শরীর বেঁকানো, পায়ের মাপা যাতায়াত—এসব শেখার কোন সুযোগই নেই ওর। কিন্তু মুখ উঁচু করে, ঠোঁটটা দুমড়ে হাত বাড়িয়ে জিনা আসছে—রাকেশ জিনার হাত ধরল। প্লেয়ারের বাজনা যেন ঝড় তুলেছে। রাকেশের কোমরে হাত রাখল জিনা, দিয়ে একটা স্টেপ নিল। আর তখন রাকেশ দু হাতে জড়িয়ে ধরল জিনাকে। পিঠের দু পাশ দিয়ে হাতের মধ্যে জিনাকে নিয়ে পিষে ফেলল ও। বুকের সঙ্গে জিনার বুকের শক্ত অথচ নরম মাংসে চাপাচাপি হয়ে যাচ্ছে, রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে উম্‌ম উম্‌ম। আস্তে আস্তে জিনার হাত উঠল, ওর ঘাড়ের কাছে সাপের মত পাকালো হাত দুটো। গরম নিশ্বাসে মুখ পুড়ে গেল রাকেশের। বুক যায় বুক যায়। টান টান চামড়ার মুখে সেই ল্যাপিজ ল্যাজুলি চোখ দুটো ক্রমশ ওপরে উঠল। ঠোঁট ছুঁচোল করে জিনা কাছাকাছি হতেই একশ রাক্ষসের মত রাকেশ ঝাঁপিয়ে পড়ল জিনার ঠোঁটে। গলে যাচ্ছে যেন ঠোঁট—আঃ। আঃ। ওহো! অস্ফুট আর্তনাদ জিনা করে উঠতেই দাঁত থেকে ওর ঠোঁট ছেড়ে দিল রাকেশ। একটু রাগত ভঙ্গী জিনার মুখে, তারপর আবার একটু হাসি। জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁট ভিজিয়ে নিল জিনা। তারপর মুখটা আবার আনল সামনে। ওকে দু হাতে জড়িয়ে রাকেশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখল জিনার ঠোঁট ওর ঠোঁটের গায়ে আলতো করে দুবার বুলিয়ে গেল। তারপর সাপের মুখের মত ছোট্ট জিভ দিয়ে টোকা দিতে লাগল জিনা রাকেশের ঠোঁটে। কাঁটা উঠল গায়ে—সুখ—সুখ—ঈশ্বর, এর নাম সুখ। জিনা যেন ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। একেই কি চুম্বন বলে? ওয়াই এম সি এ-তে লুকিয়ে চুরিয়ে রিয়ার ঠোঁটে ঠোঁট রেখেছে ও—কিন্তু এই স্বাদ পায়নি তখন। তখন অবশ্য ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালেই বুকের মধ্যে ঝড় উঠত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর পারল না রাকেশ। চাবুক দিয়ে বাঘ খেলাচ্ছে যেন জিনা, মুখের ভাব অনেকটা এরকম। রাকেশ পাগল হয়ে গেল। প্রায় জোর করে ও জিনাকে নিয়ে পাশের ঘরে এল। ডাব্‌ল বেড খাটটা মচ্‌ করে উঠল একবার। জিনাকে শুইয়ে দিয়ে পাশে বসল রাকেশ। তারপর ডান হাত আলতো করে বুকের ওপর রাখল ও। আঃ কি নরম। পুরো পৃথিবীটা যেন মুঠোর মধ্যে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ওর চোখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে জিনা। ল্যাপিজ ল্যাজুলি চোখ দুটোয় কেমন চঞ্চলতা ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। চোখ সরিয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত জিনা বলল, 'নো।'

হোঁচট খেল রাকেশ। বিস্ময়ে দুটো হাত জিনার দুদিকে রেখে ঝুঁকে বসল ও 'হোয়াই, কেন?'

ঘাড় নাড়ল জিনা, 'না।'

'কেন? ইউ প্রমিসড্‌ মি।' উত্তেজনায় মাথা ঝাঁকালো রাকেশ, 'তুমি আমাকে নিজে থেকে আসতে বলেছিলে। ইউ মাস্ট—।'

হাত দুটো সরিয়ে উঠে বসল জিনা। টেনে গেঞ্জির উঠে যাওয়া অংশটা ঠিক করল, 'লেট মি হ্যাভ এ স্মোক।'

বিস্ময়ে থ হয়ে গেল রাকেশ। একি রে বাবা। এতক্ষণ ধরে খেলে এখন কি লীলা। এটা কি সিগারেটের সময়।

মাথা দোলাল জিনা, 'ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ। তুমি আমাকে টাকা বানাবার ক্লু দিয়েছিলে তাই আমি তোমাকে অফার করেছিলাম, ইটস্‌ রাইট। এখানে তোমাকে দেখে আমি টেম্পটেড হয়েছিলাম, আই অ্যাডমিট। কিন্তু তারপর তোমার অ্যাপ্রোচ দেখে আমি বুঝে গিয়েছিলাম ইউ আর নভিস। মে বি ফার্স্ট টাইম ইন ইওর লাইফ। অ্যাম আই কারেক্ট?'

ঘাড় নাড়ল রাকেশ, 'সবাই এক সময় নভিস থাকে—তাই না।'

হাসল জিনা, 'সিগারেট দাও।'

বেশ কষ্ট হল রাকেশের ওখান থেকে উঠতে। পাশের ঘর থেকে ডানাহিলের প্যাকেট আর দেশলাই এনে ছুঁড়ে ফেলল বিছানার ওপর। নির্বিকার মুখে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল জিনা, 'রাগ করো না প্লিজ, অবশ্য তোমার রাগ হওয়া স্বাভাবিক।' আপন মনে কয়েকবার ধোঁয়া ছাড়ল জিনা।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাকেশ, মুখ বাঁকাল এবার, 'কোন্‌টা স্বাভাবিক কোন্‌টা নয় সেটা আমাকে শেখাতে এসো না। ইউ প্লেইড উইথ মি—এখন বলছ—না। বাট হু ইজ গোয়িং টু লিস্‌ন টু ইউ। সিগারেট নেভাও, নইলে তোমার ঐ প্রভোকেটিং গেঞ্জিটা আমি ছিঁড়ে ফেলতে বাধ্য হব।' হাত মুঠো করে এগোল ও।

চোখ বড় হয়ে গেল জিনার, 'কি বলছ তুমি, এসো না, ডোন্ট, ওহো, আই উইল সাউট, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি মলেস্টেড।'

দু-হাতে কাঁধ ধরল রাকেশ, 'সাউট, চেঁচাও, যত পার চেঁচাও। আই ডোন্ট বিলিভ এ সিঙ্গল গার্ল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তোমরা শুধু খেলতে জানো।' টান দিয়ে গেঞ্জিটা ছিঁড়ে ফেলল রাকেশ। প্রাণপণে ধরে রাখতে চাইল জিনা, গেঞ্জির কিছুটা উঠে এল রাকেশের হাতে, কিছুটা রয়ে গেল জিনার গায়ে। তলায় আন্ডার গার্মেন্টস কিছু পরেনি জিনা, মৃদু আলোয় ওর নগ্ন উদ্ধত স্তন দু-হাতের আড়ালে রেখে চকিতে পিছন ফিরল জিনা। ও-পাশের ঘরে রেকর্ড প্লেয়ারটা ফুরিয়ে গেছে ততক্ষণে, ডিস্কটা বার বার ঘুরে ঘুরে ঘস্‌ ঘস্‌ শব্দ তুলছে।

গজ্‌ গজ্‌ করে উঠল জিনা, 'ইউ সন অফ এ বিচ, ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিস্‌ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুড থিংস। কাম, তোমার সাধ মিটিয়ে দেব, ইয়েস কাম অ্যান্ড গেট সিফিলিস।'

'হোয়াট?' চিৎকার করে সোজা হয়ে দাঁড়াল রাকেশ।

'ইয়েস। অ্যাম নট ব্লাফিং। সি ইন ইওর ওন আইজ।' খাট থেকে নামল জিনা, নিচু হয়ে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা খাম বের করে এগিয়ে ধরল রাকেশের দিকে, 'আমার মেডিকেল রিপোর্ট। সাত দিন আগের। আমার ট্রিটমেন্ট চলছে এখন। আই নেভার স্টে উইদ স্ট্রেঞ্জার্স—বাট সামওয়ান স্পয়েল্ড মি।' ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল জিনা, 'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাকে নষ্ট করব, কিন্তু তুমি নভিস, তুমি প্রথম অ্যাপ্রোচ করছ—আমি পারলাম না, তোমাকে নষ্ট করতে পারলাম না।' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল জিনা।

বিদ্যুতের আঘাত পেলে মানুষের চেতনা কেমন হয়? রাকেশ পাথরের মত দাঁড়িয়ে জিনাকে দেখল। এখন ওর শরীরের কোথাও আবেদন নেই, ছেঁড়া গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে যে স্তন এখন উন্মুক্ত আকাশের মত পরিষ্কার, সেখানে চোখ রেখে কোন বিকার হয় না মনে। বরং খোলা চুলে মুখ ঢাকা এই মেয়েটার কান্না-কাঁপা শরীরটা দেখে কেমন মন খারাপ হয়ে গেল রাকেশের। নিজেকে কেমন লোভী, কামুক বলে মনে হল। চোরের মত ও বেরিয়ে এল, পাশের ঘরের ঘুরে চলা ডিস্কটা থামাল, তারপর বলল, 'জিনা, থ্যাঙ্কু ফর অল অফ দিস অ্যান্ড ফরগিভ মি, ইফ ইউ ক্যান। গুড নাইট।' দরজা খুলে বাইরে বেরুচ্ছে—শুনলো জিনা বলছে, 'সি ইউ টুমরো রাকেশ।'

বাইরে এখন বেশ রাত। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে সেই বাচ্চাটার কথা মনে পড়ল ওর। জিনার নাম শুনে মুখ বেঁকিয়েছিল মেয়েটা। তার মানে এরা জিনার ব্যাপার-স্যাপার জানে। যৌনরোগগ্রস্ত মেয়েছেলে—সারা শরীর ঘিন ঘিন করে উঠল রাকেশের। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল ও। হঠাৎ ওর মনে হতে লাগল ওর মুখে চোখে ঠোঁটে সর্বত্র জিনার স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে বিষ ছড়িয়ে গেছে। সেই বিষ এখন ক্রমশ রক্তের মধ্যে বসে যাবে। তারপর ওর শরীর পচতে আরম্ভ করবে, মাংসগুলো খুলে খুলে পড়বে—আর চেনাশুনা একজন ডাক্তারকে ও কি করে বলবে আমার শরীর নষ্ট হয়ে গেছে? এটা ঠিক, রক্তের সঙ্গে রক্ত না মিললে এসব হবে না, তবু বলা যায় কিছু? পার্ক স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা টিউবওয়েল দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল ও। এক হাতে পাম্প করে অন্য হাতে জল নিয়ে মুখচোখ ধুতে লাগল রাকেশ। কুলকুচি করে মুখের ভিতরটা ধুয়েও তৃপ্তি হচ্ছে না। সাবান দিয়ে স্নান করলে যদি হয়। এখন বাতাসে বেশ হিম হিম শিরশিরানি, মাতালের মত এক দঙ্গল কুয়াশা গায়ে গা লাগিয়ে বাড়িগুলোর মাথায় মাথায় চুপ মেরে বসে আছে। এই অদ্ভুত নির্জন রাস্তিরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওর অনেক অনেকদিন আগে এক সন্ধ্যের কথা মনে পড়ে গেল। কলেজ লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সঙ্গে যেতে যেতে নীরা হঠাৎ বলেছিল, 'জানো, আমার না কোন বন্ধু নেই; আচ্ছা ছেলেরা কেন বন্ধু হতে পারে না? তুমি আমার বন্ধু হবে রাকেশ?'

তারপর প্রায় মধ্যরাতের কোলকাতায় দাঁড়িয়ে কি মনে করে ফাঁকা রাস্তায় হঠাৎ যাওয়া গাড়িগুলোর দিকে চোখ রেখে গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করল রাকেশ। ছিটকে ছিটকে বিয়ারের গন্ধ মাখা মুরগীর মাংসের পিন্ড বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। যদি কেউ ভিতরটা পরিষ্কার করতে জানতো! বমি করে এত সুখ হয়! রাকেশ শুনলো, দুটো কুলি গোছের লোক যেতে যেতে বলল, শালা মাতোয়ালা হো গায়া। আরো বমি হোক ভগবান, আরো বমি হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক পনের মিনিট আগে রাকেশ মেট্রো সিনেমার নিচে এসে দাঁড়াল। সাদা প্যান্ট আর আকাশী নীল স্ট্রাইপ দেওয়া টেরিকটের শার্টটায় ওকে দারুণ দেখাচ্ছিল। এত সকালে ধর্মতলার এদিকে লোকজন কম। মেট্রোর তলাটা বেশ ফাঁকা। স্রেফ বুকের মধ্যে একটা ছটফটে উত্তেজনা নিয়ে ও সকাল সকাল চলে এল। রায় ওকে যখন সকালে আসতে বলেছে তখন নিশ্চয়ই কোথাও নিয়ে যাবে। কোথায়? কিন্তু শরীরটা বিশ্রী লাগছে এখন অবধি। কাল রাত্রে ঘুম হয়নি ভাল। অত রাত্রে বাড়ি এসে স্নান করেছিল রাকেশ। ঠান্ডা কেয়ার করেনি, এখন গলাটা ধরে গেছে একটু। রাকেশ যখন বাড়ি ফিরেছে তখন সব ভাড়াটেরাই বিছানায় শুয়ে। চোরের মত পায়ের শব্দ চেপে ঘরে ঢুকেছিল ও। তারপর গামছা পরে স্নানঘরে ঢুকে চোখ-কান বুজে স্নান করেছে, তবু তৃপ্তি হচ্ছিল না কিছুতেই। ঠোঁটে-গালে—জিনার স্পর্শলাগা জায়গাগুলোতে সাবান ঘষেছে পাগলের মত, এখন মনে হচ্ছিল কেউ যদি মানুষের রক্ত সাবান দিয়ে ধুয়ে দেবার কায়দাটা জানতো।

রাকেশ ঘড়ি দেখল, এখনও মিনিট বারো আছে। এক কাপ চা খেলে কেমন হয়। পাশের রেস্টুরেন্টটায় ঢুকলে ও রায় এলেই দেখতে পাবে।

এক কাপ চা বলল রাকেশ। দোকানটা সবে খুলছে, রাকেশই প্রথম খরিদ্দার। সিগারেট ধরাতে ধরাতে ওর চোখ পড়ল কাউন্টারের ওপর রাখা চকচকে টেলিফোনটায়। টেলিফোন দেখলেই ওর নীরার কথা মনে পড়ে। নীরার কথা মনে পড়তেই ওর নিজেকে কেমন বিশ্রী মনে হল আজ। রাকেশ, কথা বলছ না কেন—রাকেশ।

বয় চা নিয়ে আসছিল, কাপটা নিয়ে ও সোজা কাউন্টারের সামনে চলে এল। কাপে চুমুক দিয়ে ও জিজ্ঞাসা করল একটা ফোন করতে পারে কি না! কাউন্টারের পেছনের লোকটা হাঁ বা না—দুটোই হতে পারে এমনভাবে ঘাড় নাড়তেই রাকেশ এক-চুমুকে চা-টা খেয়ে নিয়ে রিসিভার তুললো। রায় এসে পড়ে, ঘড়িতে এখনও পাঁচ মিনিট সময় অপেক্ষা করছে। পাঁচ মিনিট মানে তিনশ সেকেন্ড। ওপাশে রিং হচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি আজ ওপাশের রিসিভার উঠলো, নরম, পাখির পালক বোলানো নরম গলা শুনলো রাকেশ, 'হ্যালো।'

'আমি রাকেশ।' যেন অপরাধী হাজির।

'ওঃ, রাকেশ, তোমার কি হয়েছিল কালকে—তুমি হঠাৎ ছেড়ে দিলে কেন?' একরাশ উত্তেজনা নীরার গলায়, যেন টগবগ করে ফুটছে ও।

'আমি—আমি—নীরা—আমি নষ্ট হয়ে গেছি।' আস্তে আস্তে রাকেশ বলল।

'যাঃ! পাগল! কাল—কাল—তুমি জানো না তুমি কি করেছো—তুমি খুব ভাল করেছ রিসিভার নামিয়ে রেখে—তুমি এসো রাকেশ—তোমায় আমার দরকার—তুমি নিজে এসে দ্যাখো—এসো।' ঝরনার মত কলকল করে বলল নীরা।

'কি হয়েছে তোমার?' খুব অবাক হল রাকেশ। এভাবে নীরা কখনো কথা বলে না।

'আমি—আমি বোধহয় ভাল হয়ে যাচ্ছি।' কেঁদে ফেলল নীরা।

'সত্যি!' চিৎকার করেই রাকেশ কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে চুপ করল। নীরা ভাল হয়ে যাচ্ছে মানে, যে বিছানা থেকে উঠতে পারে না কোনমতে সে ভাল হয়ে যাচ্ছে কি করে!

'সত্যি, সত্যি, সত্যি। কি করে হল জানি না। কাল তুমি ফোন ছেড়ে দিতেই আমি অনেক ডাকলাম তোমাকে, রাকেশ—রাকেশ—রাকেশ। তুমি সাড়া না দিতে আমার রাগ হয়ে গেল, আমার সমস্ত শরীর কেমন করতে লাগল, আমার ভয় হতে লাগল তোমার কিছু হয়েছে, হয়তো তুমি—আমি টেলিফোন হাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে ডাকতে

AMARBOI.COM

গিয়ে দেখি, আমি বিছানা ছেড়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি। আর তা দেখতে পেয়ে আমার কেমন হয়ে গেল। আমি এক পা হাঁটলাম। জানো রাকেশ, এক পা হাঁটলাম। কতদিন পর—উঃ। মা ছুটে এলেন—নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মা আমাকে এসে ধরলেন, আমি দু-পা হেঁটে ফেললাম। তোমার জন্য—শুধু তোমার জন্যে। সবাই এল, ডাক্তার এসে তো অবাক। বলছে মেন্টাল শকে হঠাৎ এরকম ভাল হতে পারে। কিন্তু তোমার জন্যে আমার খুব মন খারাপ লাগছিল—অ্যাই, মা তোমাকে আসতে বলেছে।' কাশতে কাশতে চুপ করল নীরা। একনাগাড়ে কথা বলায় নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল রাকেশ।

'তুমি হাঁটতে পারছ!' ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাকেশ বলল।

'আজ সকালে আমি এখনও হাঁটিনি। ডাক্তার বলেছে বেশী না হাঁটতে। তুমি এলে হাঁটবো। তোমাকে ধরে ধরে নীচে নামবো আমি—কতদিন কোথাও যাইনি বলো তো। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে তো!' বাচ্চা মেয়ের খুশি নীরার গলায়।

'হ্যাঁ যাবো—তোমাকে সব জায়গায় নিয়ে যাবো—নীরা—আমি ভীষণ বোকা, তোমাকে—তোমাকে যে আমার অনেক কিছু বলার আছে।' রাকেশ থামল।

'কি বলবে—তোমার সেই সব দুষ্টুমি তো—বলতে হবে না। তুমি এসো।' আবদার থরে থরে সাজানো নীরার গলায়।

'না নীরা, তোমার কাছে আমাকে বলতে হবেই। আমি কাল রাত্রে বমি করেছি—সাবান দিয়ে স্নান করেছি, কিন্তু তবু স্বস্তি পাচ্ছি না। তোমাকে না বললে সারা জীবন—' রাকেশ দেখতে পেল মেট্রোর সামনে রায়ের গাড়িটা এসে দাঁড়াল। পেছনের সিটে বসা রায়ের উৎসুক মুখ দেখতে পেল ও। কি হবে এখন! ফোন যে ছেড়ে দিতেই হয়। তাড়াতাড়ি করল রাকেশ, নীরা, লক্ষ্মীটি, আমাকে ফোন ছেড়ে দিতে হচ্ছে এখনই, এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, আমি সন্ধ্যেবেলায় যাবো তোমার কাছে।'

'কি হল তোমার, হ্যালো, কথা বলতে বলতে ওরকম করলে কেন?' বিস্ময় নীরার গলায়।

'আমি বলছি সন্ধ্যেবেলায় যাবো।' রায় মুখ বের করলেন জানলা দিয়ে, রাকেশ পরিষ্কার দেখতে পেল, 'ছাড়ছি।'

'না, এখন এসো, এখনই, এখনই। তোমার হাত ধরে আমি হাঁটবো আজকে।'

'প্লিজ নীরা, অবুঝ হয়ো না, আমার চাকরির ব্যাপারে যাচ্ছি, আমি যাব তোমার কাছে, তোমাকে নিয়ে হাঁটবো আমি। প্লিজ, রাখছি—কেমন?' চট করে রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে নীরার গলায় চিৎকার শুনলো রাকেশ, 'রাকেশ—রাকেশ—হ্যালো—রাকেশ।'

দাম মিটিয়ে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এল ও। রায় বোধহয় ড্রাইভারকে চলে যেতেই বলেছিলেন, ওকে দেখে থামতে বললেন। গাড়ির হাতলে হাত রেখে রাকেশ বলল, 'সরি।'

দরজা খুলে দিলেন রায়, মুখে বললেন, 'চলো।'

রাকেশ বুঝতে পারল রায় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ওদিকে নীরা নিশ্চয়ই রেগে যাবে। পর পর দু-দিন এরকম হলে সবাই রেগে যাবে। কিন্তু কোন্ দিক সামলাবে ও! রাকেশ দেখল গাড়ি সাউথের দিকে যাচ্ছে। রায় বসে আছেন চুপচাপ, সাদা হাওয়াই শার্ট আর চকোলেট রঙের দামী প্যান্ট—তবু বয়স ঢাকতে পারছে না শুভ্রাটা। রাকেশ বলল, 'আমি অবশ্য আগেই এসেছিলাম—।' রায় তাকালেন, 'ইট্স অলরাইট।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়িটা চৌরঙ্গী রোড ছেড়ে দিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল। নীরা হাঁটতে পারছে—আশ্চর্য। যে নীরার ভাল হবার কোন সুযোগই ছিল না—সব কিছু কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। নীরার মা রাকেশকে খুব একটা পছন্দ করতেন না কখনো অথচ আজ নীরা বলল, ওর মা ওকে আসতে বলেছেন। সব কেমন হয়ে যাচ্ছে। নীরার মুখ মনে করল রাকেশ, মনে করতে করতে হঠাৎ মায়ের মুখের সঙ্গে গুলিয়ে গেল। কোথায় যেন মিল আছে—কোথায়! নীরাকে সব বলতে হবে, সব।

লর্ড সিন্‌হা রোডের সেই বাড়িটার সামনে গাড়িটা দাঁড়াল। রায় নামতেই ও নেমে পড়ল। একসঙ্গে বিরাট চত্বরটায় হাঁটতে হাঁটতে রায় বললেন, 'আমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। যে ভদ্রলোকের চার্জে পুরো ব্যাপার তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। বিহেভ জেন্টল অ্যান্ড ডোন্ট টেল অল দ্যাট রেসকোর্স বিজনেস হেয়ার।'

রাকেশ তাকাল, শালা শুড্ডাটা বলে কি! রেসকোর্সে যাবার গল্প ঢাক পিটিয়ে বলার মত রেসুড়ে ভাবছে নাকি! নাকি রায় নিজে রেস খেলেন এই ভদ্রলোককে জানাতে চান না। কথা বলল না রাকেশ। রায়ের সঙ্গে দোতলায় উঠে এল।

আজ রবিবার। অফিস প্রায় ফাঁকা। তবু বোঝা যায় এটা পুলিশের দফতর। এসব জায়গায় এলে কেমন অস্বস্তি হয়। কোন কারণ নেই—তবু। একটা পর্দা ফেলা ঘরের সামনে এসে রায় ওকে সামনের বেঞ্চিতে বসতে বলে ভিতরে ঢুকে গেলেন। দরজায় দাঁড়ানো আর্দালীটা বোধ হয় রায়কে চেনে। কেমন বিগলিত হল যেন। রাকেশ শুনলো একটা হেঁড়ে গলা রায়কে হ্যালো-হ্যালো বলে সংবর্ধনা জানাল।

বেঞ্চিতে বসল রাকেশ। এই লোক—ভিতরে যে বসে আছে—তার হাতেই রাকেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ হাত-পা-বাঁধা হয়ে আছে। ইওর সার্ভিস ইজ হেয়ারবাই টার্মিনেটেড—। রাকেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যেন ফটো ফিনিস তিনটে ঘোড়ার। কে জিতবে ক্যামেরা বলবে। সেই রকম বুক-চাপা প্রতীক্ষা। সিগারেট খেলে হতো। নীরা ভাল হয়ে গেছে—আঃ। নীরা হাঁটতে পারবে—আঃ। হঠাৎ রাকেশ দেখল আর্দালীটা ওর দিকে এগিয়ে আসছে, 'সাব ডাকছে আপনাকে, ভেতরে যান।'

উঠে দাঁড়াল ও তড়াক করে। আর্দালীটার দিকে তাকাল, খুবই নিরাসক্ত মুখ—রাকেশের কাছে ওর কোন উৎসাহ নেই—লোকটার কোন গোপন রোগ আছে নাকি! পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই রাকেশ দেখল ঘরটা বেশ বড়। ওপাশের জানলার ধারে একটা লম্বা টেবিলের ওপর দু-হাত রেখে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে আছেন। মুখের চামড়া কেমন ফোলা—অতিরিক্ত মদ্যপান এবং তিরিক্ষি মেজাজের মানুষ হলে চোখের ওপর-নিচ এরকম ফোলা ফোলা হয়। রায় টেবিলের এপাশে বসে চুরুট খাচ্ছেন। রাকেশকে যেন দেখতেই পেলেন না।

একটা লম্বা হলুদ ফাইল থেকে চোখ তুললেন ভদ্রলোক, নাম কি? শালা! এই সব ভনিতাগুলো একদম সহ্য হয় না। ভদ্রলোক খুব নিশ্চিতভাবেই জানেন ওর পরিচয়, মনে হচ্ছে সামনের খোলা ফাইলটা এই সব ব্যাপারেই, তবু জিজ্ঞাসা। তবু নেকু সাজতে হয় এসব সময়, রাকেশ নাম বলল।

'কদ্দিন ধরে এ-সব হচ্ছে?' চিৎকারে রাকেশের কানে যেন তালা লেগে গেল। গম গম শব্দ উঠল ঘরে, লোকটার মুখ-চোখ কেমন বেঁকেচুরে গেল, ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের ডগা দেখতে পেল ও। এসব মানে কি সব? রাকেশ সামনের চেয়ারের মাথাটা ধরল—কেউ ওকে বসতে বলেনি।

'আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছি!' আবার সেই চিৎকার।

'কি বলব?' রাকেশ রায়ের দিকে তাকাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিছুই বলতে পারেন না—কারণ বলার কিছুই নেই।' ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, 'য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে পড়তে পার্টি করতে যাবার সময় খেয়াল ছিল না?'

'আমি কখনো পার্টি করিনি।' শান্ত গলায় বলল রাকেশ।

'লায়ার।' চিৎকার করলেন ভদ্রলোক, 'আমি তোমার সব কিছু জানি, এভরিথিং। তোমার এক বন্ধু এখন প্রেসিডেন্সি জেলে পচছে—গুড লাক তুমি বাইরে আছ।'

'কি বলছেন কি?' রাকেশ অবাক।

'অসীম বলে কাউকে চেন?' সরু গলায় জেরা শুরু হল।

'হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে পড়তাম। অসীম অ্যারেস্টেড—কবে?'

মুখ বাঁকালেন ভদ্রলোক, 'সত্যি কথা বলুন—সত্যি কথা শুনতে চাই। মিঃ রায় আপনাকে এনেছেন, নইলে আমি কথাই বলতে চাইতাম না। গভর্মেন্ট সার্ভিসে আপনার মত লোক থাকা মানে বোমের ওপর বসে থাকা। আপনার সেই প্রেমিকার খবর কি—দ্রৌপদী না কি নাম।'

'দ্রৌপদী?' হেসে ফেলল রাকেশ, 'মহাভারতের বাইরে ও নামের কোন মেয়ে আছে বলে আমার জানা নেই।'

বাঁ হাত দিয়ে টেবিলে প্রচণ্ড আঘাত করলেন ভদ্রলোক, 'ইউ লায়ার, দ্রৌপদীর সঙ্গে তুমি দীঘায় গিয়েছিলে—এই দ্রৌপদীর ভাই নকসাল মুভমেন্টে স্ট্যাবড্ হয়—'

'আমি কোনদিন দীঘায় যাইনি।' নিজেকে শান্ত রাখল রাকেশ।

'হোপলেস।' আবার বসে পড়লেন ভদ্রলোক, 'মিঃ রায়, প্লিজ ডোন্ট টেল মি টু ডু অল দিজ থিংস। আমি চেয়েছিলাম ও সত্যি কথা বলুক, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন ওর অ্যাটিচুড। য়ুনিভার্সিটিতে থাকতে ওর এগেনস্টে ওয়ারেন্ট ছিল, তিন মাস আমরা খোঁজ পাইনি। সামহাউ কেসটা উইদড্রন হয়েছিল তখন।' হতাশ ভঙ্গিতে হাত ঘোরালেন উনি।

নাড়া খেল রাকেশ, 'আপনি ভুল করছেন, আপনি আর একজনের সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলছেন। আমাদের আগের ব্যাচে রাকেশ নামে আর একটা ছেলে পড়ত। তার নামে পুলিসের ওয়ারেন্ট ছিল, য়ুনিভার্সিটি ক্যাম্পে বোম ফাটিয়েছিল ও।'

'কি বলছ?' সামনে ঝুঁকে বসলেন ভদ্রলোক।

'আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন।' রাকেশ নিঃশ্বাস ফেলল।

'তোমার বাড়িতে কেউ এনকুয়ারিতে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ গিয়েছিল।' একটু ভাবল রাকেশ, 'একদিন সকালবেলায় একজন এসে কয়েকটা প্রশ্ন করল। আমার ঘরটা ছোট, আমি একা থাকি, আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। আমাকে লোকটা বলল, এই কোয়ালিফিকেশনে এই চাকরি আমায় মানায় না। কেন মিছিমিছি নিচ্ছি—এই সব। কিছু কথা জিজ্ঞাসা করে লোকটা চা-ফা খেতে চাইল। বিশ্বাস করুন, সেদিন আমার পকেটে তেমন পয়সা ছিল না। আমি স্রেফ বলে দিলাম পয়সা নেই। তারপর লোকটা চলে গেল।'

'আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না। তুমি তা হলে বলছ সেই লোকটা তোমার কাছে ঘুষ খেতে চেয়েছিল?'

'ঘুষ বলিনি তো, চা খেতে চেয়েছিল।'

ফাইলটা আবার টেনে নিলেন ভদ্রলোক। রাকেশ বুঝতে পারছিল না এঁর ডেজিগনেশন কি! নিশ্চয়ই বড়-সড় কেউ হবেন। এই যে এত সব কথা হচ্ছে, রায়ের যেন ভ্রুক্ষেপ নেই। চুরুটের অনেকটা এখনো বাকি আছে।

'খুব প্রেম-ফ্রেম করতে?' ভদ্রলোক মাথা তুললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রেম—যাঃ।' রাকেশ হেসে ফেলল, 'আমি না, সেই রাকেশ!'

'তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

কি বলবে রাকেশ বুঝতে পারল না এবার। প্রেমের কথা বললেই রিয়ার মুখ মনে আসে। আর সংগে সংগে ফ্লাশ বাল্‌বের মত ওয়াই এম সি এ, বসন্ত কেবিনের দোতলা মনের মধ্যে জ্বলে জ্বলে ওঠে। কোলকাতা শহরের রেস্টুরেন্টগুলোতে কেবিন সিস্টেম সবচেয়ে ভাল কোন্‌টিতে আছে পরিষ্কার জানা ছিল তখন। বিবেকানন্দ রোডের একটা রেস্টুরেন্টের খবর পেয়েছিল রাকেশ। রিয়া আর ও দুপুরবেলায় গিয়ে দেখল চমৎকার জায়গা। দোতলায় কাকপক্ষী নেই, ভারী পর্দা দেওয়া কাঠের কেবিন। ফ্যান চালালেও পর্দা ওড়ে না। মাঝখানে হলের মত জায়গায় টেবিল-চেয়ার পাতা আছে অবশ্য, তবে সেখানে কেউ খাবার নেয় না। কখন কেবিন খালি হবে তার জন্যে চুপচাপ বসে আছে সব জোড়ায় জোড়ায়। কেবিনে ঢুকে রিয়া আবিষ্কার করেছিল দেয়ালগুলোতে অজস্র ছোট ছোট ছিদ্র আর তার ওপাশে চোখের মণি জ্বলজ্বল করছে। প্রেম দেখছে।

রাকেশ বলল, 'একটু-আধটু, মানে কবিতা লেখার মত, সব বাঙালী ছেলের মতন হয় আর কি।'

ভদ্রলোক তড়াক করে সোজা হয়ে বসলেন, 'সব বাঙালীর তুমি কি জানো হে। আমি কখনো প্রেম করিনি।'

'আপনাকে দেখলে অবশ্য তাই মনে হয়।' রাকেশ মুখ নিচু করল।

'তবে? বাঙালী বাঙালী করো না। ওয়েল, আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি—তোমার কোন প্রেমিকার পিতা এই সব করিয়েছেন। যা হোক, তোমার কথামত সেই অন্য রাকেশ যদি থেকে থাকে—তা হলে দেখি আমি কি করতে পারি। বাট, এই সব প্রেমিকাদের থেকে সাবধান হও।'

রায় এবার উঠে দাঁড়ালেন, 'থ্যাংকস, এবার চলি।'

'এক মিনিট, তুমি যাও।' ভদ্রলোক রাকেশকে বলতেই ও ছিটকে বেরিয়ে এল। বাস্‌। ঘাম ছুটিয়ে দেওয়া একেই বলে। প্রেমিকার বাবা এই কর্মটি করেছে। এটা একটা আজব ব্যাপার। ওর জানাশোনা কোন মেয়ের বাবা পুলিশ অফিসার নয়। তা হলে স্রেফ কেউ চুকলি খেয়েছে—ইনডাইরেক্টলি রাকেশকে বাম্বু দেবার ব্যবস্থা করেছে। কে হতে পারে। রিয়ার মা বা বাবা! রিয়ার মা হতেই পারে না, ভদ্রমহিলা ওর দিকে কেমন মিষ্টি মিষ্টি করে তাকাতেন যেন। আর রিয়ার বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন—অ্যাদ্দিন পরে এসব কেউ করে নাকি। টুপি যা পরাবার রিয়াই তো পরিয়ে দিয়ে গেছে। তা হলে থাকছে নীরার বাবা। নীরার সংগে তো ওর ঠিক প্রেম নয়। নীরার সংগে তো আজ অবধি ও কোন কেবিনে ঢোকেনি। কিন্তু নীরা যে কেমন করে কখন ওর প্রয়োজনের হয়ে দাঁড়িয়েছে, অনেকটা কালীবাড়ি অথবা গির্জের মত, লোকে তো প্রেমিক-প্রেমিকা বলে ধরে নিতেই পারে ওদের। নীরার বাবা অবশ্য মায়ের কথায় ওঠেন বসেন। মেয়েকেও যেন বেশী কিছু বলতে পারতেন না। অবশ্যি ওপর মহলে অনেক জানাশোনা আছে লোকটার, কোট-টাই পরে অফিসের গাড়ি করে যান প্রতিদিন। তাহলে ওই শুড্ডাই। মেজাজ গরম হয়ে গেল রাকেশের। নীরার মত মেয়ে কি করে ওই বাবার ক্রিয়েশন হয় ভাবাই যায় না। পেডিগ্রি দেখে কে বিচার করবে এখানে।

রায় এলেন। একটা হাত রাকেশের কাঁধে রেখে হাঁটতে লাগলেন করিডোর দিয়ে। এই সব স্নেহ-ফ্নেহ একদম সহ্য হয় না রাকেশের। শুড্ডা যেন গান্ধীজীর মত মুখ করে হাঁটছে—এমন ভাব। হাতটা সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে অথচ উপায় নেই। আড়চোখে দেখল রাকেশ, শিরা বের হওয়া শুকনো হাত। এই হাত রিয়াকে আদর করে—ভাবতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গা গুলিয়ে গেল যেন ওর।

সিঁড়ির মুখে এসে রায় দাঁড়ালেন, 'দাও।'

'কি?' রাকেশ জিজ্ঞাসা করল।

'আঃ, রেসবুক। আমি একটু সাউথে যাব।' হাত বাড়ালেন রায়।

যাঃ। এতক্ষণে মনে পড়ল রায় গতকাল রেসবুক দিয়ে বলেছিলেন ঘোড়ার নাম্বারের ওপর ওর পছন্দ মত গোল দাগ দিয়ে দিতে। অথচ একদম মনে ছিল না কথাটা। রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রাকেশ মাথা নাড়ল, 'এখনো আমি ঠিক ধরতে পারছি না, আপনি তো মাঠে আসছেন, তখন দেব।'

'ধরতে পারছ না সেকি!' বিস্ময় মাখানো গলা রায়ের, 'সুহাস বললেন তোমার নাকি দারুণ ইনটুইশন। অবশ্য গতকাল তুমি আমায় যে ঘোড়াটা খেলতে বললে সেটা আগে থেকেই আমার ঠিক করা ছিল, তুমি না বললেও খেলতাম আমি। ঠিক আছে মাঠেই দেখা করব না হয়। আর হ্যাঁ, ঐ মেয়েটিকে বন্দোবস্ত করবে আজ। তোমার কেসটা দেখলাম আমি—কালই তোমার রিপোর্ট উইথড্র হয়ে যাবে।'

কথা বলতে বলতে রায় নিচে নেমে এসেছিলেন। এবার একটা হাত নেড়ে গাড়ির দিকে এগোলেন। রাকেশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রায়ের চলে যাওয়া দেখল। আজ রায়কে একটা উইনার হর্স দিতে হবে আর দুই নম্বর ব্যাপার হল জিনাকে রাজী করাতে হবে রায়ের সঙ্গে শুতে। একই সঙ্গে রেসুড়ে আর দালাল—দুটো ভূমিকায় নামতে হবে ওকে—স্রেফ একটা চাকরির জন্যে। মায়ের শেষ চিঠিটার শেষ লাইন ছিল—ভাল থেকো ইতি আশীর্বাদিকা, মা। নীরা মন্ত্রের মত বলে, হয়ে ভালো থেকো—ভালো থেকো। অথচ এই পৃথিবীটায় কিছুতেই ভাল থাকা যায় না—কিছুতেই না। ছুটে যাও ছুটে যাও, একটু থেমেছ কি পেছনের ঘোড়া তোমাকে ওভারটেক করে যাবে। শালা দুনিয়াটাই একটা আস্তাবল। পাশাপাশি ক্লাশ ওয়ান আর বি-ক্লাশের ঘোড়া চোয়াল নেড়ে ঘাস খায়। কিন্তু গতকালের ঘটনাগুলো আর আজকের এই সব ব্যাপার কেমন যেন দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। একটার পর একটা ঘটনা, ভাবার সময় দিচ্ছে না কিছুতেই। ন্যায় আর অন্যায়ের মাঝখানে সুতোটা এত সরু আর পলকা টপকে গেলে তবে বোঝা যায় সেটা ছিল। এসব ব্যাপার ক্রমশ বুকের মধ্যে ভার হয়ে বসছে। অথচ এতদিনের অভ্যেস, কিছু হলেই নীরাকে বলা, বলে হালকা হয়ে যাওয়া—কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। যেন একটা মানুষকে খুন করে এসে নীরার কাছে খুলে বলা যায় আর বলে স্নান করে চুল আঁচড়ানোর মত দিব্যি মনটা ফুরফুরে হয়ে যায়। কাল রাত থেকে দুবার টেলিফোন করেছে ও, দু দুবারই ছেড়ে দিতে হয়েছে কিছু না বলে। রাকেশ, তুমি কিছু বলছ না কেন—কথা বলছ না কেন!.

চৌরঙ্গীর মোড়ে একটা পাবলিক বুথ থেকে ডায়াল করল রাকেশ। এখন সাড়ে এগারোটা। এই সময় নীরার খাওয়া হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই। কাল রাত্রে হেঁটেছে ও, অবশ্য কয়েক পা যা ডাক্তাররা আশাই করেননি—এখন কি ও একটু ইমপ্রুভ করেছে, এনগেজড টোন পেল রাকেশ। শেষ নম্বরটা নিজের জায়গায় ফিরে যেতে যেতে কট করে লাইন কেটে গেল। বিরক্তির একশেষ। ওয়ান নাইন নাইনে ফোন করল ও। কপাল ভাল, সঙ্গে সঙ্গে মহিলাকণ্ঠ শুনতে পেল রাকেশ। আচ্ছা এরা রিসিভার তুলেই কি যেন আওড়ায়—আজ অবধি বুঝতে পারল না ও। নাম্বার বলতেই কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর রিং হতে শুনলো। বেজে যাচ্ছে একটানা, ধরছে না কেন কেউ, নীরা কি ঘুমিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ল? কিছুক্ষণ পরে একটা অচেনা গলা শুনলো রাকেশ। বাচ্চা ছেলের গলা।

'হ্যালোও, বাড়িতে কেউ নেই।' খুব চেঁচিয়ে কথা বলছে, বোঝা যায় রিসিভার ধরার অভ্যেস নেই কখনো। রং নাম্বার নয় তো। রাকেশ ওদের নাম্বার জিজ্ঞাসা করল।

'কি বলছেন, কে বলছেন? আমি এদের বাড়িতে কাজ করি। হ্যালোও, বাবু নেই, মা নেই। কোথায় গেছেন? হাসপাতালে। দিদিমণির মাথা ফেটে গেছে—খুব রক্ত পড়ছে—পিজি হাসপাতালে বলল মা—হ্যালোও।'

রিসিভারটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখল রাকেশ। মাথার মধ্যে কেমন ঝিম ঝিম করছে। এক দৌড়ে রাস্তায় এল ও।

পি জি-র সামনে যখন ট্যাক্সি থেকে নামল রাকেশ তখন ভিজিটার্সরা একে একে বেরিয়ে আসছে। নীরাকে এখানে আনা হয়েছে তো ঠিক। দৌড়ে ও এনক্যুয়ারীর সামনে এল। আর তখনই নজরে পড়ল নীরার বাবা কোণার দিকে একটা চেয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। মুখ কালো হয়ে গেছে ভদ্রলোকের। নীরার মাকে দেখতে পেল না ও। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল রাকেশ। ওর কথা বলতে খুব ভয় করছিল, নীরার কি হয়েছে! নীরা ভাল আছে তো! ভদ্রলোক এরকম মুখ করে বসে আছেন কেন?

সামনে কেউ এসে দাঁড়ালে অনুভূতিতে বোঝা যায়, ভদ্রলোক মুখ তুলে রাকেশকে দেখলেন। বয়স হয়ে গেলে মানুষের চোখ কেমন পানসে হয়ে যায়। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে উনি বুঝতে পারলেন সামনে কে দাঁড়িয়ে। মাথাটা দোলালেন একটু। চোখে-মুখে কোন অতিরিক্ত ছায়া কাঁপল না, হাত দিয়ে পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

শব্দ না করে রাকেশ বসল। একটা কিছু হয়ে গেছে—একটা বড় কিছু নইলে ভদ্রলোক কথা বলছেন না কেন? রাকেশ দেখল ওখানের এনক্যুয়ারীতে বেশ ভীড় জমে গেছে।

'কি হয়েছে।' চাপা গলায় রাকেশ কথা বলল। বুকের মধ্যে সুতোটা টান টান। মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, তারপর রাকেশের দিকে তাকালেন, 'আজ সকালে একটা ফোন এসেছিল, নীরু কথা বলেছিল। তারপর আমরা চিৎকার শুনতে পাই।' কাঁপা গলায় বললেন ভদ্রলোক, 'গিয়ে দেখি মাটিতে পড়ে আছে, মাথার অনেকটা কেটে গেছে, এখনো সেন্স আসেনি। ডাক্তার বলছে ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে গেছে ও, ঘাড়েও চোট লেগেছে খুব। মাথার মধ্যেও নাকি হেমারেজ হচ্ছে। কি যে হল।'

হ্যাপি বার্থ ডে—ফুঁ দিয়ে দিয়ে সবকটা মোমবাতি নিবিয়ে দিয়ে কেউ একগাল হাসল যেন। বুকের মধ্যে পোড়া ধোঁয়া পাক খেয়ে গেল, অনেক কষ্টে রাকেশ বলল, 'কাল নাকি ও হাঁটতে পেরেছিল!'

মাথা নাড়লো ভদ্রলোক, 'মিরাকল ওটা—কালকে তুমি ফোন করেছিলে ওকে—বোধহয় উত্তেজনার ঘোরে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের ডাক্তার বুঝতেই পারলেন না সেটা কি করে সম্ভব! ঐ পা দুটো শরীরের ভার কি করে রাখল! ওর মা চিৎকার শুনে ঘরে গিয়ে দেখল ও হাসছে। ডাক্তার বললেন এটা মোমেন্টারী ব্যাপার। আবার ওকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। আজ সকালে, মনে হয়, সি ট্রাইড এগেন—আর তারপর—।' ভাঙ্গা গলায় বললেন ভদ্রলোক, 'ওর মা চাইতো না টেলিফোন ওর ঘরে থাকুক, আমি জোর করে রেখেছিলাম—একা পড়ে থাকে—বাইরের সঙ্গে শুয়ে শুয়ে যোগাযোগ রাখবে। এখন ওর মা আমাকেই দোষ দিচ্ছে।'

'আমি একবার দেখব ওকে!' অনেকক্ষণ পর রাকেশ বলল।

'ভিজিটিং আওয়ার্স চলে গিয়েছে, এখন কি দেখতে দেবে ওরা!'

'আমি দেখি—চেষ্টা করি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দ্যাখো, ওর মা এইমাত্র বাড়ি গিয়েছে, ফিরে এলে আমি যাব। তোমাকে সহ্য করতে পারছে না ওর মা, বলছে তোমার জন্যেই নাকি নীরু পড়ে গেছে—যা করার এখনই করো—আমি থাকতে থাকতে—।'

'কোথায় আছে ও?'

'ভিক্টোরিয়া ওয়ার্ডে।'

এখন সিঁড়ি ফাঁকা। ভিজিটার্সরা চলে গেলে হাসপাতাল কেমন চুপচাপ হয়ে যায়। লম্বা লম্বা করিডোরে শুধু নার্সদের জুতোর হিলের শব্দ টেলিগ্রাফের মত কথা বলে যায়। কেউ ওকে বাধা দিল না, রাকেশ ভিক্টোরিয়া ওয়ার্ডে এল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ও দেখল সার দিয়ে পাতা বেডগুলোতে পেশেন্টরা শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে কাপড় দিয়ে পার্টিশন করা ঘর। এটা মেয়েদের ওয়ার্ড, সবাই খুব বেশী অসুস্থ নয়, কেউ কেউ মুখ ফিরিয়ে রাকেশকে দেখছিল। চোখ বুলিয়ে নীরাকে খুঁজে পেল না ও। এখন যদি প্রত্যেকটা বেডের সামনে গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে হয়—সেটা ভীষণ বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। কি করা যায়! রাকেশ দেখল একটি মাঝারী বয়সের নার্স ওর দিকে এগিয়ে আসছে সটান হয়ে। মুখেচোখে ভীষণ উদ্বেগ নিয়ে রাকেশ এক পা এগোল, 'আচ্ছা, নীরা কোথায় আছে বলতে পারেন?'

'নীরা!' খুব নরম গলা মহিলার, নার্সদের গলা এরকম হলে কি ভালই লাগে।

'মানে আজ সকালে এখানে এসেছে—মাথায় চোট।' রাকেশ বোঝাল।

'ও—হ্যাঁ। তিন নম্বর বেড। কিন্তু ভাই আপনি এখন নিচে যান, বিকেলে আসবেন।"

'বিকেলে? আমার যে এখনই দেখা করা দরকার।'

'আপনার দরকার হলেও তো নিয়ম বলে একটা কথা আছে, এটা ভিজিটিং আওয়ার্স নয়।'

'বিশ্বাস করুন ভাই, আমি একবার দেখব—শুধুই দেখব।'

তাকালেন মহিলা, 'ওর বাড়ির লোকজন সবাই দেখে গেছে, তখন এলেন না কেন? তাছাড়া ওর অবস্থা ভাল নয়।'

'সেই জন্যেই যাব—প্লিজ!'

'আপনি ওর কে হন?' কৌতূহল ভদ্রমহিলার চোখে।

থমকে গেল রাকেশ, কি বলবে ও। নীরার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কি? এই ভদ্রমহিলাকে কিছুতেই বোঝাতে পারবে না ও। শুধু ইনি কেন—মাঝে মাঝে নিজের কাছেই দুর্বোধ্য মনে হয়, নীরাকে সব না বললে নিজেকে এত ঘর্মাক্ত মনে হয় কেন?

'কেউ না, মানে, আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না আমি।' রাকেশ বলল।

'ও।' রাকেশ দেখল মহিলার চোখদুটো চকিতে ওকে দেখে নিল। খুব অবাক হয়ে গেলে মানুষের মুখ এমনি বুঝি হয়। রাকেশকে আবার দেখলো মহিলা, 'কতদিন ওকে চেনেন?'

'অনেক দিন, অনেক বছর!' রাকেশ হাসল।

'অদ্ভুত তো, আপনার মত লোক আজও আছে!' কেমন উদাস হয়ে গেলেন মহিলা, 'উনি তো ফিজিকালি ইনভ্যালিড, তবু আপনি! আপনি যান, এটা অন্যায়, তবে আপনাকে আটকাতে আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু দেখবেন, একদম কথা বলবেন না। ডাক্তার বোধহয় অপারেশন করবেন, এখন কোনরকম উত্তেজনায় ওর ক্ষতি—সেটা তো আপনারো। যান, দু' মিনিট কিন্তু।' মেয়েরা যখন ভালবাসা পায় বা ভালবেসে কারো দিকে তাকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন তার মুখ ঈশ্বরের মত সুন্দর দেখায়। এই মহিলার মত।

ভদ্রমহিলাকে দরজায় রেখে রাকেশ ভেতরে এল। সার দেওয়া বিছানায় শুয়ে থাকা মেয়েদের দিকে তাকাল ও। তিন নম্বর বেড কোন দিকে!

দেওয়ালের দিকে একটা বিছানার দু' পাশে পর্দা দিয়ে ঘর করা হয়েছে। সংখ্যা বিচারে সেটাই তিন নম্বর। বড় বড় পা ফেলে রাকেশ কাছে এল। পর্দাটা সরিয়ে মুখ বাড়াতেই সমস্ত শরীর মিশিয়ে এইভাবে কে নেতিয়ে পড়ে আছে? কোমরের নিচে চাদর ঢাকা অংশে কিছু আছে কি নেই বোঝা মুশকিল। মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে রাকেশের বুকের মধ্যে কি যেন মুচড়ে উঠল। পুরো মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। কপালের অনেকটাই ঢাকা। বুক অবধি টানা চাদরের পাশ দিয়ে নীরার হাত দুটো এলিয়ে আছে। কোথাও যন্ত্রণা হচ্ছে, মুখের রেখাগুলো কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। সেই চোখ—যার দিকে তাকালে সব ভোলা যায়—শিরাওঠা পাতা ঢেকে রেখেছে এখন। মনে মনে কাঁপুনি এল রাকেশের। আমি, আমি, আমি।

রাকেশের ভীষণ ইচ্ছে হল নীরার কপালে হাত রাখে, আঙুল দিয়ে চোখের পাতায় আদর করে। এই শরীর—কোথাও চুপচাপ রক্ত ঝরে যাচ্ছে বাইরে থেকে বুঝতে পারছে না রাকেশ। রাকেশ তোমার কি হয়েছে? তুমি কথা বলছ না কেন? রাকেশ? একটা আর্তনাদ যা টেলিফোনের তার বেয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল আজ অথবা কাল তা নিশ্চয়ই টোকা মেরে যাবে ফাঁক পেলেই।

নীরা, তুমি ভাল হয়ে ওঠ, আমার অনেক কথা বলার আছে। আমার জন্যে তোমাকে ভাল হতেই হবে নীরা। রাকেশ মনে মনে বলল, তুমি কেমন আছ? তুমি কেমন আছ? কাল রিয়ার সঙ্গে আমি নিজেকে মেলাতে পারলাম না জানো—নীরা, রিয়াকে দেখে আমি আগের সেই ভালবাসার হিংসেটাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না কেন? নিজেকে কেমন নির্বীজ ভীরু মনে হচ্ছিল কেন? কাল রাত্রে আমি একটা ভীষণ ভয়ে পালিয়ে এসেছি জিনার কাছ থেকে। আমার শরীরের সমস্ত কামনার নখগুলো ভয়ে গুটিয়ে গিয়েছিল একটা সামান্য রোগের ভয়ে। নীরা, তোমাকে এসব শুনতে হবে যে।

কেমন একটা ঘোরের মধ্যে রাকেশ খুব ধীরে নীরার ডান হাতে হাত রাখল। নরম বরফের মত হাত, তার আঙুল, হাতের রেখায় কি মায়ায় হাত বোলাল রাকেশ। রেখাগুলো স্পষ্ট। কি গভীর যেন নদীর মত এঁকেবেঁকে গেছে। এটা কি ভালবাসার রেখা, নাকি জীবনের, নাকি ভাগ্যের? হঠাৎ কেঁপে উঠল নীরার হাত। আঙুল দিয়ে আলতো করে রাকেশকে ছুঁলো যেন। হাত সরিয়ে নিল রাকেশ, এখন কোন রকম উত্তেজনা মানে আপনারই ক্ষতি।

এক পা এক পা করে পিছিয়ে এল রাকেশ। নীরার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল ও। তির তির করে ঠোঁটের কোণ দুটো কাঁপছে নীরার, তারপর একটা তৃপ্তির ছবি হয়ে গেল ঠোঁট দুটো। এখন সেই যন্ত্রণার বাঁকা রেখাগুলো কোথাও নেই, কিন্তু ওরা বলল কোথাও চুপচাপ রক্ত ঝরে যাচ্ছে ঐ মুখে। দু'চোখের মধ্যে ঐ খুশীর ঠোঁট দুটো ধরে রাকেশ চোরের মত বেরিয়ে এল।

নিচে নেমে রাকেশ দেখল নীরার বাবা একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছেন। মাথা নাড়ছেন ভদ্রলোক, দুজনেই গম্ভীর, মাঝে মাঝে নীরার বাবা ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরছেন। রাকেশ কাছে গেল না। এখন নীরার বাবাকে ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে। এই লোকটার কাছে পৃথিবীর সমস্ত সুখ ও দুঃখ নেহাৎই মূল্যহীন এই মুহূর্তে, শুধু মেয়ের জীবন ছাড়া। এই লোকটাই কি রাকেশের ভবিষ্যৎ বারোটা বাজিয়ে দিয়ে বউকে চুমু খেয়েছিল? না ঠিক এই লোকটা নয়। একজন মানুষের অনেকগুলো মুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে, স্থানকাল মত এক একটা মুখ ধড়ের ওপর এসে যায়—একটা মুখ অন্য মুখকে চেনে না।

রাকেশ দেখল নীরার বাবা ওর সামনে দাঁড়িয়ে, 'দেখলে?' ঘাড় নাড়ল রাকেশ, 'হ্যাঁ।'

'কথা বলোনি তো কিছু?'

'না, কথা বলার মত অবস্থা ওর নয়।'

'হুঁ।' ঘাড় গুঁজে কি ভাবলেন উনি, এক্সরে রিপোর্ট বলছে মাথার পেছন দিকে চোট লেগেছে, যা করার ডাক্তার এখনই করবেন। ওরা অবশ্য বলছেন ভাল হয়ে যাবে। ব্লাড দরকার—আচ্ছা—।' হাত নেড়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। যেন এবার রাকেশ যেতে পারে। ব্লাড দরকার? নীরার জন্যে রক্ত। 'ওর ক্ষতি হবে সেটা তো আপনারো।'

'রক্ত পেয়েছেন? মানে যদি দরকার হয় আমি—।' নীরার বাবার চোখের দিকে এসে দাঁড়াল রাকেশ।

'না না দরকার নেই—মানে ডাক্তার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন, পয়সা খরচ করতে আমার আপত্তি নেই—অতএব সবই পাওয়া যাবে।'

বাইরে বেরিয়ে এল রাকেশ। এখন মাথার ওপর সূর্য, গরম লাগছে হাওয়া। পাশ দিয়ে কিছু কচি ছেলে একটি মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল হাসপাতাল ছেড়ে। এমনকি হরিধ্বনি অবধি দিচ্ছে না—এমন চুপচাপ গেল ওরা। নিঃশব্দে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া কেমন অপ্রাকৃতিক মনে হল রাকেশের—শব্দ চাই, যার অন্য নাম উত্তাপ।

সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে না, মুখের ভিতরটা বিস্বাদ হয়ে আছে। পেটের ভিতরে কোন বোধ নেই—ক্ষিধে পাচ্ছে না মোটেই—অথচ এখন দুপুর। অন্যমনে কিছুটা হেঁটে রাকেশ দুটি অল্পবয়সী ছেলেমেয়েকে সামনে পেল। এই ভর রোদে ওরা হাঁটছে পি-জি-র সামনের ফুটপাথ ধরে রবীন্দ্রসদন কিংবা ভিক্টোরিয়ার দিকে। দেখলেই বোঝা যায় মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলেমেয়ে। এই রোববার ছুটির দিনে ওরা বেরুল কি করে। আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন রিয়া মরে গেলেও ছুটির দিনে বেরোতে পারতো না। ছুটির দিনে বাড়ি-ভর্তি লোক—একটা মেয়ে চোখের আড়াল হলেই হৈচৈ পড়ে যেত। অথচ এই মেয়েটা কেমন বুক ফুলিয়ে হাঁটছে। ফাঁকা জায়গায় এলে রিয়া ভয়ে কাঁপত, কেউ দেখে ফেললে মরে যাব, বলত। কি দ্রুত সব বদলে যায়। পায়ের জুতো, জুতোর গোড়ালি দেখলে বোঝা যায় ছেলেটার মালকড়ি কছু নেই। নেহাতই ইতি-উতি খেলা খেলছে ওরা অথচ মুখচোখের ভাব দ্যাখ— কি সিরিয়াস, যাবতীয় প্রেমের দায়িত্ব যেন ওদের ওপর—ভঙ্গীটা ওরকম। আচ্ছা, ওরা এখন কি করতে পারে? ভিক্টোরিয়ার কোন গাছের তলায় বসে, গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে কথা বলতে পারে। কি কথা? আমি তোমাকে ভালবাসি, এক বুক ভালবাসি—এইসব বোকা বোকা কথা এখনকার প্রেমিকরা নিশ্চয়ই বলে না। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সমালোচনা করে সময় কাটায়? নাকি কেবলই চুপ করে বসে থাকে। বিবেকানন্দ রেস্টুরেন্টে একবার একটা ফ্রক পরা মেয়েকে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে কেবিনের পর্দা সরিয়ে চিৎকার করতে শুনেছিল ও, ছি ছি দিদি, তুই এই দুপুরবেলা এইখানে এইসব করছিস আর মা ভাবছে তুই কলেজে। মরণ হয় না তোর, ছি ছি ছি! রাকেশ অনেক সময় ভেবেছে, সেই মেয়েটার বুকে কোন ছেলে হাত দেয়নি কখনো? কিংবা কেউ কি কখনো ওকে চুমু খায়নি? কখনো!

নিজের মনে হাসছিল রাকেশ, হঠাৎ লক্ষ্য করল মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখছে। ছেলেটিও একবার ওকে দেখল। কুড়ি-একুশ বয়স হবে। চাপা গলায় মেয়েটি বলল, 'দেখছ কেমন পেছনে পেছনে আসছে, আবার হাসছে দ্যাখো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মেয়ে দেখলেই এক ধরনের লোকের জিভ দিয়ে লালা গড়ায়।' গম্ভীর গলায় বলল ছেলেটি।

'কি আর দেখবে, সব মেয়েই তো সমান, ঐ ফুটে চল।' ওরা রাস্তা পেরিয়ে অন্য ফুটপাত ধরল।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল রাকেশ। হঠাৎ ওর মনে হল, ওর বয়স কখন অনেকটা সময় পেরিয়ে এসেছে। সেই কুড়ি-একুশ বছরটার কাছে ও নেহাৎই একটা লোক, লালা গড়ানো লোক। পেছনে রোদে পোড়া পি জি হসপিটালের বাড়িটা দেখল ও। ঐ বাড়ির একটা ঘরে শুয়ে থাকা একটি দেহে চুপচাপ রক্তক্ষরণ হয়ে যাচ্ছে। নীরা আমি ভাল আছি—নীরা, নিজের বুকে হাত দিয়ে ক্ষরণ স্পর্শ করল রাকেশ।

'দি হর্সেস আর কামিং আউট অফ দি প্যাডক।'

লম্বা কিউতে দাঁড়িয়ে মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে শুনতে পেল রাকেশ। আজ ভীড় বেশী, বেশ বেশী। নগদ টাকা খরচ করে টিকিট কিনতে আজ কোন অসুবিধা হল না রাকেশের। কালকের পুরো টাকাটা পকেটে আছে। গম্ গম্ করছে গোটা রেসকোর্স। বিরাট চত্বরটা জুড়ে মেলা মেলা ভাব। এই কোলকাতা শহরে আর এমন কোন জায়গা নেই যেখানে এত বিচিত্র মানুষকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। পুরো কোলকাতারই একটা ছোট্ট চেহারা এই রেসকোর্স। গতকালও চোখে পড়েছিল, আজও দেখল, এখানে কোন মানুষ দু'দণ্ড স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। সবাই ব্যস্ত, প্রতিটি মুহূর্তে যে কোন খবর এসে একটা বিরাট অঙ্ক পকেটে ঢুকে যেতে পারে—ঠিক এইরকম সম্ভাবনায় সবাই ফুটছে।

কোয়ালিটি বারের পাশে বটগাছতলায় দাঁড়াল রাকেশ। এখন প্যাডকে কোন দর্শক নেই, বুকিদের আর টোটের কাউন্টারে ভীড় উপচে পড়ছে। পকেট থেকে রায়ের দেওয়া রেসবুকটা বের করল ও। ফার্স্ট রেস আরম্ভ হতে দেরি নেই, সেটা ছাড়াও আর আরো পাঁচটা রেস আছে। ঘোড়াগুলোর নাম পড়ল ও, দুর্বোধ্য ব্যাপার—কিছুতেই মাথায় কিছু ঢুকছে না। আজ জয়সোয়াল সাহেব নেই মাথার মধ্যে। নম্বরগুলো কেমন ধাঁধার মত দেখাচ্ছে। কি করা যায়! কোন ঘোড়া খেলবে ও, প্রতি রেসের আট দশটা ঘোড়ার মধ্যে কোনটে জিতবে। হঠাৎ ওর ছেলেবেলার একটা খেলার কথা মনে পড়ল। তারিখ-যোগ করা খেলা। সেটা করলে কেমন হয়। একদম অন্ধকারে হাতড়ানো যদিও। রাকেশ মাথা নাড়ল। না কোন রিস্ক নয়, সোজা রায়কে বলে দিলেই হয় আজ কিছু মাথায় আসছে না। আমি ভীষণ অসুস্থ—আমার বোধগুলো কোন কাজ করছে না। একটু হালকা লাগল মন—কোন সমস্যাকে সমাধানের সরল উপায় তাকে এড়িয়ে যাওয়া। বই বন্ধ করতে করতে হঠাৎ তিন নম্বরে চোখ পড়ল রাকেশের। তিন। তিন। তিন নম্বর বেডে একটা শরীরে চুপচাপ রক্ত ঝরে যাচ্ছে। রাকেশ মনে মনে ঠিক করে ফেলল আজ তিন নম্বর ঘোড়া খেলবে—যা হোক তা হোক।

টোট-বোর্ডে কাঁটা দেখল রাকেশ, তিন নম্বর থার্ড ফেভারিট, আড়াই-এর দর। দশ টাকায় পঁয়ত্রিশ টাকা ফেরৎ। বেশ বেশ। না, এ রেস নয়, এ রেসটা দেখাই যাক। হাঁটতে হাঁটতে রাকেশ জ্যাকপট কাউন্টারের সামনে চলে এল। ভীষণ ভীড়, মারামারি করে লোকে দশ টাকার নোটগুলো কাউন্টারে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তিন নম্বর দিয়ে জ্যাকপট কাটলে কেমন হয়। পর পর পাঁচটা রেসে তিন নম্বর ঘোড়া উইনার। লাইনে দাঁড়িয়ে গেল রাকেশ। টিকিট কাটার মধ্যে একটা আলাদা রকমের উত্তেজনা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপরে জ্যাকপট লেখা, নীলচে টিকিট। যে লোকটা কাউন্টারে বসে টিকিট পাঞ্চ করছিল পাঁচটা তিন নম্বর লিখতে লিখতে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। পর পর পাঁচটা রেসে যদি তিন নম্বর জিতে যায় তাহলে এই টিকিট মহামূল্য হবে। সুহাসদা কালকে বলেছিলেন, 'জ্যাকপট-ফ্যাকপট আমাদের ভাগ্যে নেই বুঝলে, একটা উইনার পেতে কালঘাম ছুটে যায়, তো পাঁচটা।' টিকিটটা ভাঁজ করে হিপ পকেটে রেখে পা বাড়াতেই ঘন্টা পড়ল। প্রথম বাজী শুরু হয়ে গেছে। সবাই ছুটছে ওপাশের গ্যালারির দিকে। রাকেশও দৌড় শুরু করল। এই বাজীটা দেখতে হবে। যদিও জ্যাকপটে এই বাজী নেই—তবু দেখার আনন্দটা অনেকখানি। সামনের একটা মোটা মাড়োয়ারীকে পাশ কাটিয়ে কয়েক লেংথ আগের আর একজনকে ডিঙিগয়ে ও হাঁপাতে হাঁপাতে গ্যালারির দিকে চলে এল। সারা মাঠে সমুদ্র ডাকছে। প্রবল হৈচৈ—চিৎকার—নিজের প্রিয় ঘোড়ার নাম ধরে আদুরে ডাক—রাকেশ দেখল এক নম্বর ঘোড়া টগবগিয়ে এগিয়ে আসছে। ফার্স্ট ফেবারিট এক নম্বর—সারা মাঠ খেলেছে এক নম্বর—এক নম্বর জিতে গেল। তিন নম্বর ঘোড়াটাকে খুঁজল রাকেশ—তিন নম্বর ফ্রেমই ধরেনি।

উত্তেজনা একটু থিতিয়ে এলে রাকেশ গ্যালারির দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল রায় ওকে হাত তুলে ডাকছেন। সেদিকে ভাল করে নজর দিতেই পাথর হয়ে গেল ও। রায় সপরিবারে এসেছেন। গ্যালারির মাঝ বরাবর বসেছে ওরা। রায়, রিয়া, রিয়ার স্বামী। রিয়ার মুখ-চোখ বেশ চকচকে, বোঝাই যাচ্ছে এই মাত্র হয়ে যাওয়া রেসের উত্তেজনা এখনও ওর মধ্যে আছে। রিয়ার স্বামী নির্বোধের মত মুখ করে বসে, রায় চুরুট খাচ্ছেন।

রায়ের কাছে এখন যেতে হবে, রায় যা বলছেন তাই এখন করতে হচ্ছে, শালা। আজ রায়কে আমি ডোবাব, মনে মনে বলল ও। একটু এগিয়ে যেতে ওর চোখ পড়ল সেই বৃদ্ধের দিকে। কালকের সেই ভদ্রলোক যিনি প্লানচেটে দশ নম্বর ঘোড়া পেয়েছিলেন। ঘোড়াটা এসেছিল—জিতেও যেতে পারত। হঠাৎ একটু ভরসা পেল রাকেশ, বুড়োকে ধরলে কেমন হয়!

বৃদ্ধ ভদ্রলোক গ্যালারির নিচের বেঞ্চিতে একা বসেছিলেন। রাকেশ ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হাত বাড়াল, 'আপনার বইটা একটু দেখব দাদু।' যদি নম্বরগুলোয় দাগ দেওয়া থাকে।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন ভদ্রলোক, 'রেস খেলতে এসেছেন আর দেড় টাকা দিয়ে বই কিনতে পারেন না।' খেঁকিয়ে উঠলেন যেন।

'একটা খবর পাবার কথা ছিল, তাড়াতাড়িতে—।' রাকেশ মুখ নামাল।

'খবর? খবর-টবরে কিছু হয় না। আমি ত্রিশ বছর রেস খেলছি। আরে মশাই, আপনাকে খবর দেবে কেন ওরা। বরং ব্যাপারটা গোপন রাখলে ঘোড়ার দর বাড়বে—ওদেরই তো লাভ, যত সব।' মাথা দোলালেন উনি। তারপর বইটা এগিয়ে দিয়ে মৃদু গলায় বললেন, 'তা খবরটা কি?' বইটা হাতে নিয়ে দ্রুত উল্টে গেল রাকেশ। শালা! কোথাও সামান্য একটা দাগ নেই। বুড়ো তো ভীষণ চাপু। মনে মনে রেখে দিয়েছে ঘোড়া। 'তিন নম্বর।' রাকেশ চোখ বন্ধ করে বলল।

উঠে দাঁড়ালেন বুড়ো। উত্তেজনায় মুখ লাল, 'কোন রেসে বলতো। লাস্ট রেসে?' ঘাড় নাড়ল রাকেশ। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়ে রাকেশের হাত ধরলেন উনি, 'আরে ভাই—তোমার খবর পাক্কা। তোমাকে বলব কি—লোকে বিশ্বাস করে না—এসো, এসো, আমার পাশে এসে বসো।' হাত ধরে রাকেশকে পাশে এনে বসালেন বুড়ো। বেশ ব্যাপার, দেখি তোমার পেটে কি আছে—রাকেশ সিগারেট ধরাতে গিয়ে থেমে গেল—থাক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটা ওর ঠাকুর্দা হতে পারত।

'ম্যাকফার্সনকে চেন? আঃ, তুমি চিনবে কি করে। বিরাট জকি ছিল এককালে। পাঁচুর দোকানে বসে আমরা মাল খেতাম। আমাকে অনেক ঘোড়া দিয়েছে তখন। টার্মসটা ছিল ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি। যা জিততাম ওকে অর্ধেক দিতাম। বুলেটের মত রাইড করত। শেষের দিকে ভাই লোভ বেড়ে গেল আমার। একটা ঘোড়া আমি পাঁচশো খেলে ওকে বলেছিলাম পঞ্চাশ খেলেছি। বিশ্বাস করেনি। তবে মুখে কিছু বলেনি। তখন কি জানতাম ও তার কদিন বাদে টেঁসে যাবে। সিরোসিস অফ লিভার। কিন্তু ও ছেড়ে গেলে কি হবে আমি ওকে ছাড়িনা। ওদের তো আর গয়ায় পিণ্ডি দেবার ব্যাপার নেই, ডাকলেই আসে। মানে আমি প্লানচেটে বসি বই নিয়ে। ভাল রেস বুঝত ম্যাকফার্সন। প্লানচেটে এসে প্রথমে রাগারাগি করে তারপর হাতে-পায়ে ধরলে ঘোড়া বলে দেয়। কালকে দশ নম্বর ঘোড়া বলেছিল। কি কপাল দ্যাখো, ফটোয় মার খেয়ে গেল। রাত্তিরে চেপে ধরতে বলল আজকালকার জকিরা 'রাইডিং-এর কিছু বোঝে না—ও নিজে হলে ঘোড়া হারতো না। তা অবিশ্যি ঠিক।'

এপাশ ওপাশ দেখে নিলেন ভদ্রলোক, তারপর চাপা গলায় বললেন, 'কাউকে বলো না, কলকাতার মর্‌কে তুমি জানো না—হু হু করে দর কমে যাবে ঘোড়ার!' কান খাড়া করল রাকেশ, 'কাল প্লানচেটে ম্যাকফার্সন এসেছিল!'

'হুঁ। কিন্তু কাল ছিল শনিবার। তেনারা এই দিনটায় পৃথিবীতে বেশী আনাগোনা করেন। যতই আমি ম্যাকফার্সনকে ডাকছি ততই একটা না একটা আত্মা এসে যাচ্ছে। জ্বালাতনের একশেষ। কেউ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, কেউ বিষ খেয়ে। শেষটায় যে এল সে ম্যাকফার্সনকে পাঠিয়ে দিল।' কপাল মুছলেন বুড়ো।

'কি বলল?' খালি ধানাই-পানাই, রাকেশ কাঠ হয়ে বসল।

'বলতে কি চায়। রেগে কাঁই। এখন সেটা ফিফটি পাবার চান্স নেই। দুটো ঘোড়া বলল, সেকেন্ড রেসে এক নম্বর আর থার্ড রেসে তিন। খেলে দাও যত পারো। তবে কাউকে বলো না বুঝলে।'

ঘাড় নেড়ে উঠে দাঁড়াল রাকেশ। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা নড়ছে যেন। এই রেসে এক নম্বর ঘোড়া। বই খুললো ও, এক নম্বর ঘোড়া দি সাইলেন্স, ওজন ষাট কেজি, জকি ইভান্স, ষোলশ মিটার রেস। হঠাৎ রাকেশ দেখল সামনে রায় দাঁড়িয়ে, কখন নেমে এসেছেন বুঝতে পারেনি ও। রিয়াও আসছে, পেছনে তার স্বামী।

'তোমাকে আমি ডেকেছিলাম।' রায়ের গলায় বিরক্তি স্পষ্ট।

মুখ তুলে তাকাল রাকেশ। শালা কি বলতে চায়? চাকর? নেহাৎ চাকরিটা—মাইরি সামান্য একটা চাকরির জন্যে এই লোকটার পা-চাটা হয়ে থাকতে হবে! তোমাকে আমি ডোবাব শুভ্রা! দাঁড়াও।

'এর সঙ্গে কথা ছিল।' রাকেশ বলতে বলতে দেখল রিয়া হাসছে।

'দাও, বইটা দাও।' হাত বাড়ালেন রায়। বইটা রায়ের হাতে গুঁজে দিল রাকেশ। চটপট পাতা উল্টে গেলো রায়, 'কি ব্যাপার, তোমাকে মার্ক করে দিতে বলেছিলাম না?'

মাথাটা গরম হয়ে গেল রাকেশের, 'আপনি কি ভাবেন, আমি সব উইনার ঘোড়ার লিস্ট নিয়ে বসে আছি।' অবাক চোখে রায় ওর দিকে তাকাতেই রাকেশ নিচু গলায় বলল, 'চলুন, প্যাডকে গিয়ে ঘোড়া দেখি।'

প্যাডকের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রাকেশ বুঝতে পারছিল ওরা পেছনে পেছনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসছে। আড়চোখে দেখল রায় রিয়াকে রেসকোর্সটা দেখাচ্ছেন। আদুরে বেড়ালের মত রিয়া রায়ের গা ঘেঁষে হাঁটছে। অনেক পেছনে ওর স্বামী। বেচারা।

প্যাডকের কাছে জমজমাট ভীড়। কোনরকমে একটা জায়গা করে নিল রাকেশ। ঘোড়াগুলো ঘুরছে। এক নম্বর ঘোড়াটাকে খুঁজল ও। ট্রেনার লাগাম ধরে আছে, জকি ইভান্স লাফিয়ে উঠল ঘোড়ায়। চকচক করছে গায়ের রঙ। টগবগ করছে ঘোড়া। রায় এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। রাকেশ মুখ ঘোরাল, 'তিন নম্বর ঘোড়া দেখুন।'

'তিন নম্বর?' রায় বই দেখলো, 'নটি ডল! কি বলছ কি, একদম নতুন ঘোড়া পারবে?'

'আমার তো মনে হচ্ছে, অবশ্য সবই লাক। ইচ্ছে হলে খেলবেন না। যদি না জেতে—।' রাকেশ তিন নম্বর ঘোড়াটাকে দেখল। ছাই ছাই রঙের ছোট ঘোড়া। দেখে কিছু মনে হল না।

'ঠিক আছে, খেলছি আমি।' রায় বেরিয়ে এলেন ভীড় থেকে। মনে মনে খুশী হল রাকেশ। ডোব শালা, জিতবে এক নম্বর। প্লানচেটের খবর। আমি শালা এক নম্বর খেলব। তিন নম্বর খেলে মর তুমি। রিয়াকে দেখল ও, হাসছে রিয়া। রায়ের সঙ্গে বুকিদের কাউন্টারে চলে গেল রিয়া।

'কেমন আছেন মশাই?' রাকেশ দেখল রিয়ার স্বামী সামনে দাঁড়িয়ে।

'ভাল না, আপনি?'

'এই চলে যাচ্ছে। কিন্তু আজ এখানে এসে না আমার ভীষণ থ্রিল লাগছে। দারুণ উত্তেজনা, না? সব বড়লোকদের ব্যাপার-স্যাপার। আমার মতন কেরানীরা বুঝতেই পারবে না।' হাসছিল ভদ্রলোক। বোকা বোকা বড় চোখ খুশীতে উজ্জ্বল।

'আপনি ঘোড়া খেলবেন না?' রাকেশ জিজ্ঞাসা করল।

'ক্ষেপেছেন? পয়সা কোথায়? তাছাড়া ঘোড়া তো নাও জিততে পারে। এই দেখুন না আগের রেসে রায়সাহেব দুই নম্বর ঘোড়াটা খেললেন দুশো টাকা—যিতল না তো! টাকাটা থাকলে বলুন তো কত কাজে লাগত!' সিরিয়াস মুখটা দোলালেন উনি।

'রায় আপনার কে হয়?' রাকেশ ওর মুখের দিকে তাকাল।

'আমার কিছু হন না উনি।'

'তাহলে আপনার বাড়িতে ও যায় কেন?'

'ও, মানে, রিয়াকে উনি খুব স্নেহ করেন।'

'উনি যতক্ষণ রিয়াকে স্নেহ করেন ততক্ষণ আপনাকে বাইরে বসে থাকতে হয়, তাই না?' রাকেশ মরীয়া হয়ে গেল, এই লোকটাকে ক্ষ্যাপাতে হবে। এর মধ্যে যে হিংসে, সন্দেহ আর ঘেন্নাটা আছে তাকে খুঁচিয়ে দেবে ও। একে রায়ের মুখোমুখি দাঁড় করাবেই রাকেশ।

'না না, একি বলছেন আপনি! রিয়া শুনলে কষ্ট পাবে।' মাথা নিচু করলেন উনি।

'তার চেয়ে রিয়া বেশী কষ্ট পাবে আপনাকে এইরকম কেন্নো হয়ে থাকতে দেখে। আপনি তো রিয়াকে ভালবাসেন, তাহলে ভালবাসার জনকে কেউ এভাবে অপরের হাতে ছেড়ে দেয়?'

মুখ তুলে তাকালেন ভদ্রলোক, কি ভাবলেন, তারপর ধীর গলায় বললেন, 'আপনিও তো রিয়াকে ভালবাসতেন।'

রাকেশের সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে গেল। এই লোকটাকে যত সহজ সরল মনে হয়েছিল তা তো নয়। নাকি একদম বোকার মত বলল কথাটা। লোকটা কি রিয়ার স্বামীর ভূমিকায় শুধু অভিনয় করেই যাচ্ছে, ভেতরে ভেতরে অন্য মাল। এমনভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটা বলল যেন রিয়ার এইসব ঘটনার জন্য রাকেশই দায়ী। যেন রাকেশই নপুংসক। কিন্তু না, এত সহজে আমি ছাড়বো না। ক্ষরণ যখন শুরু হয়েছে চুপচাপ—। এমন সময় ঘন্টা বাজলো দ্রুত। লোডিং স্টার্ট। ঘোড়াগুলোকে খাঁচায় ঢোকান হচ্ছে। এখনই রেস শুরু হয়ে যাবে। ছটফট করল রাকেশ। এক নম্বর ঘোড়া খেলতে হবে। প্লানচেটে পাওয়া এক নম্বর ঘোড়া। তাড়াতাড়ি ও বলল, 'আপনার সঙ্গে আমি আজ এ ব্যাপারে আলোচনা করব। আমি আসছি, আপনি দাঁড়ান।' বিস্মিত দুটো চোখের সামনে দিয়ে রাকেশ বুকিদের দিকে ছুটল। এক নম্বর চারের দর। মিনিমাম বেট পঞ্চাশ টাকা। প্লাশ এগার টাকা পঞ্চাশ পয়সা ট্যাক্স। পকেট থেকে টাকা বের করে চেঁচাল রাকেশ, 'নাম্বার ওয়ান—ফিফ্‌টি।'

'ফিফ্‌টি টু—টু হাণ্ড্রেড।' শব্দগুলো লিখে বুকি ওকে কার্ড দিল। চকিতে ও পকেটে ঢুকিয়ে নিল কার্ডটা। রায় যদি দ্যাখে তাহলে বিশ্রী ব্যাপার হয়ে যাবে। একটু বেরিয়ে আসতেই রাকেশ দেখল রায় রিয়া আর সুহাসদা হাসতে হাসতে গ্যালারির দিকে যাচ্ছেন। সুহাসদা কখন এলেন? সুহাসদাকে কি রায় তিন নম্বর ঘোড়ার কথা বলেছে? ভীষণ আফশোস হল ওর। সুহাসদা হারুক এটা কখনো চায়নি সে। কিন্তু এখন কিছুই করা যাবে না।

রিয়ার স্বামী তখনও দাঁড়িয়েছিলেন। রাকেশকে দেখে বললেন, 'খেললেন নাকি?'

'হ্যাঁ, চলুন।' রাকেশ গ্যালারির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

'কত খেললেন?' কৌতূহল খুব ভদ্রলোকের।

'একশ টাকা?' ইচ্ছে করে বাড়িয়ে বলল রাকেশ। বলে ভাল লাগল।

'একশো!' গলা শুনে বুঝতে পারল রাকেশ, ভদ্রলোক বেশ অবাক হয়ে গেছেন।

'আপনার অনেক টাকা, না? মানে রায় সাহেবের মতন—'

গ্যালারির সামনে খোলা চত্বরটায় দাঁড়িয়ে রাকেশ দেখল সামনের মানুষ ঠেলে এগোন যাবে না। এখান থেকেই দেখা যাক। রিয়ার স্বামীকে ভাল করে দেখল ও, 'আপনার নামটা কি যেন!'

'ওহো, আমার নাম জানেন না—না? আমার নাম অরুণাংশু।'

'দেখুন অরুণাংশুবাবু, আজ অবধি কতগুলো এক টাকা আপনি যে কোন কারণে খরচ করেছেন?'

'এক টাকা! সেকি হিসেব আছে মশাই—' ভদ্রলোক কেমন ঘাবড়ে গেলেন।

'হিসেব নেই তো—তা এক লাখ হতে পারে কিংবা তারও বেশী—আপনি যা মাইনে পান এবং যত বছর চাকরি করেছেন, গুণ করে দেখুন কত লক্ষ টাকা আপনি রোজগার করেছেন, তার মানে কি এই যে আপনার প্রচুর টাকা আছে?'

'সে তো খরচ হয়ে গেছে।'

'সেই খরচের সঙ্গে আমার আরো নিরানব্বুই টাকা যোগ হল। বুঝলেন? এই রেসকোর্সে একশ টাকা নস্যির মত—' কথা বলতে বলতে রাকেশ দেখল রেস শুরু হয়ে গেছে। মাইকে শুনলো লেভেল স্টার্ট হয়েছে একমাত্র নাম্বার ওয়ান ছাড়া।

খাঁচা থেকে বেরোতে চাইছে না নাম্বার ওয়ান। ঐ বেরিয়েছে। সামনের ঘোড়াগুলো ততক্ষণে অনেক এগিয়ে আছে। প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে নাম্বার ওয়ান। যাঃ একি হল! পকেটে হাত দিয়ে কার্ডটা শক্ত করে ধরল রাকেশ। প্লানচেটে বলেছে ও ঘোড়ার মার নেই। সাত নম্বর ঘোড়া পেস করছে। তার পেছনে একগাদা ঘোড়া—তার অনেক পেছনে এক নম্বর—মরীয়া হয়ে দলটাকে ছুঁতে চাইছে। নাঃ কোন চান্স নেই। শালা! বেন্ট ঘুরছে ঘোড়াগুলো। সাত নম্বরের সঙ্গে আরো তিনটে ঘোড়া এসে গেছে পাশা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশি। সেকেন্ড এনক্লোজারে প্রচন্ড চিৎকার। 'নাম্বার সেভেন ইন-এ-ওয়াক্।' 'ওয়ান হর্স রেস।' হঠাৎ মাঠ কাঁপিয়ে চিৎকার উঠল 'আরে নাম্বার থ্রি—আরে নাম্বার থ্রি।' পাশ থেকে এক ফোকলা মাদ্রাজি চিৎকার করল, 'ডেজ বেস্ট হর্স—ডেজ বেস্ট—নাম্বার থ্রি।' ফ্যাল ফ্যাল করে রাকেশ দেখল তিন নম্বর ঘোড়া রাজার মত অনেক আগে উইনিং পোস্ট ছুঁয়ে গেল। আর সব ঘোড়ার শেষে এক নম্বর ক্লান্ত পায়ে আসছে, জকি চুপচাপ বসে।

তিন নম্বর জিতে গেল! অরুণাংশুবাবু বললেন, 'কি মশাই চুপ করে আছেন কেন, এত টাকা জিতলেন!'

হাসল রাকেশ, 'এ তো সামান্য। কিন্তু ঐ বুড়োটা অনেক জিতে গেল, বুঝলেন।' নিজের হারার জন্য নয়, তিন নম্বর জিতে গেল কেন?

'কে?'

'আপনার রায়সাহেব। ওকে জেতাতে চাইনি আমি। অরুণাংশুবাবু, আপনি একটু শক্ত হোন, শালাকে লাথি মারতে পারেন না, ঘাড় ধরে বের করে দিতে পারেন না আপনার ফ্ল্যাট থেকে।' হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল রাকেশ।

'কি বলছেন, রিয়া দুঃখ পাবে।'

'দুঃখ পাবে? আপনি জানেন ও আজ একটা বেশ্যার কাছে যাবে। আর সেই বেশ্যার যদি কোন রোগ থাকে তাহলে রিয়ার শরীরে তা যাবে—আপনার তখন কেমন লাগবে?' রাকেশ পকেট থেকে কার্ড বের করে মোছড়াতে লাগল। যেন সবার শেষে আসা এক নম্বর ঘোড়াটাকে টুকরো টুকরো করে দিল।

'কি বলছেন কি?' ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন অরুণাংশু!

কার্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রাকেশ, নগদ ষাটটা টাকা জলে গেল। 'আপনি কি ধরণের পুরুষমানুষ আমি বুঝতে পারছি না। ওরা যে আপনাকে শিখন্ডী করে সামনে রেখেছে সেটা আপনার মাথায় ঢুকছে না কেন?'

মাথা নাড়লেন অরুণাংশু, 'আপনি বোধহয় একটু বাড়িয়ে বলছেন। আমি জানি রায় সাহেবের সঙ্গে ওর অন্যরকম সম্পর্ক আছে। কিন্তু দেখুন, আমি তো ওকে কিছুই দিতে পারিনি। ওর অ্যাম্বিশন অনেক, গাড়িতে করে ঘোরা, দামী রেস্টুরেন্টে খাওয়া, ছেলেমেয়েদের লরেটোতে পড়ানো—এসব আমি পারতাম না। এই দেখুন পার্ক স্ট্রীটের কাছে অতবড় ফ্ল্যাট নেবার ক্ষমতা কি আমার আছে, ভাবতে পারতাম কখনো? কিন্তু আমাকে ও ভালবাসে কিনা জানিনা তবে মাঝে মাঝে আমার কাছে ও কাঁদে, তখন আমি সব ভুলে যেতে পারি। কিন্তু রায়সাহেব ওকে ছাড়া অন্য কিছু জানেন না।'

হাসল রাকেশ, 'তাই নাকি?'

মুখটা শক্ত করে অরুণাংশু ছেলেমানুষের মত বললেন, 'হ্যাঁ, ওঁর স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, মেয়েরা আমাদের বাড়িতে আসে, অ্যাকচুয়েলি রায়সাহেব আমাদের ফ্যামিলির মেম্বার হয়ে গেছেন।'

'তাহলে উনি আজ রাত্রে একজন ট্যাক্সীগার্লের কাছে যাচ্ছেন কেন? নিশ্চয়ই রিয়া ওকে স্যাটিসফাই করতে পারছে না!'

আমি বলব, একশবার বলব, মনে মনে বলল রাকেশ।

ফোঁস করে উঠলেন অরুণাংশু 'আমি বিশ্বাস করিনা।'

'করবেন, যখন আপনার স্ত্রীর শরীরে তার প্রমাণ দেখতে পাবেন।'

রাকেশ দেখল অরুণাংশু থর থর করে কাঁপছে।

'প্রমাণ দিতে পারেন?' চোখমুখ লাল অরুণাংশুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পারি। আজ রাত্রেই ও যাবে।'

'বলুন কোথায় যাবে ও, আমি হাতেনাতে ধরব, আমি রিয়াকে সেখানে নিয়ে গিয়ে দেখাবো।' কাঁপছিলেন অরুণাংশু।

'আঃ' ধমকে উঠলো রাকেশ, 'অত উত্তেজিত হবেন না আপনি, এসব কথা আমার কাছে শুনেছেন, জানতে পারলে ও ক্ষেপে যাবে। আপনি এখন ওর সঙ্গে দেখা করবেন না বা দেখা হলে কিছু বলবেন না যদি কথা দেন, তাহলে আমি ডিটেলস আপনাকে বলব।'

'ঠিক আছে রাকেশবাবু, আমি কথা দিচ্ছি।' অসহায় মুখ অরুণাংশুর।

'বেশ, লাস্ট রেসের আগে এখানে আসবেন, আমি বলে দেব।' ওকে পিছনে রেখে রাকেশ হাঁটতে লাগল। এখন ওর বেশ ভাল লাগছে। এইমাত্র হেরে যাবার দুঃখটা কোথাও নেই। আঃ, নীরা, আমি ভাল আছি। কি আনন্দ।

হৈ হৈ করে জড়িয়ে ধরলেন সুহাসদা, 'আরে রাকেশ, ভাগ্যিস মিঃ রায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, নাহলে এই রেসে আমি হারতাম। এই দ্যাখো, আই প্লেইড ফাইভ হান্ড্রেড। আটের দর ছিল ঘোড়াটার। তোমার দৌলতে বড়লোক হয়ে যাচ্ছি হে।'

রাকেশ হাসল। সুহাসদার সঙ্গে রায় দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একটা কার্ড। রাকেশ অনেক কষ্টে সুহাসদাকে ছাড়াল, 'এটা আপনার লাক সুহাসদা, আমি কে? আপনি কত খেললেন?'

'সেম বেট—এক হাজার।' কার্ড দেখালেন রায়। আট হাজার পেয়েছে শুড্ডাটা, শালা। আফশোসে হাতের মুঠো পাকাল রাকেশ। হঠাৎ ওর খেয়াল হল সুহাসদা কিংবা রায় কেউ ওকে কমিশনের কথা বলছে না। কি ব্যাপার? শালারা চেপে গেল নাকি? এরই নাম রেসকোর্স। তোমাদের আমি দেখাব। মনে মনে বলল রাকেশ।'

'নেক্সট ঘোড়া কি আছে হে?' সুহাসদা বললেন।

ঘাড় নাড়ল রাকেশ, 'ঠিক বুঝতে পারছি না এখনও।'

খুশী হলেন সুহাসদা। এই যে রাকেশ টপ করে কোন ঘোড়ার নম্বর বলল না, এ থেকে যেন রাকেশের সততা টের পেলেন। ইনটুইশন তো আগে থেকেই তৈরী থাকে না, হঠাৎ হঠাৎ মনে আসে। ওদের দাঁড়াতে বলে পেমেন্ট আনতে চলে গেলেন সুহাসদা। যাবার আগে বলে গেলেন সেই প্লানচেট বুড়োর খোঁজ করতে। সুহাসদার ধারণা রাকেশ আর সেই প্লানচেট বুড়ো একসঙ্গে করলে মোটা টাকার কুইনেলা অবধারিত। রাকেশ বলল না বুড়োর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে, বলে কোন লাভ নেই, নিজের হারার গল্প অন্যের কাছে করলে রেসকোর্সে দাম কমে যায়। আশ্চর্য, ওরা কেউ জিজ্ঞাসা করল না রাকেশ তিন নম্বর ঘোড়া খেলেছে কিনা!

রায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুহাসদা চলে যেতে বললেন, 'তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে?' রায়ের মুখটা উদাস উদাস।

'কার?' রাকেশ জিজ্ঞাসা করল।

'সেই মেয়েটি! ডিলিসিয়াস। আমি আশা করছি এই সপ্তাহেই রিপোর্ট চেঞ্জ করাতে পারবো. মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।'

'ওহো, দাঁড়ান একটু, আমি, আমি দেখি ও এসেছে কিনা?' মনে পড়ে গেল রাকেশের। শুড্ডার রস কত?

'এসেছে, আমি দেখেছি।' রায় বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি পেমেন্ট নিয়ে আসুন, আমি বারে গিয়ে কথা বলছি।' রাকেশ হাঁটতে লাগল। চল হে রাকেশ, মাগীর দালাল এবং রেসুড়ে, তোমার চাকরিটা ফেরত চাই, একশবার। বারে ঢোকার আগে রেসকোর্সটা দেখল একবার। গিজ গিজ করছে লোক। চারদিকে দারুণ ব্যস্ততা। এত মেয়ে এবং পুরুষ সবাই কি টাকার পেছনে ছুটছে? নাকি অনেকেই পর্দার আড়ালে এই ধরনের নাটক করে যাচ্ছে—বোঝার উপায় নেই। বারের ভিতর ঢুকল রাকেশ।

বার তখন জমজমাট। একদম কোণার দিকে একদঙ্গল জাহাজী, বুকে হাতে উল্কি আঁকা মাতাল সাহেব টেবিল বাজিয়ে কোরাস গাইছে। ওদের গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকা দিশী মেমসাহেবরা মাঝে মাঝে 'হুই-হু-ই-ই' বলে চেঁচিয়ে উঠছে। কানে তালা লাগবার যোগাড়। বেয়ারারা হিমসিম খাচ্ছে।

থামের আড়ালে ওরা বসেছিল। ওকে দেখে বেনসন হৈ হৈ করে উঠল, 'আরে এসো, এসো। আমি ভাবলাম তোমার কিছু হয়েছে।'

রাকেশ চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বসে জিনার দিকে তাকাল। তাকিয়ে নিজেকে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করল। চোখ পুড়ে যায়—আঃ। বুকের মধ্যে একশ বাতাস বলল, উম্‌ম্‌, উম্‌ম্‌। চোখ নিচু করে বসেছিল জিনা, আজ ম্যাক্সি পরেছে ও। নেভি ব্লু ম্যাক্সি, গলার কাছে অনেকখানি খোলা জায়গায় একটা মোটা দানার হার এলিয়ে পড়ে আছে। বুকের অনেকখানি খোলা—এত সতেজ স্তন মেয়েদের হয়! চোখ খুলে রাখা যায় না। জিনা হাসল; 'হাউ ডু য়ু ডু।' মাঝখানে বৃদ্ধা বুড়ি নড করল একবার 'উই মিস্‌ড ইউ ইন লাঞ্চ।'

আরে তাইতো, রাকেশের মনে পড়ল আজ দুপুরে বেনসন ওকে খেতে বলেছিল। মনে মনে একটু লজ্জিত হল ও। বুড়ির দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'অ্যাম সরি, আই ওয়াজ ভেরি বিজি দিস মর্নিং।'

বুড়ি মাথা দোলাল, মুখে কিছু বলল না। বেনসন এবার ঝুঁকে বসল, 'লিস্‌ন, তোমার কাছে কি গুড বেট আছে বল।'

'না কিছুই নেই। আই অ্যাম ইন ডার্ক টু ডে। তবে লাস্ট রেসে তিন নম্বর ঘোড়া খেলতে পারো।' রাকেশ বলল।

সঙ্গে সঙ্গে বেনসন বই খুলে লাস্ট রেসের তিন নম্বর ঘোড়াটায় গোল দাগ দিয়ে নিল, 'মাই ফিউচার—হ্যাঁ জিততে পারে। ওয়েল রাকেশ, কাল তুমি আমাকে একটা ভাল ঘোড়া বলেছিলে, সো আমি তোমাকে আজ বলছি। প্লে নাম্বার সিক্স ইন ফোর্থ-রেস। ঘোড়াটার নাম দি উইনার। চালাচ্ছে জন মরিস। হি ইজ মাই ফ্রেন্ড। আজ সকালে ও আমাকে বলে গেছে—হি ইজ ট্রাইং।'

কাউকে বলবো না এই ঘোড়াটার কথা, রাকেশ মনে মনে বলল। একটু পরে বেনসন উঠল, থার্ড রেস শুরু হচ্ছে। টেলিভিশনে দেখা যাচ্ছে ঘোড়াগুলো প্যাডকে ঘুরছে। এক একটা রেসে সব নতুন নতুন ঘোড়া, কিন্তু দেখতে একই রকম লাগে। কি করে যে ওরা বোঝে। বেনসন গেল প্যাডকে ঘোড়া দেখতে। বুড়ির দিকে তাকাল রাকেশ। একমনে রেসের কুলুজি দেখছে। চুলোয় যাক বুড়ি। রাকেশ পা দিয়ে জিনাকে ছোট্ট টোকা মারল।

মুখ তুলে তাকাল জিনা, হাসল।

'কথা বলছ না কেন?' রাকেশ বলল।

'আমি একটু অবাক হয়েছিলাম তোমাকে আসতে দেখে।'

'কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাল রাতে তুমি যেভাবে পালিয়েছিলে! তুমি বসতে পারতে।'

'আসলে ব্যাপারটার জন্য আমি লজ্জা পেয়েছিলাম। তুমি কিছু মনে করোনি নিশ্চয়, করেছ?'

মাথা নাড়ল জিনা, ঘাড় অবধি এলিয়ে থাকা ইস্পাত-রঙা চুলগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠল, 'দোষটা আমার, তাই না?'

'ছেড়ে দাও। আজ রাত্রে কি করছ?'

'কিছু না। নাথিং।' জিনা ঘাড় কাৎ করে তাকাল, 'তুমি আসবে?'

'না, মানে, আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে, করবে না?'

'বল?'

'আমি একজনকে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'

'তারপর?'

'তাকে তোমার রোগটা দিতে হবে।'

চোখ বড় হয়ে গেল জিনার। সোজা হয়ে বসল ও, 'তুমি কি বলছ?'

'ঠিকই বলছি,' চাপা গলায় বলল রাকেশ, 'লোকটা তোমার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে, আমি চাই তুমি ওর সঙ্গে স্টে কর। প্লিজ ফর গড সেক, তুমি না বলো না।'

'নো, নো, অসম্ভব, আই নেভার স্টে উইদ স্ট্রেঞ্জার্স।'

'প্লিজ জিনা। লোকটা তোমার জন্যে আমাকে ব্ল্যাক মেইলিং করছে। আমাকে বাঁচাও প্লিজ। ওকে তুমি কিছু বলবে না—কিছু না।'

রাকেশ দেখল সেই ল্যাপিজ ল্যাজুলি চোখ দুটো কেমন উদাস হয়ে গেল, 'বয়স কত?'

'ফিফটি।'

'সেকি—ওঃ। রাকেশ, তোমাকে আমি অন্যভাবে দেখেছিলাম।'

'আমি জানি, বাট্, শুধু একবার—'

'ইউ নো মাই রেট', গলার স্বর পাল্টে গেল জিনার। কেমন করকরে চোখ মুখ শক্ত। কিছু না বুঝে ঘাড় নাড়ল রাকেশ, 'না।'

'টু হান্ড্রেড পার সট্, প্লাশ এস্টাব্লিশমেন্ট ফিস—তার মানে আড়াইশো সব মিলিয়ে।'

'ঠিক আছে।'

'সাড়ে সাতটায় পাঠিয়ে দিও। অ্যান্ড দি টার্মস ইজ হি উইল নট ড্রিঙ্ক ইন মাই ফ্ল্যাট। ওকে?'

'ঠিক আছে।' উঠে দাঁড়াল রাকেশ।

'আর শোন, রেসকোর্সে দেখা হলে আর আমাকে ডিস্টার্ব করো না, মাইন্ড দ্যাট। ঠিক আছে, সাড়ে সাতটা—নাউ গেট আউট।'

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রাকেশ। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কি জিনা ওর সঙ্গে সম্পর্ক বাতিল করে দিল। কেন? জিনা তো—এটাই তো ওর গোপন পেশা। রাকেশ তো ওকে একটা প্রস্তাব দিয়েছে মাত্র। মাথাটা কাজ করছিল না রাকেশের। মেয়েদের এসব ব্যাপার বোঝা খুব মুশকিল।

পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল রাকেশ। কিন যেন হয়ে গেল। রাকেশ দেখল সামনে রায় দাঁড়িয়ে, একা।

'আপনার সঙ্গে ও এখন কথা বলতে চাইছে না।' রাকেশ প্রতিক্রিয়া দেখল। শুন্ডার মুখটা কেমন চুপসে গেল না? উঁহু, তা মনে হচ্ছে না, বরং বেশীরকম খুশী মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে। ধান্দা চেঞ্জ করল নাকি।

রায় বললেন, 'কেন?'

'মানে, এখানে এই প্রকাশ্যে কথা বললে অনেকে অন্যচোখে দেখবে, আমিও ভাবলাম, তাই হয়তো ঠিক হবে, আপনার মত স্ট্যাটাসের লোক—।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে', রাকেশকে থামিয়ে দিলেন রায়, 'আসল কথাটা বল।'

রায় একটু গম্ভীর যেন। রাকেশ বারের ভেতরটা একবার দেখে নিল। তারপর বলল, 'আজ সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় আপনি ওর ফ্ল্যাটে যাবেন।'

'ওর ফ্ল্যাটে? কেন হোটেলে হয় না?' রায় একটু চিন্তিত যেন।

'না, ওর ফ্ল্যাটেই ভাল, কেউ থাকে না। কোন ঝামেলা নেই।' দালালী করছি তো বেশ, মনে মনে বলল রাকেশ। দালালরা কি এভাবে কথা বলে? 'পার্ক স্ট্রীটে, আপনার ফ্ল্যাটের কাছেই ও থাকে। আপনি যদি বলেন, আমিই আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।'

'না না কোন দরকার নেই, তুমি ঠিকানাটা বল।' রায় হাত নাড়লেন।

'ওহো সত্যিই তো, আপনি একাই যান। দর-দস্তুর হয়ে গেছে, আড়াইশো টাকা বলছে, কিছুতেই কমাল না, আপনি আমার বাপের বয়সী লোক, আপনাকে আর কি বলব।' রাকেশ থামল।

আর এইসময় সেই জলতরঙ্গ বেজে উঠল। ঝপ্ ঝপ্ করে টোটের জানলাগুলো পড়ে যাচ্ছে, টিকিট বিক্রী বন্ধ। এপাশের সমস্ত লোক বিদ্যুৎগতিতে ওপাশের গ্যালারির দিকে ছুটছে। রেস শুরু হয়ে গেছে। মাইকে রিলে হচ্ছে। রাকেশ দেখল ক্রমশ এই তল্লাটটা ফাঁকা হয়ে গেল, শুধু বারের মধ্যে সেই জাহাজীগুলো প্রাণপণে গান গেয়ে যাচ্ছে। কোন্ ভাষায়? যাঃ এই রেসটা খেলা হল না। কিই বা খেলত, সবই তো দুর্বোধ্য। রায় নিশ্চয়ই এই রেস খেলেনি, সাহাসদা? এখানে দাঁড়িয়ে কিছুই বোঝা যায় না, রেসের কোন উত্তাপ এখানে আসছে না, বিচ্ছিরি ব্যাপার। রায়ের দিকে তাকাল ও। বাপের বয়সী লোক বলা সত্ত্বেও বুড়োটা ক্ষেপলো না। পেসেন্স আছে মাইরি।

'তুমি বলছ, কোন অসুবিধা নেই ওর ফ্ল্যাটে?' রায় জিজ্ঞাসা করলেন।

মাথা নাড়ল রাকেশ, 'একদম না, দুটো রুম, অ্যাটাচ্ড বাথ, বাথটব, ইচ্ছে করলে বাথটবে শুয়ে পড়তে পারেন। আমার দারুণ লাগে, ছেলেবেলা ছেলেবেলা মনে হয়।'

'তুমি গিয়েছ?'

'আঃ, না গেলে এসব বলছি কি করে। তবে আড়াইশো টাকা দেবার ক্ষমতা কি আমার আছে বলুন?'

'তবে গেলে কি করে?'

'আমি ঠিক ঐসবটবের জন্যে ওখানে যাইনি—এমনি চলে গিয়েছিলাম আর কি। ঐ আপনার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে ওর ফ্ল্যাটটা খুব কাছাকাছি হয় কিনা।'

'ঠিক আছে, ঠিকানাটা বল?'

হঠাৎ একটা চিৎকার, তারপর ছোট ছোট আর্তনাদের শব্দ ওপাশ থেকে গড়িয়ে এল। একটা লোক, পরে বুঝল বুকি, পাগলের মত হাত নাড়তে নাড়তে মাঠ থেকে ছুটে এল, 'নাম্বার থ্রি টোয়েন্টি টু ওয়ান প্রাইস—কেউ খেলেনি মশাই আমার বুকে—আঃ।' সব বুকির মুখ খুশী খুশী। দারুণ আপসেট ঘোড়া জিতেছে। পেমেন্ট করতে হবে না তেমন।

তিন নম্বর জিতে গেল। যাঃ। তিন নম্বর! হঠাৎ ওর মনে পড়ল সেই জ্যাকপট টিকিটটার কথা। মাঠে ঢুকেই নীরার জন্যে টিকিট কেটেছিল ও। তিন-তিন-তিন-তিন-তিন। পাঁচটা তিন। হাসপাতালের বিছানার নম্বর। কি কান্ড, তার মধ্যে দুটো তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে গেল—আঃ। কিন্তু আর কি হবে—এই রেসে বেনসন বলল নাম্বার সিক্স খেলতে, ঘোড়া হারবে না। একবার প্যাডকে গিয়ে দেখতে হয়। রায়ের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'খেলেছিলেন?'

'না, তোমাকে একটা কথা কতবার জিজ্ঞাসা করব?'

'ও ঠিকানাটা, এই দেখুন বাড়ির নাম্বার জানিনা তো। তবে অপ্সরা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে যে সাদা বাড়ি তার সেকেণ্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নাম্বার এইটে ও থাকে। আপনার কোন অসুবিধা হবে না, গেলেই পেয়ে যাবেন।'

মনে মনে বোধহয় ঠিকানাটা ঝালিয়ে নিলেন রায়, একবার চোখ বন্ধ করলেন।

'ঠিক আছে, আমি আশা করছি তুমি ঠিক ঠিক কথা বলছ।'

আর দাঁড়ালেন না রায়, বই দেখতে দেখতে প্যাডকের দিকে চলে গেলেন। একটু এগোতেই সুহাসদার সঙ্গে দেখা, 'রায়ের সঙ্গে কোন কথা হল?'

'কি কথা?' চমকে গেল রাকেশ, জিনার ব্যাপার সুহাসদা জানে নাকি?

'তোমার চাকরির ব্যাপারে বলছি।'

'হ্যাঁ। আজ আমাকে লর্ড সিন্‌হা রোডে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওরা আবার চেক করবে বলেছে।' রাকেশ বলল।

'গুড। তুমি অলমোস্ট সিওর থাকতে পার। চল, প্যাডকে যাই।'

সুহাসদার সঙ্গে প্যাডকে এল রাকেশ। এখন আবার এদিকটায় ভীড় বাড়ছে। ঘোড়া দেখে দুমদাম টাকা লাগছে বুকিদের কাছে। ছয় নম্বর ঘোড়াটাকে দারুণ ফিট মনে হল ওর। টগবগ টগবগ করছে। সুহাসদা বলল, 'বল, কোনটা পছন্দ?'

'ছয় নম্বর—নাম্বার সিক্স।' ফিস ফিস করে বলল রাকেশ।

'সিক্স? বল কি হে!'

ওরা বেরিয়ে এল প্যাডক থেকে। বেনসন বলেছে ঘোড়ার মার নেই। দেখতে দারুণ লাগছে ঘোড়াটাকে। সুহাসদা আটশো খেলল। পাঁচের দর। এবার একশ টাকা খেলল রাকেশ। ট্যাক্স নিয়ে একশ তেইশ। জিতলে হাতে আসবে ছয়শো। বাব্বা! বেট করে সুহাসদা আবার সেই প্লানচেট বুড়োর খবর নিতে বললেন রাকেশকে, 'এসব সুযোগ কেউ হাতছাড়া করেনা রাকেশ, রেস খেলে কেউ জিততে পারে না, কিন্তু কেউ কেউ জিতে যায়। এইসব যোগাযোগ যদি কাজে লাগাতে পারে—তবেই হবে।'

একটা ঢেউ এল। প্যাডকের কিছু মানুষ, মেম্বার গ্যালারির কিছু লোক এসে এক হাজার দশ হাজার মারতে লাগল তিন নম্বর ঘোড়ায়। ইভ্‌ন মানি হয়ে গেল ঘোড়াটা। হঠাৎ রাকেশ দেখল ছয় নম্বরের দর বেড়ে যাচ্ছে। তিন নম্বরে টাকা লাগায় ছয় নম্বরের প্রাইস বাড়ছে। দেখতে দেখতে ছয় নম্বর আটের দর হয়ে গেল। একজন সাহসী বুকি সেটাকে দশ করল। অর্থাৎ একশ টাকায় হাজার টাকা। সুহাসদাকে এড়িয়ে ও আবার বুকিদের কাছে ফিরে এল। তির তির করে বুকের মধ্যে একটা লোভ ছড়িয়ে পড়ছে। একশ টাকায় হাজার টাকা, পকেটের বাকী আটশো টাকা যোগ দিলে আট হাজার এসে যাবে—। মাথা ঘুরতে লাগল রাকেশের। কে জানে হয়তো এটাই ওর কপালে লেখা ছিল। আট হাজার পেয়ে আর একটা ঘোড়ায় সব টাকা লাগালে এক লাখ হতে কতক্ষণ। কিন্তু আটশো টাকা—একটু বেশী হয়ে যাবে না, অনেক ভেবেচিন্তে রাকেশ পকেট থেকে চারশো বের করল। কালকের টাকাগুলো সব। চারশো টাকার ট্যাক্স হবে বিরানব্বই। আরো একশ বের করে বুকির হাতে দিল রাকেশ, 'নাম্বার সিক্স।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফোর থাউজেন্ড টু ফোর হান্ড্রেড।' চেঁচিয়ে কার্ডে লিখে বুকির অ্যাসিস্টেন্ট ওকে কার্ড আর আট টাকা ফেরত দিল। 'ইওর নেম প্লিজ?' নাম জানতে চাইছে কেন? 'আপনার নামটা বলুন মশাই!' বুকি ভদ্রলোক আবার বললেন। ইতস্তত করল রাকেশ, 'তারপর বলল, 'রাকেশ মিত্র।' আগের কার্ড আর এইটে এক সঙ্গে চেপে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল রাকেশ। ছয়শো টাকার ওপর খেলা হয়ে গেল। কাল বিকেলেও ও ভাবেনি ছয়শো টাকা রেসে খেলতে পারে। এত তাড়াতাড়ি সব ঘটনা বদলে যায়। ছয় নম্বর জিতে গেলে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা হাতে আসবে—আঃ। মাঠের দিকে আসতে গিয়ে বুকিদের পাশে রাখা ছোট্ট বোর্ডের দিকে নজর পড়ল ওর। অনেক কিছু নিয়ম-কানুন লেখা আছে। তারমধ্যে অন্যতম যেটা সেটা হল মোটামুটি বড় টাকার পেমেন্ট করতে হলে বুকি নাম জিজ্ঞাসা করবে এবং তাকে তা জানাতে হবে। এটা ট্যাক্সের ব্যাপারে জরুরী দরকার। যাচ্চলে, শেষ পর্যন্ত রেসের খাতায় নাম খোদাই হয়ে গেল ওর!

ক্রমশ কোলাহল কমে এলে, মাঠের হাজার হাজার কণ্ঠের উত্তেজনা শান্ত হলে. রাকেশ চোখ খুললো। গ্যালারির এই দিক থেকে লোক নেমে যাচ্ছে এখন। ওপর থেকে ফেলে দেওয়া টিকিট আর কার্ড, ভোকাট্টা ঘুড়ির মত বাতাসে উড়ছে। মাথা ঘুরছিল রাকেশের। মনে হচ্ছিল, এখানে বসে থাকলেই ভাল লাগবে, চিরকাল। হাতের মুঠোয় দুটো কার্ড, যার দাম ছয়শো টাকা যা কিনা পাঁচ হাজারের প্রতিশ্রুতিতে প্রায় নিশ্চিত ছিল, এখন রাকেশের আঙ্গুল তুলে সেগুলো ছুঁতে ইচ্ছে করছিল না। রাকেশ চোখ মেলে দেখল, একটু আগে হয়ে যাওয়া রেসটার রেজাল্ট বোর্ডে ঝুলছে। হাওয়ায় দুলছে, প্রথম পজিসনে, তিন নম্বর। ছয় নম্বর ঘোড়া থার্ড হয়েছে। কে যেন চিৎকার করেছিল আগে থেকে লাগাই ছিল, নইলে এই মুহূর্তে অত হাজার হাজার বেট হল কি করে ঘোড়াটার।

কান্না পাচ্ছিল রাকেশের। এত টাকা কেন খেলল ও। কেন যে লোভ হয়। তিন নম্বর ঘোড়া আবার জিতল। হচ্ছেটা কি। জ্যাকপটের টিকিটটা চোখের সামনে ধরল রাকেশ। তিন তিন তিন। মিলে গেছে। এখন শুধু বাকী দুটো তিন দরকার। এরকম হয়—এই সব অবিশ্বাস্য ব্যাপার নাকি এই রেস মাঠেই হয়—সব।

কার্ডগুলো ফেলে দিতে কষ্ট হচ্ছিল। রাকেশ দুমড়ে মুঠো পাকিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। তারপর উঠে দাঁড়াতেই রিয়াকে দেখতে পেল ও। রিয়া বসে আছে গ্যালারির একদম ওপর ধাপে। একা। কিছুক্ষণ দেখল রাকেশ, তারপর হাঁটতে লাগল প্যাসেজ দিয়ে।

হলুদ জমির ওর খয়েরী পদ্মপাতার ছাপ—রিয়ার শাড়িটা ওকে চমৎকার জড়িয়ে রেখেছে। ভাল করে দেখল রাকেশ, এই মেয়েটাকে আমি এককালে ভালবাসতাম। এই মেয়েটার নাম মনে পড়লে বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠত। এখন এই মেয়েটা একটা স্মৃতি, একটা বিচ্ছিরিরকমের স্মৃতি। কিন্তু তাহলে এত ভাবায় কেন, বুকের মধ্যে হিংসেগুলো জড় করে কেন।

রিয়া ওকে দেখতে পেয়ে হাসল। রাকেশ গ্যালারির ওপর ধাপে উঠে এল। এখান থেকে পুরো রেসকোর্সটা দেখা যাচ্ছে। ওপাশে ফোর্ট উইলিয়াম আর এদিকে মড়ার খুলির মত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এই রোদে পুড়ছে। একটু একটু বাতাস দিচ্ছে। পি জি হাসপাতাল এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। পাশে গিয়ে বসল রাকেশ, বসেই টের পেল রিয়া ইন্টিমেট মেখেছে, কাছে টেনে নেওয়া গন্ধ। আঃ।

'আমাকে তোমার ঘেন্না হচ্ছে, না?' রিয়া বলল। বলার সময় ওর মুখ একটুও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁপলো না, চোখ দুটো সোজা অনেক দূরের টাটা বিল্ডিংস ছাড়িয়ে অন্য কোথাও। রাকেশ চট করে জবাব দিল না, ও চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে নিল। না, রায় বা অরুণাংশুবাবু কেউ এখানে আশেপাশে নেই। রিয়াকে একা রেখে কোথায় গেলেন ওরা। রায়ের কথা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু অরুণাংশুবাবু, তার তো কিছুই করার নেই এখানে। নাকি দূর থেকে নজর রাখছেন। একটু অস্বস্তি হল রাকেশের। কেউ নজর রাখছে ভাবতেই খারাপ লাগে।

অনেকক্ষণ প্রশ্নটা করেছে রিয়া, জবাব দিতে যে সময় শোভনীয় তার চেয়ে বেশী ব্যয় হয়ে গেছে, তবু রিয়া মুখ ফিরিয়ে দ্বিতীয় কথা বলছে না, বোধহয় প্রথম প্রশ্নের উত্তর না পেলে দ্বিতীয় কোন প্রসঙ্গে যাওয়া দরকার মনে করছে না। রাকেশ হাসল, একটু আলতো শব্দ করে—যার অনেক কিছু মনে হতে পারে। তারপর বলল, 'তোমাকে ঘেন্না করা আমার পোষাবে না।'

চট করে মুখ ঘোরাল রিয়া, চোখের কোণ দুটো একটু কুঁচকে গেল, মুখের চামড়া টানটান, 'কেন? আমি কি তারও যোগ্য নই।'

হাওয়া দিচ্ছে খুব, তেল না দেওয়া এলোমেলো চুলগুলো দু হাতে ঠিক করতে করতে রাকেশ বলল, 'তুমি এভাবে কথা বলছ কেন?'

অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল রিয়া। রাকেশ অনুভব করল রিয়ার দৃষ্টি ওকে গভীরভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ওর বুকের মধ্যে জমে থাকা সব স্মৃতিগুলো নেড়েচেড়ে দেখে নিচ্ছে। সব ঠিকঠাক আছে কিনা, যেমনটি রেখে গিয়েছিল ও। শেষ পর্যন্ত রিয়া বলল, 'আমি কিন্তু কাল তোমাকে দেখে বুঝতে পারছিলাম না কি করব। অবাক হব না খুশী, ঘেন্না করব না দয়া দেখাবো—নাকি করুণা করব—বুঝতে পারছিলাম না। তারপর রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, অনেক কিছু ভাবলাম। আচ্ছা, সত্যি করে বল তো আমার সম্পর্কে তুমি কি ভাব?'

'কেন, বেশ স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মহিলা।' রাকেশ বলল।

'আর বলো না, কিরকম মোটা হয়েছি দ্যাখ, অনেকে চিনতেই পারে না।'

এমন মুখ করে রিয়া বলল, রাকেশ চট করে সেই রিয়াকে দেখতে পেল, 'এই দ্যাখো, আমার হিপ্‌টা কিঁ বাজে না!'

'অরুণাংশুকে তুমি বিয়ে করলে কেন রিয়া। কোন দরকার ছিল না তো।' রাকেশ বলে ফেলল। রিয়াকে দেখলেই ওর বুকের মধ্যে এই কথাগুলো ফুঁসে ফুঁসে ওঠে কেন?

'ওসব পুরোন কথা তুলে কি লাভ বল!' রিয়া মুখ ঘোরাল।

'না, আমার জানতে ইচ্ছে হয়, আমি কি দোষ করেছিলাম, কেন আমার কাছে বলেছিলে বিয়ে না করে তোমার কোন উপায় নেই, অথচ তেমন কিছু ঘটেনি তোমার।' ঠোঁট কাঁপছিল রাকেশের।

অনেকক্ষণ আবার চেয়ে থাকল রিয়া, 'তখন তুমি খুব বোকা ছিলে, কিছু বুঝতে না। আর আমি ছিলাম বেশী চালাক, তাই দেখ কেমন ফাঁদে পড়ে গেলাম।'

'রায় তোমার কে?'

'কেউ না। শুভাকাঙ্ক্ষী বলতে পার।'

'তুমি সত্যি কথা বলছ না।'

'সত্যি কথাটা তো তুমি জানো, আমার মুখ থেকে শুনলে কি বেশী আনন্দ পাবে? আমার উপায় নেই রাকেশ, আমাকে এ ব্যবস্থা মেনে নিতেই হবে, আমি ইচ্ছে করেই নিয়েছি। এই বুড়ো লোকটা, আমার বাবার বয়সী লোকটা আমাকে দিয়েছে—সব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা মেয়ের যা যা চাওয়ার দরকার, কোনটায় ফাঁক নেই একটুকু। আমি যদি একটু অন্য কথা বলি, আমার পা ধরে ছেলেমানুষের মত কাঁদে। সেটা যে কত বড় আনন্দ তুমি বুঝবে না রাকেশ। আমি ভাল আছি রাকেশ, সত্যি ভাল আছি। আমার স্বামীকে আমি করুণা করে ভালবাসি, এই বুড়ো লোকটাকে কৃতজ্ঞ হয়ে ভালবাসি, আমার মেয়ে দুটোকে মায়ের মতন ভালবাসি, আর যখন একদম একা থাকি, কিংবা সরস্বতী পুজোর সন্ধ্যেগুলো আসে তখন মনে হয় আর একজনকে ভালবাসতাম, বুক ভরে একটা কাঁপুনি আসতো, রাকেশ সেটাই আমার এক ধরনের আনন্দ।' জোরে জোরে নিশ্বাস নিল রিয়া, নাকের পাটা ফুলছে অল্প। বাতাসে কিছু রুখু চুল উড়ছে এলোমেলো।

'বাঃ, এক সঙ্গে এত লোককে ভালবাসছ তুমি—তোমাকে কি বলা যায়?' রাকেশ একটা লঘু মেজাজ আনতে চাইল। ভাল লাগছে না এভাবে কথা শুনতে, এসব কথা।

'সেটা তো আমার নিজস্ব ব্যাপার, মেয়েরা ইচ্ছে করলে সব পারে।' রিয়া বলল।

নিচের লনে ভিড় জমছে। প্যাডক থেকে ঘোড়াগুলো বেরিয়ে মাঠে এসেছে। স্টার্টিং পয়েন্টে যাচ্ছে ওরা। এটা কত, মিটার রেস? দশটা ঘোড়া আছে, জকিরা বেশ খোস-মেজাজে যাচ্ছে এখন। বই খুলতে ইচ্ছে করছে না একটু—এই রেস খেলবে না ও, রাকেশ ঠিক করল। 'তুমি আজ রেসকোর্সে এলে কেন?'

'এমনি। ভাবলাম দেখে আসি জীবনের সঙ্গে কতটা মিল এর।'

'তাই নাকি? কি দেখলে?'

'মিল সবটাতে। সবাই ছুটছে দেখ, একটু থেমে পড়লেই আর জেতা যায় না। না?'

'রায়কে তুমি চিনলে কি করে?'

'আমি চিনিনি, ও আমাকে চিনে নিয়েছে।'

'লোকে বলে তুমি রায়ের রক্ষিতা।'

হেসে ফেললে রিয়া, 'এই তো, অন্ধকার। এতক্ষণে ঠিক কথা বললে। ও আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, হ্যাঁ আমি ওর রক্ষিতা।' তারপর গম্ভীর হয়ে গেল রিয়া, 'তুমি ওকে হিংসে কর, না?'

'জানি না, তবে ওকে খুন করতে পারলে করতাম। বাস্টার্ড।' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রাকেশ।

'অরুণাংশুকে?'

'না, ওকে আমার কিছু বলার নেই।'

'রায় তোমাকে দয়া করে চাকরি ফিরিয়ে দিচ্ছে, তাই না?'

চুপ করে গেল রাকেশ।

'রাকেশ, রায় আমায় যা যা দিয়েছে তুমি আমায় দিতে পারবে? পারবে না। তোমার সততা নেই, রায়ের আছে।'

'কি বললে? সততা, রায়ের?' অবাক হল রাকেশ।

'হ্যাঁ। শোন, আমার মাকে তুমি চেন, কতখানি জানো তা আমি জানি না। বাবা মারা যাবার পর মা ব্যবসা নিজেই দেখতেন। এখানে ওখানে যেতেন কাজ নিয়ে। রায়ের সঙ্গে ওঁর আলাপ হল রাইটার্সে। মাকে রায় ম্যাগসে চা খেতে ডাকলেন। আমার মা সুন্দরী মহিলা, অনেকে এখনও হাত বাড়ায়, মা ভাবলেন রায় সেই সুযোগ নিচ্ছেন। দেখা করাটা জরুরী, কন্ট্রাক্ট ম্যাচিওর করার লোভ মা ছাড়তে পারছিলেন না, অথচ একা যেতে ভয় হচ্ছিল ওঁর। মা আমাকে সঙ্গী হিসেবে নিলেন, দুজন থাকলে মা নিরাপদ। রায় আমাকে দেখল, মায়ের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলল, মায়ের ব্যবসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিকিওরড হল। কিন্তু পরদিন রায় আমার কাছে এসে হাজির। আমরা তখন সি আই টি কোয়ার্টারের খাঁচায় থাকতাম। রায় আমাকে স্বর্গ পেড়ে এনে দিতে চাইল। আমি কিছু পাইনি অরুণাংশুর কাছে। না অর্থ না সন্তান, শুধু বোকার মত মেরুদণ্ডহীন ভালবাসা একটা মেয়ের কোন প্রয়োজনে লাগে? অরুণাংশু কিন্তু বাধা দিল না। ঐটেই ওর চরিত্রের একটা গুণ, আমাকে বাধা দেয় না। তারপর আমি সুখী। রায় আমার কাছে একগোছা চাবির মত আঁচলে বাঁধা। যখন যা কিছু আকর্ষণ, আমি এই চাবির একটা দিয়ে তা খুলে ফেলি। দোষের মধ্যে রোজ দু পেগ ড্রিংক করবে। নিয়মটা আমিই বেঁধে দিয়েছি, পুরুষ মানুষের একটু-আধটু মদ খাওয়া ভাল, কি বল?

'এখন তুমিই ভাল বুঝবে এটা, তাই না!' রাকেশ অন্যদিকে তাকাল। মুখ ঘুরিয়ে খানিকক্ষণ রাকেশকে ভাল করে দেখল রিয়া, তারপর খুব ধীর গলায় বলল, 'রাকেশ, তুমি এই কয় বছরে অন্যকোন মেয়েকে ভালবাসোনি?'

'কেন?' চোখে চোখ রাখল রাকেশ।

'বলনা, সত্যি কথা শুনতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।' কী প্রত্যাশায় রিয়ার মুখ টলটলে। চোখ বন্ধ করল রাকেশ। কি বলবে ও, এক্ষেত্রে কিইবা বলা যায়।

'আমি জানি তুমি ভালবেসেছ।' ছোট্ট একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলল রিয়া।

'জানো?' রাকেশ হাসল।

'হুঁ, কাল আমার বাড়িতে গিয়ে তুমি তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিলে, বল ঠিক কিনা?'

'তুমি কিন্তু একবারও আমায় জিজ্ঞাসা করনি, আমি বিবাহিত কিনা!'

'উঁহু, তোমাকে আমি যেটা জিজ্ঞাসা করছি সেটাই বল। আর সত্যি বলতে কি তুমি বিবাহিত হলে আমার কিছু এসে যায় না, বরং আনন্দই হবে।'

'ভালবাসা বলতে তুমি কি জানতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি না রিয়া, তবে যে ভালবাসার সঙ্গে ভবিষ্যত জড়িয়ে থাকে সেরকম কিছুর খোঁজ-খবর পাইনি এখনও। বর্তমানকে নিয়েই আমার কারবার।' আস্তে আস্তে বলল রাকেশ। বলে হাসল।

চুপচাপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রিয়া। তারপর বলল, 'সেই কতবছর আগে তোমাকে দেখে মনে হত তুমি যদি কাউকে খুন করে আমার কাছে এসে হাসো, আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করবো না তুমি খুন করেছ—তোমার হাসিটা সেই একই রকম আছে, ঠিকঠাক।'

গোছানো গিন্নীর মত হাসল রিয়া। হাসলে রিয়ার গজদাঁত এখনো দেখা যায়। কষ্ট হচ্ছিল রাকেশের এভাবে বসে এই সব কথা শুনতে। এই সেই রিয়া, বিয়ের পর এক সময় ও পাগলের মত খুঁজেছে সারা কোলকাতায়, একবার দেখা হয়ে গেলে কথা বলতে না পেরে সারাদিন গুমরে থেকেছে কিংবা বিয়ের আগে রিয়ার আসার কথা থাকলে একদিন তিনঘন্টা ধরে অপেক্ষা করে পা ব্যথা করেছে—এসব মনে করে খারাপ লাগাটা আরো বেড়ে যাচ্ছিল।

'আমার জন্যে তোমার কোন কিছু অবশিষ্ট আছে তাহলে—।' রাকেশ যেন নিজের সঙ্গে কথা বলল।

'না নেই। রাকেশ, তোমাকে আমি মুছে ফেলেছি।' রিয়া সাদা হয়ে থাকা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে তাকাল, 'প্রথম প্রেমের স্মৃতি নিয়ে একটা মেয়ে সারা জীবন বেঁচে থাকতে পারে না।'

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রাকেশ। একটা ভীষণ আফশোসে ওর ভিতরটা ফুঁসছিল। ক্ষরণ হচ্ছে কোথাও, চূড়ান্ত ক্ষরণ। ভিতরে ভিতরে চুপচাপ, কিন্তু নিঃশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যাচ্ছে। রিয়া ঘাড় ঘোরাল, 'তুমি কিছু বলবে রাকেশ?'

খুব ধীরে ধীরে রাকেশ বলল, 'তুমি জান না, তোমার রায় আজ কোথায় যাচ্ছে, তুমি জান না—'

একটা হাত আলতো তুলে রিয়া ওকে থামিয়ে দিল, 'আমি জানি, রায় একটা অ্যাংলো মেয়ের কাছে যাচ্ছে, বাজারের মেয়ে, ওর অনেক দিনের শখ ছিল, আর তুমিই যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছ। তাই না?'

'রিয়া।' চিৎকার করে উঠল রাকেশ।

'কেন করছ? একটা চাকরির জন্যে এত নিচে নামছ কেন? না, এ প্রশ্ন তোমাকে করে লাভ নেই। দ্যাখো, রায় আমাকে বলেছে, আর শোন, আমি ওকে অনুমতি দিয়েছি। তুমি হেরে গেলে।' মাথা দুলিয়ে ঠোঁটের কোণে একটা হাসি ফোটাল রিয়া।

'তুমি কি জানো, সেই মেয়েটার কি রোগ আছে, যা তোমার মধ্যে রায় এনে দিতে পারে।' চাপা গলায় বলল রাকেশ।

'রোগ? হাসালে তুমি। রোগ বহন করতে যে সুস্থতা দরকার রায়ের তা অবশিষ্ট নেই। আমি কেড়ে নিয়েছি।'

'তুমি জানো, অরুণাংশুবাবুকে আমি জাগিয়ে দিয়েছি, ভদ্রলোক ভীষণ ক্ষেপে গেছেন, হয়তো রায়কে খুন করে ফেলতে পারেন।'

হাসলো রাকেশ।

চমকে উঠল রিয়া, 'কি করেছ তুমি? ছি! রাকেশ, অসাধারণ নাই বা হলে, সাধারণের দলে ভীড় করো না প্লিজ।' মানুষ যখন ভিক্ষে চায় তখন কি এরকম গলা হয়?

আর এই সময় মৃদু জলতরঙ্গের আওয়াজ। ওরা মাঠ জুড়ে চিৎকার। পঞ্চম রেস শুরু হয়ে গেল। এক সঙ্গে সব ঘোড়াগুলো আসছে। সেদিকে তাকিয়ে রিয়া বলল, 'কে জিতবে এখন কেউ বলতে পারে? সামান্য একটু ভুল করলে আর তোমার চূড়ান্ত হার হয়ে গেল। তুমি অরুণাংশুকে ঠান্ডা করাও। আমি তোমাকে—রাকেশ, এখানে হবে না, রেস শেষ হলে তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়ি যাবে।'

'না, তা অসম্ভব, আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।' ঘোড়া দেখতে দেখতে রাকেশ বলল।

'কেন?'

'একজনকে দেখতে।'

'আমি তোমাকে দশ মিনিটে ছেড়ে দেব। প্লিজ। তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ। রায় আজ আমার বাড়ি যাবে না। অরুণাংশু যাতে কিছু না করে তুমি তা দ্যাখো।' প্রায় কেঁদে ফেলল রিয়া।

চিৎকার বেড়ে যাচ্ছে। ঘোড়াগুলো বাঁক নিয়েছে। একজন এগিয়ে আসে তো আর একজন তাকে ছুঁয়ে ফেলে। সেকেন্ড এনক্লোজারে কে জিতবে বোঝা যাচ্ছে না। গ্রান্ডে পড়ে রাকেশ দেখল তিন নম্বর ঘোড়া বুলেটের মত বেরুচ্ছে। সামনের দুটো ঘোড়াকে ছাড়িয়ে চোখের পলকে উইনিং পোস্টের সীমা পার হয়ে গেল। তিন নম্বর, আবার তিন নম্বর জিতে গেল! তিন, তিন, তিন, তিন। চারটে তিন। ওঃ ভগবান। আর একটা তিন নম্বর জিতলে জ্যাকপট এসে যাবে ওর কাছে। নীরা—তুমি জিতছ—জিতে যাচ্ছ। দারুণ খুশীতে উঠে দাঁড়াল রাকেশ। রিয়া ডাকল, 'রাকেশ।'

ঘাড় ফেরাল রাকেশ, যেন অভয় দিচ্ছে এমন ভঙ্গীতে বলল, 'ঠিক আছে, তাই হবে। আমি নিচে যাচ্ছি।'

পায়ে পায়ে নেমে এল রাকেশ। একদম নিচে এসে ঘাড় ঘুরিয়ে ওপর দিকে চাইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ বেলার রোদ এসে পড়েছে রিয়ার হলুদ শাড়িতে। স্বপ্নের মত লাগছে।

'রিয়াকে আপনি বলেছেন?' চমকে ফিরে তাকাল রাকেশ। সামনে অরুণাংশু দাঁড়িয়ে। ওকি এখানেই ছিল? এখান থেকে এতক্ষণ ও ওদের দেখেছে?

'কি?'

'রায়ের কথা।' অরুণাংশুর মুখ শক্ত।

'না।' একটু ভাবল রাকেশ, 'অরুণাংশুবাবু, আমার বোধহয় একটু ভুল হয়েছিল। আজ নয়, রায় অন্যদিন যাবে সেখানে।'

'কি বলছেন?' হতভম্ব হয়ে গেলেন অরুণাংশু।

'আমাকে মাপ করবেন, আমি ভুল করেছিলাম।'

আস্তে আস্তে সহজ হতে আরম্ভ করলেন অরুণাশং, 'যা বাবা, আপনি কি যে বলেন তার ঠিক নেই।'

হাসল রাকেশ, 'যান ওপরে, রিয়া একা বসে আছে।'

প্যাডকে তিন নম্বর ঘোড়াটাকে দেখে খুব একটা ভাল লাগল না ওর। এটাই লাস্ট রেস। একটু আগে মাইকে একটা ঘোষণা শুনে থর থর করে কেঁপেছে রাকেশ। সাড়ে তিন লাখ টাকা পুল হয়েছে জ্যাকপটে, আর ফোর্থ লেগের পর মাত্র দুটো টিকিট এখনো রান করছে। তার একটি রাকেশের পকেটে, অন্যটা কোথায় কে জানে! তার কি এখন বুকের মধ্যে এমন করছে? প্যাডক থেকে ফিরতেই সুহাসদার সঙ্গে দেখা, সঙ্গে রায়। ওরা বোধহয় একসঙ্গে ঘুরছেন। সুহাসদা বললেন, 'রাকেশ কোথায় থাকো, এই রেসে আমরা উইনার পেয়েছিলাম, রায়ের পার্টি খবর দিল।'

'আই অ্যাম সরি সুহাসদা, আপনি হারিলেন আমার জন্য।' জ্যাকপটের কথাটা বলি বলি করেও বলল না রাকেশ। বললে ওরা হয়তো ভাববে রাকেশ জানতো এই তিন নম্বরগুলো জিতবে, ওদের ইচ্ছে করে বলেনি।

'আরে ঠিক আছে, ওসব ছাড়। সবাই যদি সব রেসে জিতে যাবে—! এবার কি আছে বল, এই লাস্ট রেস।' সুহাসদা রাকেশের ঘাড় চাপড়ালেন।

'তিন নম্বর।' রাকেশ বলল।

'হোয়াট?' রায় বলে উঠল, 'আবার তিন! সে কি, আজ প্রত্যেক রেসে তিন জিতবে নাকি?'

'আমার মনে হচ্ছে।' রাকেশ বলল।

'লেট আস সি।' রায় বললেন।

ওরা বুকিদের কাছে চলে গেলে রাকেশ ঠিক করলো এই রেসে ও খেলবে না। এই রেসে তিন নম্বর জিতলে লক্ষ টাকার জ্যাকপট—ভাবা যায় না। মিছিমিছি খেলে কি লাভ! একা একা সামনের লন পেরিয়ে উইনিং পোস্টের কাছে রেলিং ধরে দাঁড়াল ও। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে বিজয়ীকে। ভগবান তিন নম্বরকে এনে দাও। মনে মনে ও কোন ভগবানের মুখ মনে করতে চাইল। আঃ, সব ভগবানের মুখই যে এক রকম। তিন নম্বর জেতা মানে, নীরা তুমি জিতে গেলে। আমি জিতে গেলাম। তিন নম্বর। হাসপাতালের বিছানার গায়ে ঝোলানো লকেটে লেখা সেই ছোট্ট 'তিন' অক্ষরটা এখন যেন বিরাট বড় হয়ে এই রেসকোর্সে ঢেকে দিয়েছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে টাইপরাইটার মেশিনের মত আঁটোসাটো গ্যালারিটা দেখল রাকেশ। কেমন ঝিমিয়ে এসেছে চারধার। পর পর পাঁচটা রেসের উত্তেজনার পর এখন একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছন্নছাড়া ভাব। রিয়াকে দেখল ও। হলুদ শাড়ির খয়েরী ছাপে শেষ বিকেলের রোদ পড়েছে। রিয়ার পাশে অরুণাংশু। ওরা কি কথা বলছে? কি কথা ওদের থাকতে পারে? অরুণাংশু যদি রায়কে বলে দেয় রাকেশের কথা, রায়ের মুখ সেই সঙ্গে সকালের সেই অফিসারের মুখ মনে পড়ল ওর। না, অরুণাংশু বলবে না। কারণ যে সন্দেহের হাতিয়ার ওর মনের মধ্যে ঢুকল আজ, সযত্নে ও সেটাকে লালন করবে। রিয়া নিশ্চয়ই কিছু বলবে না। কিন্তু রিয়া ওকে ডাকল কেন আজ। দশ মিনিটের জন্যে যেতে হবে। হঠাৎ কি এমন দরকার? রিয়া ওকে ডাকছে—একটা গোপন আনন্দ সেই প্রথম প্রেমে পড়ার দিনগুলো থেকে ওকে টানতো। রিয়া এখন ডাকছে, যে রিয়া রায়ের খবর শুনে একটুও রাগ করল না। বোধহয় রাগ করল না বলেই জিতে গেল।

আজ রিয়াকে যদি একা পায় ও, কি করবে! রিয়াকে, রিয়াকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলে বুকের মধ্যে সেই পাথরটা গলবে? নাকি আরো ভার বেড়ে লোহা হয়ে যাবে। সেই কুড়ি-একুশ বছরের রিয়া, দু হাতে ওপরে তুললে পাখির মত হালকা হয়ে ডানা ঝাপটাতো বুকের মধ্যে, নরম সরল সততা ছিল, চুমু খাবার সময় ভয়ে নাকের ডগায় মুক্তোর মত ঘাম জমতো—সেই রিয়াকে কি আজ খুঁজে পাবে দশ মিনিটে! আচ্ছা, আজ রিয়াকে দেখে ও এত জ্বলে উঠছে কেন, এই রিয়াকে দেখে। কিন্তু তবু ও যাবে, যদি আজ না হয় কাল, ও যাবেই। রিয়ার অনেকটাই তো দেখা ছিল না, তার জন্যে দশ মিনিট দরকার হয় না। 'বিয়ে না করলে উপায় নেই'—রিয়ার সেই কথাটা এখন ওকে উত্তাপ দিচ্ছিল বেশ। কিন্তু হায়, সময় কি দ্রুত পোশাক পাল্টায়—দুই কন্যার জননী রিয়া যে আজ সারা মাসের ওষুধ খায়—দশ মিনিট কেন, বিনা দায়িত্বে রিয়া এখন যে কোন ঋণ দীর্ঘ সময় ধরে শোধ করে যেতে পারে। তাতে আমার কি লাভ, রাকেশ রেলিংটা মুঠোয় ধরল, শুধু একটা গোপন-আনন্দের বিনিময়ে চিরদিনের জন্যে হেরে যাওয়া। তবু যাব—যেতে হবে।

AMARBOI.COM

'শালারা জ্যাকপট আর কাউকে নিতে দেবে না।'

চমকে রাকেশ পাশের দিকে তাকাল। কম্‌প্লিট স্যুটপরা এক ভদ্রলোক পাশে দাঁড়িয়ে নিজের মনে বললেন। কি ব্যাপার, লোকটা কি জানে ওর কাছে টিকিট আছে। রাকেশ বলল, 'কেন?'

'দেখছেন না, মাত্র দুটো টিকিট আছে। দুটোই ওরা নিজেদের কনসার্ন থেকে রেখেছে নিশ্চয়ই। আপসেটের পর আপসেট। কোলকাতায় সব কিছু চলে—হতো বোম্বে, দেখতেন রেস ক্যানসেল হয়ে যেত।' ভদ্রলোক গর্জালেন।

মৃদু জলতরঙ্গ বাজতেই রাকেশ শক্ত হয়ে গেল। এক্ষুনি আরম্ভ হয়ে যাবে রেস। আমার রেস। রাকেশের পা দুটো শিরশির করে উঠল। আঃ এত উত্তাপ কেন?

'অল দি হর্সেস আর বিয়িং স্টোলড্।' মাইকে স্পষ্ট ঘোষণা। খাঁচায় পোরা হয়েছে ঘোড়াগুলোকে। 'স্টার্টার আপ্। অ্যান্ড দে স্টার্ট।'

রাকেশ মুখ উঁচু করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ওপাশে সদ্য খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসা ঘোড়াগুলো দেখল। লাল নীল হলদে জার্সি পরা জকিরা একে অন্যকে পাশ কাটিয়ে আসছে। তিন নম্বর ঘোড়ার জকি কি জার্সি পরেছে। চটপট বইটা খুলল রাকেশ। তিন নম্বর ঘোড়ার নাম মাই ফিউচার, জকির ওজন সাতান্ন কেজি, আঠারো'শ মিটার রেস। জকির জার্সি—সাদা নীল ডোরাকাটা, সাদা টুপি।

রাকেশ আবার মুখ তুললো। ঘোড়াগুলো বারো'শ মিটার বোর্ড ছাড়িয়ে এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইকে সমানে রিলে হচ্ছে। দুই নম্বর ঘোড়াটা লেফ্‌ট হয়েছে। পিছনে আসছে সেটা। এক নম্বর স্পেস করছে, তিন-চার লেংথ আগে আছে, ওর ঠিক পেছনে তিন, চার, পাঁচ তিন তিনটে ঘোড়া গায়ে গায়ে। এই বাঁক ঘুরছে ঘোড়াগুলো, সাদা নীল ডোরাকাটা জার্সিকে আউট সাইড দিয়ে বেরোতে দেখল রাকেশ।

সারা মাঠ জুড়ে চিৎকার শুরু হয়েছে এখন। সেকেন্ড এনক্লোজারে প্রচণ্ড কোলাহল।

'নাউ নাম্বার থ্রি টেকস লিড, হি ইজ ওয়েল আহেড।'

চিৎকার করে উঠল রাকেশ, 'মাই ফিউচার—মাই ফিউচার—মাই ফিউচার ওয়ান হর্স।' 'মাই ফিউচার ইন এ ওয়াক্‌।' 'রাজার মত যারে শালা—ইন এ ওয়াক্‌।' আর দুশো মিটার বাকী। তিন নম্বর মাই ফিউচার সবাইকে ছাড়িয়ে চলে এসেছে। অন্তত দশ লেংথ পেছনে বাকী ঘোড়াগুলো। আরাম কেদারায় যেন শুয়ে আছে মাই ফিউচারের জকি। কে যেন সুর করে বলে উঠল, 'আরে আয় আয় ধরবি আয়, রাজামশাই যাচ্ছে চলে কুত্তাগুলো ধরবি আয়।'

বুকের মধ্যে এক লক্ষ তিম্পোনির ঢাক বাজছে, চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা ক্রীসমাসের সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে যেন। ভীষণ আদরে রাকেশ তিন নম্বর ঘোড়ার দিকে তাকাল। আর একশ মিটার, হেরে যাবার কোন প্রশ্নই নেই। নীরা তুমি জিতে গেলে। নীরা আর একশ মিটার, নীরা আর নব্বুই, নীরা আমার নীরা। এখন যেটুকু পথ, ঘোড়াটা ইচ্ছে করলে সেটুকু হেঁটে যেতে পারে। কিন্তু গতি কমাচ্ছে না জকি। ম্যাক-ফার্সন সাহেব প্লানচেটে খবর দিয়েছেন—দুদিনে এই ঘোড়ার রেস একটাও দ্যাখেনি ও। সুহাসদা আর রায়, দুজনের মুখ মনে করল রাকেশ। জিতুক সবাই জিতুক। নীরা আর দশ মিটার। আর পাঁচ—আঃ-ওহোঃ—ও-ও-ও।' যারা মাঠ জুড়ে যে একটা টে-টুম্বুর ফুসফুস খুশীতে ভরাট হয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ যেন ফুটো হয়ে গেল সেটা—একটা তীব্র আর্তনাদ গড়িয়ে গড়িয়ে গেল রেসকোর্সের খোলা জমির ওপর দিয়ে ওপাশে এপাশে। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল রাকেশের। 'র‍্যাট হোলে পা পড়েছে, র‍্যাট হোলে। আঃ।' কে যেন চিৎকার করে উঠল।

তিন নম্বর ঘোড়াটা এখন ছটফট করছে। মাটিতে শুয়ে পা ছুঁড়ছে। বড় বড় চোখ দিয়ে আকাশ দেখছে আর মুখটা ঘষছে সামনে। মাত্র এক হাত দূরে উইনিং পোস্ট। পেছনের ঘোড়াগুলো এসে গেল বলে। তিন নম্বরের জকি কি ভীষণ হতাশায় পেছনের ঘোড়াগুলো দেখল। হঠাৎ ওদের সামনে জয়ের দরজা খুলে গেছে, রেষারেষি করে আসছে ওরা। তিন নম্বরের জকি শেষ চেষ্টা করল ঘোড়াকে তুলতে। এখনও সময় আছে। উইনিং পোস্টের পাশের রেলিং ধরে চিৎকার করল রাকেশ, 'ওকে টেনে এক হাত নিয়ে যান, টানুন—পুল মাই ফিউচার।'

আর সঙ্গে সঙ্গে জকি লাফিয়ে সরে গেল। শন্‌শন্‌, গায়ে হাওয়ার চাবুক মেরে একটার পর একটা ঘোড়া চলে যাচ্ছে। মাথার টুপি খুলে ফেলল তিন নম্বরের জকি। পাঁচ নম্বর ঘোড়া জিতে গেল।

পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল রাকেশ। চোখের সামনেটা ঝাপসা হয়ে আসছে কেন? বুকের মধ্যে হঠাৎ এত ফাঁকা—একদম ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে কেন? তিন নম্বর ঘোড়াটা ছটফট করছে এখনও। আকুলি-বিকুলি করছে ওঠবার জন্য। দু' তিনটে গাড়ি ছুটে এল ভেতর থেকে। একজন লোক নামল, দু-তিনজন ঘোড়াটাকে দেখল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে মাই ফিউচার জকি হাত নেড়ে কি বলল, তারপর হেঁটে চলে গেল ভিতরের দিকে। আর একটা গাড়ি থেকে কিছু উর্দিপরা লোক ত্রিপল নিয়ে নামছে দেখল রাকেশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওরা এবার মেরে ফেলবে ঘোড়াটাকে।' পাশের ভদ্রলোক বললেন। চমকে উঠল রাকেশ, মেরে ফেলবে মানে? ঘোড়াটার মুখে চোখে দাঁড়াবার জন্য কি আর্তি, 'কেন, কেন মারবে? ওর দোষ কি? ওখানে গর্ত না হয়ে গেলে ও পড়তো না।'

'অকেজো, খোঁড়া ঘোড়াকে ওরা বাঁচতে দেয় না। এটা মশাই রাজার খেলা, চিরকাল রাজার মত দৌড়ে খোঁড়া হয়ে বেঁচে থাকার মত অসম্মান এরা সইতে দেয় না।' ভদ্রলোক হাসলেন, 'রাজার মত যাওয়া বলতে পারেন। ইন্সিওরেন্স আছে, মালিকের লস্ হবে না।'

ওরা ঘিরে ফেলছে ত্রিপল দিয়ে। চোখের আড়ালে রাখছে মাই ফিউচারকে। টলতে টলতে সরে এল রাকেশ। একটা লোকের হাতে রিভলবার দেখতে পেয়েছে ও। লোকটা ত্রিপলের ঘেরার মধ্যে ঢুকছে এখন। সরে এল রাকেশ, তারপর জোরে পা চালাতে লাগল, এক সময় ও নিজের অজান্তেই দৌড়াতে লাগল। এখনই গুলির শব্দ হবে। মাই ফিউচারের কপালে নল ঠেকিয়ে গুলি করবে ওরা। শব্দটা কানে যাবার আগে রেসকোর্স পেরিয়ে যেতে চাইল রাকেশ।

দৌড়, দৌড়, দৌড়। রাকেশ বাইরের রাস্তায় এল। হাঁপ ধরে যাচ্ছিল ওর দৌড়তে দৌড়তে থেমে গেল ও। মুখ ফিরিয়ে রেসকোর্সকে দেখল একবার। ওরা কি এতক্ষণে মাই ফিউচারকে মেরে ফেলেছে? পিল পিল করে বেরুচ্ছে লোক। বিপ'পড়ের চাকে ঢিল পড়েছে যেন। জ্যাকপট ক্যারেড্ ওভার—জ্যাকপট ক্যারেড্ ওভার। গুঞ্জন ছড়িয়ে যাচ্ছিল। কেউ পায়নি জ্যাকপট—লাস্ট লেগে পাঁচ নম্বর কারো ছিল না। মোটা টাকা জমা হয়ে গেল পরের দিনের জ্যাকপটের সঙ্গে। আকর্ষণ বেড়ে গেল সেদিনের।

দুটো পা, থাই এত ভার লাগছে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল রাকেশের। গলা শুকিয়ে গিয়েছে, ভীষণ তৃষ্ণা পাচ্ছে এখন। রাকেশ সান্ধ্য হয়ে আসা আকাশটা দেখল। কুচি কুচি মেঘমাখা আকাশে ওপাশের চিড়িয়াখানা থেকে ওঠা ঝাঁক ঝাঁক পাখি ডিগবাজি দিচ্ছে। আস্তে আস্তে রাকেশ রবীন্দ্রসদনের রাস্তায় হেঁটে এল।

এখান থেকে পি জি হাসপাতালের রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। চৌরাস্তার মোড়ে এসে রাকেশ দেখল ম্যাচের শেষের ভিজিটার্সরা দলে দলে বেরুচ্ছে। একদম নিস্পৃহ চোখে রাকেশ এদের দেখল। শেষ হয়ে যাওয়া কোন অনুষ্ঠান অথবা ফাঁকা মাঠ দেখলে বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে—রাকেশ নিরাসক্ত মুখে এখন সেদিকে তাকাল। পেছনে প্রায় অন্ধকারে মুখ গুঁজে থাকা রেসকোর্স শিকার শেষ করা তৃপ্ত সিংহীর মত গা এলিয়ে রয়েছে। বাদাম চিবুতে চিবুতে যারা এখনও আসছে তারা আবার আসবে পরের দিন। বুকের মধ্যে যে লোভ বা আকর্ষণ বাক্সবন্দী করে মানুষ এখানে আসে শেষ হয়ে যেতে যেতে যেটুকু বাঁচে, ক্যারেড ওভার ক্যারেড ওভার চিৎকার সেটাকে আবার নতুন জন্ম দিয়ে যায়। অথচ রাকেশ, কপালে হাত দিল রাকেশ, একটা ঠাণ্ডা নল কোথাও ওৎ পেতে আছে, চারপাশের ত্রিপল ঘেরা জায়গায় দাঁড়িয়ে এখন শুধু শব্দ শোনার প্রতীক্ষা, তার আর কিছু করার নেই। নাকি সত্যিই নেই। যেন শব্দটাকে এড়াতেই রাকেশ আবার দৌড়তে লাগল। কৌতূহলী অনেক চোখ এড়িয়ে রাকেশ পি জি হাসপাতালের চত্বরে ঢুকে পড়ল। ঝলমল করছে সদ্য জ্বলে ওঠা আলোয় এলাকাটা।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে গেলেও কিছু কিছু মানুষ এখনও এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে—হাসপাতালে এলেই সবাই কেমন গম্ভীর হয়ে যায়।

এনক্যায়ারীর কাউন্টার পেরিয়ে এল ও। নীরার বাবাকে এখানে দেখবে ভেবেছিল —ভদ্রলোক নেই। নীরার মা অথবা, না, আর কাউকে চেনে না ও। এনক্যায়ারীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও ও সরে এল। কেমন অনাসক্তি লাগছে এখন, যে কোন ব্যাপার ঘটে যেতে পারে—তাতে আমার কিছু এসে যায় না। নীরা, চুপচাপ ক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেলে কি এমন হয়? অপারেশন হয়ে গেলে তোমার কি ক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে!

রাকেশ ওপরে উঠল। ভিক্টোরিয়া ওয়ার্ডের করিডোরে নার্সের জুতোর ঠুকঠাক শব্দ। ভেতরে ঢুকল রাকেশ। তিন নম্বর বিছানায় নীরা অমন করছে কেন? কোন নার্স ওকে দেখছে না কেন? সেই নার্সটি গেল কোথায়—সকালের সেই সহজ মহিলা। রাকেশ পা চালিয়ে তিন নম্বর বিছানার ধারে এল। উপুড় হয়ে ছিল শরীরটা, পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে, মাথাটা ঘষছে বালিশে, বুক অবধি চাদর টানা। একটা গন্ধ আছে প্রতিটি মেয়ের—যা থেকে তাদের আলাদা করে চেনা যায়। রাকেশ নিজের সেই গন্ধটা খুঁজে পাচ্ছিল না। মেয়েটি বুঝতে পেরেছিল কেউ এসেছে, মুখ ফিরিয়ে তাকাল সে। যন্ত্রণায় মুখ কুঁকড়ে যাচ্ছে ওর।

সেই শব্দটা দু কান জুড়ে বেজে উঠল এবার। রাকেশ সারা শরীর দিয়ে চিৎকার করতে করতে আচমকা গিলে ফেলল সবটা। টলতে টলতে ও খাটের বাজু ধরে ফেলল। মেয়েটি ভয় পাচ্ছে ওকে দেখে। রাকেশ হাত বাড়িয়ে লোভীর মত ওর কপাল স্পর্শ করল—তারপর হন হন করে নেমে এল নিচে।

সিঁড়িটা দ্রুত ফুরিয়ে গেলে রাকেশ সোজা এনকোয়ারীতে চলে এল, 'ভিক্টোরিয়া ওয়ার্ডে তিন নম্বর বেডে নীরা নামের মেয়েটি—' খাতা খুললেন মহিলা। চটপটে আঙুল দিয়ে পাতা সরিয়ে ঘাড় কাৎ করে বললেন, 'ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'কতক্ষণ?' বুকের মধ্যে একটা শব্দ, শীতল শব্দ--কতক্ষণ?

'ঘন্টাদুয়েক।'

থর থর করে কাঁপতে লাগল রাকেশ। দুহাতে কাউন্টার আঁকড়ে ধরল ও। ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায়?'

ঘাড় নাড়লেন মহিলা, ফিস ফিস করে কিছু বললেন। আর হঠাৎ সেই গিলে ফেলা চিৎকারটা উঠে এল গলায়, সমস্ত শরীর দিয়ে কাউন্টারের মসৃণ কাঠে ঘুঁষি মেরে অপ্রাকৃতিক শব্দ বের করল রাকেশ, 'কি জানেন, কি জানেন আপনারা, কি জানেন!'

টলতে টলতে বেরিয়ে এল ও বাইরে। আর সঙ্গে সঙ্গে একরাশ বল্লমের মত হরিবোল হরিবোল ধ্বনি ছুটে এল ওর দিকে। বুকের মধ্যে কি একটা বোধ আকাশে মরে আসা পাখির মত দুলে দুলে নেমে আসছে—রাকেশ ঝাপসা চোখে ওদের দেখল। কয়েকটি ছেলে মৃতদেহ নিয়ে হাসপাতাল থেকে চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একজনের গম্ভীর গলার কান্নার শব্দ 'হরিবোল' মৃতদেহটিকে বর্মের মত ঢেকে রাখছিল। মৃদু ধূপের গন্ধ পিছনে ফেলে ওরা চলে যাচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছে ওরা, কোথায়? কিছুক্ষণ ওদের পেছন পেছন হাঁটল রাকেশ। হরিবোল ধ্বনি ওকে মন্ত্রের মত টেনে নিয়ে যাচ্ছিল যেন। ওরা ক্যাওড়াতলা যাচ্ছে—হাতের কাছেই শ্মশান। একটা মৃতদেহ দাহ করতে কত সময় লাগে—কতক্ষণ? নীরা তুমি দাহ হয়ে গেলে— রাকেশ দেখল ও কাঁদতে পারছে না, অথচ একটা চিৎকার বুকের মধ্যে ছটফট করছে।

সামনেই একটা ট্যাকসি খালি হতে দেখল ও। দৌড়ে গিয়ে উঠল রাকেশ, চাপা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলায় বলল, 'সর্দারজী ক্যাওড়াতলা।' আগের সওয়ারীর পয়সা গুণতে গুণতে সর্দারজী ঘাড় নাড়ল। কি বলছে ও? যাবে না! কেন? এত অল্প দূরত্ব তাই। চিৎকারটা মাথায় এসে গেল, ঝুঁকে পড়ল রাকেশ। পেছনের সিট থেকে সমস্ত শক্তি দিয়ে সর্দারজীর জামার বুক চেপে ধরে বলল, 'তুমকো যানেই হোগা সর্দারজী।'

অবাক চোখে মুখ ঘুরিয়ে বুড়ো ড্রাইভার কাঁপা কাঁপা মুখ লাল চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাল, তারপর বলল, 'চলিয়ে।'

ধুপ করে পেছনের সিটে গা এলিয়ে দিল রাকেশ। তারপর চোখ বন্ধ করে ফেলল। আঃ, চোখ বন্ধ করে সারাজীবন কেউ যদি কাটিয়ে দিতে পারত।

শ্মশানের সামনে ট্যাকসি দাঁড় করাল রাকেশ। একবার শুধু একটুখানি দেখা, রাকেশ বুড়ো ড্রাইভারকে দাঁড়াতে বলল। তারপর কি ভেবে জুতো মোজা খুলে প্যান্ট গুটিয়ে মাটিতে নামল। আঃ কতদিন পর খালি-পায়ে হাঁটছে আজ।

কান্নাগুলো ফোয়ারার মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। এত ভীড় কেন? নীরার জন্য এত লোক এসেছে কেন? ভীড় ঠেলে রাকেশ ভেতরে ঢুকল। ওর চোখ নীরার বাবাকে খুঁজছিল, ভদ্রলোক কোথায়? কিন্তু এত মৃতদেহ কেন? রাকেশ চোখ বোলাল। পাশাপাশি সেজেগুজে শুয়ে থাকা মৃতদেহগুলো দেখে হঠাৎ ওর সেই খাঁচাটার কথা মনে পড়ে গেল। ঘোড়াগুলো সব খাঁচায় ঢুকে পড়েছে এখন যে কোন মুহূর্তেই রেস শুরু হয়ে যেতে পারে।

যে কোন মুহূর্তেই নীরাকে দেখতে পাব—রাকেশ মৃতদেহের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল। না এ নীরা নয়—নীরা নয়। পর পর অনেক চিতা জ্বলছে। অপেক্ষা করছে তার ডবল শরীর। তবে কি নীরা—জ্বলন্ত চিতার শরীর থেকে ধূপের গন্ধ—নাকি চন্দনের গন্ধ—নাকি ঘিয়ের গন্ধ বেরুচ্ছে—নিশ্বাস নিতে নিতে রাকেশ ছটফট করে উঠল, এইসব গন্ধ তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে যে!

প্রায় তিনঘন্টা হয়ে গেল এসেছি, অন্য শ্মশানে গেলেই হত—।' অপেক্ষায় আর ধৈর্য রাখতে পারছিলেন না এক ভদ্রলোক। তিন ঘন্টা! তার মানে তিন ঘন্টার মধ্যে, যারা এখানে এসেছে তাদের কেউ এখানেই থাকার কথা। লকলকে চিতাগুলো থেকে চোখ সরিয়ে নিল রাকেশ। গুঞ্জন উঠছে চারপাশে। রেজিস্টারের ঘরে এল রাকেশ। ভীড় উপচে পড়ছে এখানেও। শীর্ণ এবং বৃদ্ধ পানসে চোখে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'যদি অপেক্ষা না করতে পারেন তবে অন্য শ্মশানের যান।'

না, নীরাকে ওরা এখানে আনেনি। এমনও হতে পারে দীর্ঘসময়ের ব্যাপার বলে অন্যত্র চলে গেছে। কোলকাতা শহরে কতগুলো শ্মশান আছে? কে যেন চিৎকার করছে, 'ওরে ড্যাংডাডং করে চলে গেলি, আমি কবে যাবো রে-এ-এ।' লোকটাকে ভাল করে দেখতে পেল না ও। কিন্তু মনে হল এখনই ছুটে গিয়ে ওর চোয়াল এক ঘুষিতে বন্ধ করে দেওয়া দরকার। ছ্যাকড়া গাড়ি টানা ঘোড়া ল্যাংড়া হলে কেউ লোহার নল কপালে ঠেকিয়ে ট্রিগার টানে না!

কিন্তু নীরা কোথায় যেতে পারে। আচ্ছা, ওরা পি জি থেকে বেরিয়ে নিমতলায় তো যেতে পারে। মনে হতেই দৌড়ে এল রাকেশ। ট্যাকসির দরজা বন্ধ করতে করতে বলল ও, 'নেহি মিলা সর্দারজী—নিমতলা চলিয়ে।'

খুশী হল ড্রাইভার। গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'ঘাবড়াইয়ে মৎ সাব, নিমতলা বহুৎ ভারী শ্মশান—জরুর মিল যায়েগা।'

কেমন নিস্তেজ লাগছে এখন। মুখের ভিতরটা কেমন বিস্বাদ, রাকেশ জানলায় মাথা রাখল। হু হু করে যাচ্ছে ট্যাকসিটা। একটু বাতাস আসছে—আঃ। হঠাৎ চমকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠল ও। সোজা হয়ে বসল। একদম নীরার মত মুখের আদল, ঘাড় কাৎ করে নীরা যেমন তাকায়—তেমনি। কি যে সব হয়ে যায়।

দ্রুত কোলকাতা ছুটে যাচ্ছে। রাকেশ আস্তে আস্তে কেমন গুটিয়ে যাচ্ছিল। নীরা এখনও আছে—এই মুহূর্তে হয়তো নীরাকে দাহ করা হয়নি। কিন্তু চোখ বন্ধ করে নীরার মুখ আমার মনে পড়ছে না কেন? চিবুক—হ্যাঁ, ঠোঁট—হ্যাঁ—কিন্তু পুরো মুখটা হারিয়ে যাচ্ছে কেন? মায়ের মুখ মনে করতে গিয়ে চিৎকার করে উঠল রাকেশ। একি! মায়ের মুখটা কেমন ছিল, কেমন ছিল?

'ক্যা হুয়া?' পেছন ফিরে তাকাল ড্রাইভার।

'কুছ নেহি।' উঠে বসল রাকেশ। বাঁ দিকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। হঠাৎ রাকেশ বলল, 'ডাইনা যায়েগা সর্দারজী।'

অবাক হল ড্রাইভার, 'নিমতলা কি রাস্তা ইধার নেহি হ্যায় সাব।'

'হ্যায়—হ্যায়। আপ ক্যা জানতা কলকাত্তাকা।' চিৎকার করল রাকেশ। কোন কথা না বলে ড্রাইভার ট্যাকসিটা পার্ক স্ট্রীটে নিয়ে এল। মনে মনে রাকেশ বলল, আছে, আছে, আছে।

এখন পার্ক স্ট্রীট জমজমাট। সারা গায়ে আলো মাখামাখি—ট্যাকসিটাকে অপ্সরা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে দাঁড় করাল রাকেশ। বিস্মিত ট্যাকসি-ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল ও, তারপর চলন্ত গাড়ির ফাঁক গলে এই ফুটপাথে চলে এল। সামনের সাদা বাড়িটা আজকেও নিঝুম। ঘড়ি দেখল রাকেশ, সাতটা বেজে দশ মিনিট।

সমস্ত শরীরে ঘাম এবং ধুলো, রাকেশ রুমালে মুখ মুছতে মুছতে টের পেল ওর পায়ে জুতো নেই আর সেই ট্যাকসি-না, চলে গেছে সেটা। ও বুঝতে পারছিল সেজেগুজে বেরুনো মানুষগুলো ওকে দেখছে—ওকে কি এখন শ্মশানযাত্রীর মত লাগছে! হাসল রাকেশ, অনেকটা তো সেরকমই। গতরাত্রের সেই টিউবওয়েলটা চোখে পড়তে এগিয়ে গেল ও, হাত-পা ধুতে ইচ্ছে করছে বড়। কাল রাতে এখানে ও বমি করেছিল—কিন্তু এখন তার কোন চিহ্ন নেই। আজকের স্মৃতি এই শহরে কালকে টিঁকে থাকে না।

কেমন একটা বিষণ্ণবোধ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে এখন। বরফের ওপর পা ফেলে একা সারারাত হেঁটে এলে যে ক্লান্তি এবং নিঃসঙ্গতা পাশাপাশি দুহাত ধরে চলে, রাকেশ সেই সব অভিযাত্রীর মত এদের স্পর্শ করতে পারছিল। এখন পৃথিবীতে ভীষণ একা লাগছে নিজেকে। চারপাশে তাকাল ও। বিজয়া দশমীর ঘাটে শেষবার আরতি নেওয়া দুর্গা প্রতিমার মুখের মত লাগছে সবকিছু।

একটু ঠান্ডা হয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে খালি পায়ে খুব ধীরে ধীরে বাড়িটায় ঢুকল রাকেশ। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ও শুনতে পেল কালকের মত আজও কেউ পিয়ানোয় আলতো আঙুল বোলাচ্ছে। অদ্ভুত নরম সুর ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা বাড়িতে। ওপরে উঠে এল ও। এবং আজকে ভুল হবার কোন ব্যাপার নেই, নির্দিষ্ট দরজায় কলিং বেল টিপল রাকেশ।

মৃদু পায়ের শব্দ, দরজা খুলে গেল, জিনা দাঁড়িয়ে, 'হু আর য়ু? ওঃ, তুমি, কি ব্যাপার? নিয়ে এসেছ?' ব্যঙ্গের হাসি জিনার গলায়।

ভেতরে ঢুকল রাকেশ। ঢুকে বাঁ হাতে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে জিনার দিকে তাকাল। জিনা তৈরী রায়ের জন্যে, কালো নেটের ম্যাক্সীর ফাঁক দিয়ে রুপোলী চামড়ার জেল্লা জ্যোৎস্নার মত গলে গলে পড়ছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোথায় সে?'

'কে?' রাকেশ ঘরের মধ্যিখানে এল। এসে প্লেয়ারটা চালিয়ে দিল—ভারী গলায় কে গাইছে, দ্যাট ওয়াজ এ মিড নাইট আই স ইউ। ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল শরীরটা—পাঁচ আঙ্গুলের থাবা বাড়িয়ে রেকর্ডটা থামিয়ে দিল রাকেশ। তারপর ঘুরে জিনাকে বলল, 'কে?'

'ইওর ম্যান।' জিনা দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

'জানি না।' বলল রাকেশ, তারপর দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেই দেখল জিসাসের ছবিটা তেমনি উল্টে রাখা, কাল যেমন সে রেখেছিল। হো হো করে হেসে উঠল সে। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হাসতে হাসতে, রাকেশ সোফায় বসে পড়ল।

'কি হয়েছে রাকেশ, তোমার কিছু হয়েছে, তোমার সাদু কোথায়, তোমাকে অ্যাবনরমাল দেখাচ্ছে কেন?' একটু ভীত এবং কৌতূহলী গলায় জিনা বলল।

'জিসাসের বয়স কত?' হাসিটা গিলতে গিলতে রাকেশ বলল।

চমকে উঠল জিনা, ঘাড় ঘুরিয়ে ওল্টানো ছবিটাকে দেখল। বোধহয় ও এই প্রথম ব্যাপারটা লক্ষ করে অবাক হল, তারপর বলল; 'ওঁকে তেত্রিশ বছর বয়সে মেরে ফেলা হয়েছে।'

'আর তিন বছর—ঐ বয়সটাকে ছুঁতে আর তিন বছর বাকী,' বিড়বিড় করে বলল রাকেশ, তারপর জামাটা খুলে টান মেরে ছুঁড়ে দিল কোণার টেবিলের ওপর। পকেটে অনেক খুচরো পয়সা, সেই টিকিটটা পেয়ে গেল ও। তিন. তিন তিন তিন তিন। দেশলাই জ্বালিয়ে টিকিটটায় আগুন ধরিয়ে দেখতে দেখতে বলল ও, 'জিনা, ওপেন ইওর ড্যাম থিংস অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু সি দি মিস্টেরি।'

'হোয়াট?' হাঁ হয়ে গেল জিনা।

পুড়ে যাচ্ছে তিনগুলো, একটার পর একটা তিন। নীরা ভাল আছি। নীরা ভীষণ ভাল আছি। পোড়া ছাইটাকে মাটিতে ফেলে উঠে দাঁড়াল রাকেশ, 'পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? ওগুলো খুলে ফেল।'

'রাকেশ!' ফিস ফিস করে বলল জিনা।

আর তখন কি যেন হয়ে গেল, চিৎকার করে উঠল রাকেশ, 'হোয়াট! তুমি শুনতে পাচ্ছ না—আই উইল পে ইউ টু-ফিফটি বাট আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ ইট।'

এক পা এগিয়ে আসছিল জিনা, এমন সময় ছোট্ট শব্দ বাজল, বাইরের কলিং বেলে কেউ আঙ্গুল দিয়েছে।

'ওপেন দ্যা ডোর অ্যান্ড টেল হিম গেট আউট।' দাঁতে দাঁত চেপে রাকেশ বলল। জিনা দরজা খুলল। ঘরের মাঝখানে গেঞ্জি গায়ে দাঁড়িয়ে রাকেশ দেখল রায় এসেছেন। হাতে একটা ফুলের তোড়া, চকচকে মুখে হাসি। রায় বললেন, 'দিস ইজ রয়, আই ওয়াজ টোল্ড—'

'আই অ্যাম এনগেজড্,' দরজা দুহাতে ধরল জিনা, 'প্লিজ আপনি যান।'

'হোয়াট?' চোয়াল ঝুলে গেল রায়ের। তারপর জিনার মাথার ওপর দিয়ে ঘরের ভিতর তাকাতেই রাকেশকে দেখতে পেল, 'তুমি—তুমি—।' ক্ষিপ্ত রায় কথা বলতে পারছিল না।

'জিনা, টেল হিম টু গেট আউট অফ হেয়ার। আই বুকড্ ইউ, ইজন্ট ইট!' চিৎকার করল রাকেশ, 'ফুলগুলো রিয়াকে দেবেন, মাই কনগ্রাচুলেশন।'

জিনা দরজা বন্ধ করতে করতে রাকেশ দেখল কিরকম হয়ে গেল রায়ের মুখটা, ওপেনিং ব্যাটসম্যান প্রথম বল ফেস করতে গিয়েই আম্পায়ারের এল, বি ডব্লু কল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনলো যেন। আচ্ছা, এখন রায় কি করবে? এই ফুলগুলো নিয়ে কি রিয়াকে দেবে? হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল রাকেশ। ভীষণ আরাম লাগছিল ওর। কাল সকালে রায় কি সেই লোকটাকে রিপোর্ট চেঞ্জ না করতে বলবে? তোমাকে ঐ চাকরিতে মানায় না। নো! নীরা—আমাকে কিসে মানায়—কিসে?

ভীষণ হালকা লাগছে এখন। কাল থেকে একটার পর একটা নোংরা পোশাক গায়ে চাপছিল—এক ঝটকায় খুলে ফেলেছে যেন সেটা। গায়ের গেঞ্জিটা খুলে ফেলল রাকেশ।

ছোট ঘরে চলে এল রাকেশ। আয়নায় নিজের চেয়ারা দেখতে দেখতে বুকে হাত বোলাল। বুকে হাত বোলাতেই ওর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় কেন? মায়ের কথা, এই শরীরটার কথা, সেই ছেলেবেলায় মায়ের তেল মাখানোর কথা! একটু একটু করে সেই যত্নে এই শরীরটার বড় হয়ে ওঠার কথা? ভাল থেকো, ভাল থেকো, ইতি আশীর্বাদিকা মা—চিৎকার করে উঠল রাকেশ, 'কি হল, খোল খোল শ্রবার।'

ছোট ঘরে এল জিনা, 'তুমি জানো আমার শরীরে কি থাকতে পারে যা তুমি ঐ লোকটাকে দিতে চেয়েছিলে!'

হা হা করে হেসে উঠল রাকেশ, 'এস দেখি সেটা কি জিনিস!'

'তুমি জানো তুমি কি করছ?' জামার হুক খুলল জিনা।

'ও হ্যাঁ, একশবার মুখাগ্নি করেছি আমি।' দুহাতে জিনাকে ধরল রাকেশ। আমার হাত কাঁপছে কেন?

'ইউ আর ম্যাড্, ওঃ।' জিনার শরীরের অর্ধেকটা আলোয় মাখামাখি হয়ে গেছে এখন।

জিনার চুলে গলায় কিসের গন্ধ? কোন ধূপের, পোড়া চন্দনের, নাকি ঘিয়ের? চিৎকার করে উঠল জিনা, দুহাতের চাপে ওর সারা শরীর ছটফট করছে, গলার শিরা ফুলে উঠছে।

রবারের মত শরীরটা নিয়ে রাকেশ দুহাতে মোচড়াতে মোচড়াতে দেখল ওর নিজের শরীরের ভিতর ক্রমশ শীতল থেকে শীতলতর বোধ ছড়িয়ে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টায় শরীরের সেই আগুনটাকে জ্বালাতে না পেরে ওর নিজেকে কেমন অসহায়, নপুংসক বলে মনে হচ্ছিল। ভাল থেকো, ভালো থেকো, বুকের মধ্যে কোথাও কে যেন বসে সেই আগুনটার গায়ে গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিচ্ছে।

হতাশ, ঘর্মাক্ত রাকেশ জিনার চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল হঠাৎ। মেয়েদের চোখের দৃষ্টি মাঝে মাঝে এক হয়ে যায় কি করে! মায়ের, নীরার অথবা এখন এই জিনার? যে চোখ শুধুই বলে—ভালো থেকো, ভালো থেকো, ভালো—

ঈশ্বর, তবে কেন বুক জ্বলে যায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~